শতবর্ষ আগে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীরত্নেশ্বর মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

দাম দেড় টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
ফাইন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৩এ, নিমতলা ষ্ট্রীট।

এ নাটকখানি রচিত হয়েছে সিপাহীবিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে। হয়তো আপনারা সকলেই জানেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ ব্যর্থ হবার একটা বড় কারণ···উপযুক্ত নেতার অভাব। ভারতব্যাপী এই বিদ্রোহে যদিও নানা সাহেব, তাত্যাটোপী, রাণী লক্ষ্মীবাই প্রমুখ বীর ও বীরাঙ্গণার আবির্ভাব হয়েছিল···তবুও তাঁরা সবাই সম্মিলিত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করতে পারেননি। তা'ছাড়া, দিল্লীতে বাহাদুরশাকে মসনদে বসিয়ে একদল চেয়েছিল মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, অন্যদল নানা সাহেবকে কেন্দ্র করে চেয়েছিল মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপনা। পরস্পরে মতদ্বৈধ যদি না ঘটত, উপযুক্ত একক নেতার পরিচালনায় যদি সিপাহীদল পরিচালিত হত···তাহ'লে বোধ হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ পরিগ্রহ করত। সে যা হোক, বহু নেতা যে ঘটনার সঙ্গে বিজড়িত তা নিয়ে নাটক রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। একজন "হিরোকে" কেন্দ্র করে নাটকীয় কাহিনী এরূপ ক্ষেত্রে গড়ে তোলা যায়না। ভারতের বিভিন্ন অংশের বিদ্রোহের আলেখ্য নির্ম্মাণ করতে তাই আমাকে খানিকটা experimental technique অবলম্বন করতে হয়েছে। এই সঙ্গে একটী কথা বলে রাখা দরকার; এ নাটকে কোথাও কোনো কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হযনি; এর প্রত্যেকটী চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস সম্মত। তবে, নির্জ্জলা ইতিহাসে নাটক হয়না; তাই যেখানে অতি সামান্য ভাবে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছি···তা কেবল নাটককে "নাটকত্ব" দেবার জন্য।

এ বইখানির অভিনয় একসময়ে পুলিশ কমিশনার বাহাদুর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাঁর নির্দ্দেশমত কয়েকটী অংশ বর্জ্জন করার পর অভিনয়ের অনুজ্ঞা লিপি পাওয়া গেছে। তিনি যে অংশ বর্জ্জন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, সে অংশগুলি বর্জ্জন করেই আমি নাটকখানি ছাপালুম।

ইতি—

অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৪৮

মহেন্দ্র গুপ্ত।

চরিত্র পরিচয়

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ,

নানাসাহেব ...	... পেশোয়া বাজিরাওএর দত্তক পুত্র
রাওসাহেব ...	... ঐ ভ্রাতা
তাত্যাটোপী ...	... ঐ সেনাপতি
আজিমুল্যা ...	... ঐ সেক্রেটারী
গঙ্গাধর ...	... ঐ পুরোহিত
দামোদর রাও ...	... রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দত্তক পুত্র
লক্ষ্মণ রাও ...	... ঐ সেনাপতি
জেমিগ্রীণ ...	... (ছদ্মবেশী মহম্মদ আলি ; সেকালের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার)
লর্ড ক্যানিং ...	... ভারতের বড়লাট
এডমণ্ড্‌স্টোন ...	... ঐ সেক্রেটারী
মেজর কিরকে ...	... ইংরেজ সেনাপতি
বলদেও ...	... ঝান্সীর গায়ক
রাইমোহন ...	... জনৈক বৃদ্ধ
শরচ্চন্দ্র ঘোষ ...	... স্বর্গীয় ছাতুবাবুর দৌহিত্র
টিকাসিং, জাওলাপ্রসাদ	বিদ্রোহী সেনানী
ওয়াজেদ আলি ...	... অযোধ্যার নবাব

এ. ডি. সি, ষ্ট্রীট সিঙ্গার, হকার প্রভৃতি।

লক্ষ্মীবাঈ ...	... ঝান্সীর রাণী
লুণা ...	... স্যার হিউ হুইলারের পালিতা কন্যা
সুলতানা ...	... গায়িকা
হোসেনী খানুম ...	... বিদ্রোহিনী
ময়নাবাঈ ...	... নানাসাহেবের কন্যা

শতবর্ষ আগে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ; কলিকাতায় আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) গৃহে নির্ম্মিত নাট্যশালা। সমাগত দর্শকমণ্ডলী আসীন। বালকগণ প্রথমে গোপাল বন্দনা গাহিল।)

"যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকুলচারিণে—
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে ॥

রাইমোহন। এইবারে শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র ঘোষ অর্থাৎ আমাদের স্বর্গগত আশুতোষ দেবের অর্থাৎ ছাতুবাবুর দৌহিত্র কিছু পরিবেশন করিবেন।

শরচ্চন্দ্র। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ, আজ আমার স্বর্গগত মাতামহ আশুতোষ দেব মহোদয়ের ভবনে আমরা জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্যবৃন্দ এই দ্বিতীয়বার শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রায় বিরচিত বাংলা নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছি। অভিনয়ের পূর্ব্বে আপনারা যে গোপাল বন্দনা গান শুনিলেন, উহা দেশপূজ্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা। ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত এই বন্দনা গানের সঙ্গে সঙ্গেই—

(ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবেশ)

ঈশ্বর। বন্দনা গানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের স্বশরীরে সভা প্রবেশ।

সকলে। একি! স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহোদয়! আসুন—আসুন…

শর। স্বাগত! স্বাগত হে বঙ্গ-গৌরব, আজ আমাদের সমস্ত আয়োজন সার্থক। (পদধূলি গ্রহণ)

ঈশ্বর। আহাহা, থাক্ থাক্…হয়েছে, হয়েছে—

শর। দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিয়েছেন যদি, আজ আমাদের অভিনয়ের শুভ প্রস্তাবনা আপনাকেই করতে হবে, বিদ্যাসাগর—

ঈশ্বর। প্রস্তাবনা! সূত্রধারের কাজ! বেশ, অভিনয়ের পূর্ব্বে তোমরা গোপাল বন্দনা কর্লে…কিন্তু কলা-লক্ষ্মী বাগেদবীর বন্দনা তো কর্লে না!

শর। বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাক্‌তে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বন্দনা আর কে করতে সাহস পাবে বলুন?

ঈশ্বর। চুপ! কিসের গন্ধ হে! হুঁ, সুস্বাদু ঘৃত পক্ক লুচী কচুরী মনে হচ্ছে—

রাই। ঐ দেখুন, বিদ্যাসাগর মশাই, অভ্যর্থিতগণের ভূরি ভোজনের নিমিত্ত ওখানে খাবারের কারখানা বসে গেছে—

ঈশ্বর। বটে! বটে! তা হ'লে আজ লুচী কচুরী দিয়েই মুখরা সরস্বতীর মুখ বন্ধ করি—

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপী সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যা প্রসাদেন ফলারমাপ্নুম্।
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥

সকলে। হা—হা—হা চমৎকার! চমৎকার!]

ঈশ্বর। সমবেত সুধীবর্গ,—আজ অভিনয়ের প্রারম্ভে বঙ্গরঙ্গশালা সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে দু' একটী কথা নিবেদন কর্ব্বে—আশা করি, তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

সকলে। বলুন—বলুন—

ঈশ্বর। প্রথম বাংলা নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল আজ হ'তে ৬২ বছর আগে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই নাট্যশালা স্থাপন করেন যিনি, তিনি বাঙ্গালী নন্…একজন রুশ দেশবাসী ভদ্রলোক, নাম হেরাসিম্ লেবেডফ্।

রাই। আমি লেবেডফ্ কোম্পানীর অভিনয় দেখেছি, ২৫ নং ডোমতলায় অভিনয় হয়েছিল—নাটকের নাম "ছদ্মবেশী," (টিকেটের দাম ছিল বক্স ও পিট ৮৲ গ্যালারি ৪৲। তবু বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য।)

২য়। আঃ! আপনি বসুন, বিদ্যাসাগর মশাইকে বল্‌তে দিন।

ঈশ্বর। বাঙালী দ্বারায় বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয়ের প্রথম ব্যবস্থা হয়েছিল ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, শ্যামবাজারে বাবু নবীনচন্দ্র বসুর ভবনে। ৪।৫ বছর বাদে সে নাট্যশালা লুপ্ত হয়ে যায়। তার পর বহুদিন আমরা বাংলা নাটকের অভিনয় দেখিনি। আজ এই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের দৌহিত্রগণ এই যে নতুন করে আবার বাংলা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা কর্ল্লেন, এ জন্তে এঁরা সমস্ত বাঙালী জাতির নিকট ধন্যবাদার্হ। আমি আশা করি, তাঁদের এই মহতী প্রচেষ্টা যেন বঙ্গীয় নাট্যশালার স্থায়ী ভিত্তি পত্তনের সাহায্য করে ধন্য হয়। (এবং সেই সঙ্গে নাট্যশালায় এই বঙ্গ ভারতী সেবার আয়োজন দেখে…যেন ইংরেজী শিক্ষিত তথা

কথিত নব্য বাঙ্গালী বাবু সম্প্রদায় আবার প্রাণ ভ'রে বাংলায় কথা বল্‌তে শেখেন। ইংরেজী বুকুনী ছেড়ে নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু আবার যেন তাঁদের মাতৃ ভাষায় প্রাণ ভরে মাকে মা—মা বলে ডাক্‌তে লজ্জা না পান।) আমার আপনাদের কাছে আর কিছু বক্তব্য নেই। এবার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সূচি অনুসারে উৎসব আরম্ভ হোক।

(সকলের করতালি ধ্বনি)

রাই। কৈ হে শরচ্চন্দ্র, যাও, তুমি চট্ করে সেজে নাওগে! অভিজ্ঞান শকুন্তলার শকুন্তলাই এখনো—

শর। এই যাচ্ছি, (অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দিইগে। আমার সীন দেরি আছে।)

(প্রস্থানোদ্যত)

(নেপথ্যে গুলির আওয়াজ)

সকলে। কি হ'ল! কি হ'ল!

(লুনার ছুটিয়া প্রবেশ)

লুনা। Help! Help! Murder! খুন কর্ল্লে...খুন কর্ল্লে।

শর। কি হয়েছে? কাকে খুন কর্ল্লে?

লুনা। আমার সঙ্গী Major Kirkey! ঐ ওখানে গাড়ীতে আহত—

বিদ্যা। ভয় নেই মা, তুমি কেঁদনা—আমরা দেখ্‌ছি। এসো শরচ্চন্দ্র—

[প্রস্থান।

লুনা। ওঃ আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—

রাই। ওরে জল—জল—

(ভৃত্য জলের গ্লাস দিল, লুনা পান করিল)

লুনা। Ah, thanks;—

রাই। মা লক্ষ্মী—

লুনা। Shame. Am Miss Luna Khasthogir,

রাই। কি বল্‌ছ মা লক্ষ্মী—

লুনা। Hang your, মা লক্ষ্মী—মা লক্ষ্মী—!
I protest! I am a native খৃশ্চিয়ান। বরং বলুন ম্যাদা ময়সেল্—

রাই। ওঃ। তা বেশ, মা ম্যাদা ওয়াছেল! জল খেলে এবার এই পান খাও—

লুনা। No, damn that nasty habit! আমরা পান খাইনে।

রাই। পান খাওনা—তবে ঠোঁটে কি লাগিয়েছ?

লুনা। You mean লিপ্‌ষ্টিক্? ও এক প্রকার লাল রঙ।

রাই। বুঝেছি, বুঝেছি···তা ও মা ম্যাদা ওয়াছেল, আমাদের মা লক্ষ্মীরা কিন্তু পা দুখানি লাল রঙ মেখে এমন রাঙা টুকটুকে করে ফেলেন, যাতে সারা দুনিয়ার লোক মা লক্ষ্মীদের মুখের পানে না তাকিয়ে সেই রাঙা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তোমাদের নজর উঁচু কিনা, তাই বুঝি সেই লাল রঙ পা ছেড়ে তোমাদের ঠোঁটে উঠেছে! যাতে সারা দুনিয়া তোমাদের পায়ের দিকে না তাকিয়ে ঠোঁটের পানেই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে!) বলিহারি মা ম্যাদা ওয়াছেল্! তোমাদের দণ্ডবৎ—

(বিদ্যাসাগর, শরচ্চন্দ্র ও মেজর কিরকের প্রবেশ)

কিরকে। দণ্ড—দণ্ড— Severe punishment, ওহি ডাকুকে একবার হাটে পাইলে হামি উহাকে বড করিবে।

লুনা। Ah, Major Kirkey! You are not wounded!

কিরকে। No madamoisel, লেকিন ডাকুটো কিধার ভাগ গিয়া—

(আজিমুল্যার প্রবেশ)

আজি। নেহি সাব, ও আপ্‌কো সেলাম দেনেকো আয়া—

লুনা। Oh! Daccu! Daccu! Help, Help!

কিরকে। Police! Police!

সকলে। Police! Police!

বিদ্যা। ভয় নেই, স্থির হও। শরচ্চন্দ্র, তুমি এদের সবাইকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

শর। আসুন, আপনারা—

[জনতার প্রস্থান।

বিদ্যা। (আজিমুল্যাকে) কে তুমি ?

আজি। দেখতেই পাচ্ছেন ? নিরীহ পথচারী—

লুনা। অত কাছে এগুবেন না, ওর সঙ্গে গুলি ভরা পিস্তল!

বিদ্যা। তুমিই এদের লক্ষ্য করে গুলি করেছিলে ?

আজি। এদের নয়…(লুনাকে দেখাইয়া) একে লক্ষ্য করে—

লুনা। (আর্ত্তনাদ)

কিরকে। Then you confess! ডাক্‌কু—বদমাস—

বিদ্যা। কেন গুলি করেছিলে ?

আজি। সুভদ্রার রথ চালনার পরীক্ষা নিতে—

বিদ্যা। সুভদ্রার রথচালনা!

আজি। আপনাদের হিন্দু পুরাণে শুনেছি, সুভদ্রা অর্জ্জুনের পাশে বসে রথ চালিয়েছিলেন। আজ এই ঘোর কলির সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরের রাস্তায় দেখলুম, ইংরেজ পুঙ্গবের পাশে বসে ষোড়শী বাঙালী মহিলা গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। অবিশ্যি মাহাত্মা বেথুনের কৃপায় কলকাতায় মেয়েদের ইংরেজী ইস্কুল হয়েছে; মেয়েরা ইংরেজী লেখা

পড়া শিখ্‌তে সুরু করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিদ্যে এতদূর গড়িয়েছে যে তাঁরা ফিরিঙ্গি বন্ধুর পাশে বসে গড় গড় করে গাড়ী হাঁকিয়ে চল্‌তে শিখেছেন, এতটা সত্যিই আগে কল্পনা করতে পারিনি! তাই কৌতুহলী হয়ে পিছু নিলুম—

বিদ্যা। তারপর?

আজি। ঘুরতে লাগলুম, অথবা এঁরাই আমায় সারা কল্‌কাতা শহর চরকীর মত ঘোরাতে লাগলেন। রাত বেড়ে চল্‌ল—অগ্রগামী রথের আরোহীদের সময় অবিশ্যি ভালই যাচ্ছিল, কিন্তু পশ্চাতে একা একা ফিটনে বসে কাঁহাতক আর ধৈর্য্যে কুলোয় বলুন তো? ভাবলুম, ফিরে যাবার আগে—

লুনা। ফিরে যাবার আগে তাই তুমি আমায় পিস্তলের গুলিতে আহত কর্‌তে চেয়েছিলে! গুণ্ডা কোথাকার—

আজি। আহা চট্‌ছেন কেন, আহত করবার অবসর দিলেন কোথায়? ফাঁকা আওয়াজ শুনেই তো গাড়ীখানা ফুটপাতের উপর দিব্যি উল্টে দিয়ে Help! Help বলে ছুটে পালালেন। বেচারী ইংরেজ বন্ধু ওদিকে গাড়ীর তলায় কুপোকাৎ; সে বেচারী মলো কি বাঁচ্‌লো সে খবরটি নেবারা ফুরসুৎ হ'লনা! শেষ পর্য্যন্ত এই দুই ভদ্রলোক গিয়ে এই অধম গুণ্ডা বদমাসের সাহায্যেই আপনার সঙ্গীকে পঙ্কোদ্ধার করলেন।

বিদ্যা। তুমি এগিয়ে না এলে আমাদের সাধ্য হত না এই ইংরেজ ভদ্রলোককে গাড়ীর তলা থেকে টেনে তুলি! ও! কি অমানুষিক ক্ষমতা তোমার দেহে! মনে হ'ল রক্ত মাংসের মানুষ নও···বুঝি দেহ তোমার ইস্পাতে গড়া! অক্লেশে অত বড় ল্যাণ্ডো গাড়ীখানা কাঁধ দিয়ে টেনে তুল্‌লে?

কিরকে। He is certainly none but Mango pudding—Mango pudding.

আজি। Mango pudding কি বল্‌ছ সাহেব ? শুন্‌লে তো, এই অধম তারণ এগিয়ে এসে কাঁধ না দিলে তুমিই হয়ে যেতে একটা আস্ত ডিমের pudding.

কিরকে। No, ডিমার pudding ! Madamoisel, I can swear, he is none but that ruffian, that notorious Culprit of Barrackpur, I mean Mango pudding.

লুনা। মঙ্গল পাঁড়ে—

আজি। মঙ্গল পাঁড়ে। ওঃ···হাঃ হাঃ হাঃ। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাঁড়ে মনে করেছ আমায় ! তাই আমায় Mango pudding, Mango pudding বল্‌ছ ! আর ভয়ে কাঁপছ !

বিন্ধ্যা। কে মঙ্গল পাঁড়ে ?

আজি। ব্যারাকপুরের সিপাই। ব্যারাকপুরের সেনা নিবাসে বিদ্রোহ হয়েছে—মঙ্গল পাঁড়ে দু'জন ফিরিঙ্গী সেনানায়ককে পিস্তলের গুলিতে ঘায়েল করে—শেষে বন্দী হয়েছে—

কিরকে। Ah ! Mango pudding ! That venomous reptile.

আজি। হ্যাঁ—venomous reptile তো বটেই। তবে কি জানো সাহেব, সাপ বিষ ঢালে তখনই··যখন কেউ তাকে পায়ে মাড়িয়ে যেতে চায়।

কিরকে। What do you mean ?

আজি। বল্‌ছি, এক মঙ্গল পাঁড়ে ধরা পড়েছে। কিন্তু এই কলকাতার অলিতে গলিতে আজ লক্ষ লক্ষ হৃতসর্বস্ব, উন্মত্ত, মঙ্গল পাঁড়ের

দল—পিস্তল বাগিয়ে তোমাদের খুঁজে ফিরছে! তাই ফাঁকা আওয়াজ ক'রে হুঁসিয়ার করে দিয়ে গেলুম—Major Kirkey. আর আপনি ফিরিঙ্গি-সঙ্গিনী বঙ্গ-বালা, একটু হুঁসিয়ার হয়ে বাড়ী ফিরবেন।

লুনা। দাঁড়াও—

আজি। কেন?

লুনা। বলে যাও, আমাদের কি উপায় হবে, আমরা কেমন ক'রে ফিরব?

আজি। কেন? ফিরিঙ্গী বন্ধুর পাশে বসে কোমল হাতে লাগাম ধরে!

বিদ্যা। ছিঃ যুবক, তুমি বীর, তুমি হৃদয়বান, বিপদে পড়ে যে মহিলা আশ্রয় চান্…তাঁকে এরূপ পরিহাস করা তোমার সাজে না। তোমায় এঁদের আশ্রয় দিতে হবে।

আজি। আমি!

বিদ্যা। হ্যাঁ তুমি। বল, তুমি এদের সঙ্গে করে পৌঁছে দেবে নিরাপদ স্থানে?

আজি। আমি যে এদের নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলব না তার প্রমাণ?

বিদ্যা। প্রমাণ আমি পেয়েছি যুবক; নইলে ফাঁকা আওয়াজ ক'রে এদের হুঁসিয়ার ক'রে দিতে না, ল্যাণ্ডো-গাড়ী কাঁধ দিয়ে তুলতে না! বল…নিয়ে যাবে?

আজি। বেশ, অত্যন্ত কঠিন দায়ীত্ব হলেও আপনার আদেশ আমি মানব। আইয়ে সাব, আইয়ে বাঙালী বিবি।

লুনা। তোমার সঙ্গে!

কিরকে। Never, we shall rather stay here, হ্যাঁ—এইখানে

ঠাকিব—সেভি আচ্ছা; টবু ডাক্কু বদ্‌মাশ ম্যাঙ্গোপুডিং সাঠ যাবে না! এও ভি ডাক্কু—সর্দ্দার আছে।]

লুনা। (বিদ্যাসাগরকে) আপনি চলুন, আপনি আমাদের সঙ্গে ক'রে পৌঁছে দেবেন। আমার প্রতিপালক, আমার ধর্ম্মপিতা কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ স্যর হিউ হুইলার—আপনার এ ঋণ চিরদিন মনে রাখবেন।

বিদ্যা। তুমি কানপুরের—সৈন্যাধ্যক্ষের পালিতা কন্যা! কিন্তু কল্‌কাতায়—

লুনা। Major Kirkeyর সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলুম—

আজি। মানে Honey moon…মধু চন্দ্রিমা—

লুনা। Shut up, উনি আমার বন্ধু। (বিদ্যাসাগরকে) চলুন আপনি—

বিদ্যা। কিন্তু এই দীন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কোন সাহসে—

লুনা। সাহস আমার অকারণ নয়, আপনার চোখের আলোয় দেখলুম …অতি হিংস্র সাপও ফণা নুইয়ে বশ হয়। শুধু আপনি—আপনিই পারবেন এই ভীষণ বিপ্লবের রাতে আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দিতে।

বিদ্যা। বেশ, আমি থাকলে যদি তোমরা নিরাপদ হও, চলো তবে।

শম্ব। এদের সঙ্গে আপনি কোথায় যাবেন বিদ্যাসাগর? চারিদিকে সশস্ত্র বিদ্রোহী সেনা! এমন করে নিজের জীবনটা বিপন্ন করবেন না। দোহাই—দোহাই বিদ্যাসাগর—

বিদ্যা। চুপ—বিদ্যাসাগর নয়! যত বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসুক—তবু—তবু কেউ আমায় ভোলাতে পারবে না—যে, সমস্ত বাঙালীর

ভালবাসার দান, বিদ্যাসাগরের চেয়েও মহীয়ান্—আমার আর একটী নাম দয়ার সাগর···দয়ার সাগর।

[প্রস্থান।

শর। চলে গেলেন! কিছুতেই শুনলেন না! পরের জন্যে এমন করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! কি করি···কেমন ক'রে রক্ষা করি!

আজি। নিশ্চিন্ত থাক বন্ধু, যদি ওঁর গায়ে কাঁটার আঁচড়টি বেঁধে তার জন্যে দায়ী রইল—

শর। দায়ী রইল?

আজি। ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের প্রধানতম কর্ম্ম সচীব আজিমুল্যাখাঁ।

শর। আপনি—আপনিই সেই ভারত বিখ্যাত——

আজি। আস্তে! বিখ্যাত নয় বন্ধু, বল—কুখ্যাত···কুখ্যাত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কানপুর—সরাইখানা।

(রাওসাহেব ও হোসেনীর প্রবেশ)

[তাহারা কথা বলিতে লাগিল, পার্শ্বের ভোজন গৃহে জনতার কোলাহল, অট্টহাসি। এই ঘর দিয়া মাঝে মাঝে কাফ্রী খানসামা জেমিগ্রীন ট্রেতে করিয়া খরিদ্দারদের খাবার লইয়া যাইতে লাগিল]

হোসেনী। এসো রাও সাহেব, এইখানে একটু নিরিবিলি বসা যাক্!

রাও। যা বল্‌তে হয় চট্ করে বলে ফেল বাবা সরাইওয়ালী, তোমার এই সরাইখানায় রাত দিন ভূতের কেত্তন···দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসে কার বাবার সাধ্যি।

হোসেনী। জেমিগ্রীন, রাও সাহেবকো লিয়ে সরাব। (জেমিগ্রীন সরাব দিয়া গেল।) সরাইখানা খুলেছিলুম ব'লেই তো—ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের ভাই রাও সাহেব থেকে আরম্ভ করে···কানপুরের হিন্দু মুশলমান সব রকম সেপাই রেসেলদারের এখানে দেখা পাই। হাজার রকমের মাতলামী ভাঁড়ামীর ভেতর থেকেও অনেক কাজের কথা বেছে নিতে পারি।

রাও। তা জানি বাবা রাজহংসী, তুমি দুধ খাও জলটুকু বাদ দিয়ে। তাই তোমার ভেতরে জোলো পদার্থ কিছু নেই, তুমি একটা আস্ত নিরেট পাথরকা সওদাগরী! ওঃ ভাগ্যবান পুরুষ বটে আমাদের আজিমুল্যা খাঁ·· নইলে এই পাথরে সে দাগ বসালে কি করে ?

হোসেনী। পাথরে দাগ বসায় যে···সে শুধু ভাগ্যবান নয়, শক্তিমান। তাই লণ্ডন, ফ্রান্স, কনস্তান্তিনোপল যে দেশে সে গেল, তার পেছনে ছুটল দু'শ পাঁচশ লর্ড ডিউকের মেয়ে···দু'শ পাঁচশ আমীর ওমরাওর জেনানা! কিন্তু আজিমুল্যা যে আলেয়া সেই আলেয়া·· কেউ তার নাগল পেলে না ?

রাও। স্বয়ং হোসেনী খানুমও নয় ?

হোসেনী। না।

রাও। এটি কিন্তু বিবি তোমার ডাহা মিছে কথা।

হোসেনী। মিছে নয়, আজ ছ' মাস···হ্যাঁ—স্পষ্ট মনে আছে···হুইলার সাহেব কানপুরের সৈনিকদের কাপ্তান হয়ে এল ঠিক তার আগের দিন আজিমুল্যা কানপুব ছেড়েছে। এই ছ' মাসের মধ্যে সে না এলো ফিরে···না নিলে একটীবার আমার খোঁজ খবর।

রাও। আহা হা, নানা সাহেবের হুকুমে গেছে সারা ভারতবর্ষ তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেশের অবস্থা জানতে—

হোসেনী। দেশের অবস্থা কানপুরে বসে বুঝি জানা যায় না? কি দেখ্‌তে চাও? কি জান্‌তে চাও? আমার কাছে শোনো; তুমি এ খবর জান…যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে রুটি চালান হ'য়েছে?

রাও। রুটী!

হোসেনী। হাঁ, ইংরেজ কোম্পানী আজ ভারতবাসীর মুখের গ্রাস রুটীর টুক্‌রো পর্য্যন্ত লণ্ডনে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঐ রুটীর টুক্‌রোকেই বিপ্লবের নিশানা করে গ্রামে গ্রামে রুটী পাঠিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি…হুঁসিয়ার, আপনা রুটী রাখো, হাতিয়ার ধর। দেশের লোক সাড়া দিয়েছে! চর্ব্বি মেশান টোটা নিতে অস্বীকার করে ব্যারাকপুরের মঙ্গলপাঁড়ে ফিরিঙ্গীদের গুলি করেছে। ব্যারাকপুরের আগুন মীরাটে জ্বলেছে, দিল্লীতে জ্বলেছে, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ জালিয়ে দিয়ে আগুণ এবার এই কানপুরে এসে পৌঁছেছে।

রাও। হুঁ, বেগতিক দেখে হুইলার সাহেব কানপুরের সব ফিরিঙ্গি কাচ্চা বাচ্চা শুদ্ধ মিলিটারী হস্‌পিটলে ঢুকিয়ে সেখানে আস্তানা গেড়েছেন। এবং কোম্পানীর ট্রেজারী রক্ষা করবার জন্যে ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের শরণাপন্ন হয়েছেন।

হোসেনী। নানা সাহেব কোম্পানীর টাকা কড়ি রক্ষার ভার নিয়েছেন ভালই করেছেন। দু'দিন বাদে ও টাকা আমরা আমাদেরই কাজে লাগাতে পারব।

রাও। মাইরি আর কি, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! নানা সাহেব তোমাদের হাতে কোম্পানীর টাকা তুলে দিলেন আর কি?

হোসেনী। এই কাজটী তোমায় করতে হবে রাও সাহেব! নানা সাহেবকে যেমন ক'রে পার আমাদের দলে টান্‌তে হবে।

রাও। টানাপোড়েন তো অনেক কল্লু'ম বিবিজান্, মাঝখান থেকে আমিই লবেজান। নানা সাহেব ধুন্দুপন্থ আমায় ভাই বলে কোন পাত্তাই দিতে চায় না।

হোসেনী। শোনো, দিল্লী অধিকার করে সেপাইরা সেখানে বৃদ্ধ বাহাদুর শাকে তাদের স্বাধীন বাদশা ব'লে মসনদে বসিয়েছে; দিল্লীতে আবার স্বাধীন মোগল রাজত্ব সুরু হ'য়েছে। কানপুর যদি আমরা ফিরিঙ্গী শূন্য করতে পারি, নানা সাহেবকে স্বীকার করব স্বাধীন পেশোয়া বলে।

রাও। বটে—

হোসেনী। হাঁ, ভারতের এই অংশে তা হ'লে আবার স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা নানা সাহেবের সঙ্গে এই সর্ত্তে চুক্তি বদ্ধ হ'তে প্রস্তুত। প্রমাণ চাও, টিকসিং, জাওলা প্রসাদ সবাইকে ডেকে আন্‌ছি।

রাও। ব্যস্ ব্যস্, তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট সুন্দরী! জাওলাপ্রসাদ টিকাসিংএর বাজখাঁই গলার আওয়াজ শুনিয়ে গোলাপী নেশাটুকু কাটিয়ে দিও না। আমি যাচ্ছি নানা সাহেবকে বল্‌তে। (নেপথ্যে সুলতানার গান) আরে বা বা! দিব্যি গজল গানের রেশ ভেসে আসচে! ওকে ডাকো না হোসেণী খানুম, গজল গানে মশ্‌গুল্ হয়ে নেশাটা খুব জমাট বেঁধে যাক্। বলি, ও গুলবদনী, কি নাম তোমার?

(সুলতানার প্রবেশ)

সুলতানা। বাপ মা নাম রেখেছিলেন সুলতানা। কিন্তু আসলে আমি

সুলতানা নই, এই সরাই খানায় পাঁচজনের ফরমাস খাটি। যিনি রুপেয়া ফেলেন, আমি তারই বাঁদী।

রাও। সাবাস্ ব্র্যাভো,—একখানা ধর না বাঈজী।

সুল। হুজুরাইন রাগ করবেন। আগে ওঁর কাজ সেরে আসুন তারপর…

রাও। আবার বেতালা গাইছ, তালে গাও বিবি, তালে গাও! তোমাদের জন্যে জান কবুল করতে পারি আর তোমরা আমার জন্যে—একখানা গান কবুল করতে পার না? গাও—

হোসেনীর গান।

দিল্-দরদী বোসো পাশে লয়ে রঙীণ সরাব।
দুনিয়ার এই মরুভূঁয়ে ফুটুক্ প্রেমের গোলাব॥
স্বপণ-পরীর পাত্‌লা ঠোঁটে ছল্‌কে ওঠে যৌবন-মধু,
আশ্‌মানেরই নীল-পিয়ালায় কাণায় কাণায় পান করো বঁধু।
আজ্‌কে বাজুক্ লাজুক হিয়ার দিল্‌রুবা আর বীণ্‌রবাব্॥

(আজিমুল্যার প্রবেশ)

আজি। আরে বা, বা, বা, খাসা গানের মজলিস বসেছে হোসেনী?

[সুলতানার প্রস্থান।

ঐ যাঃ! চিড়িয়া পালিয়ে গেল যে?

হোসে। একি! তুমি কখন এলে?

আজি। এই মাত্র। তারপর? কি খবর রাও সাহেব? তুমি কি বল?

রাও। রাও সাহেবের আর বলাবলি নেই। ঈদের চাঁদ দেখা দিয়েছে… অন্ধকারের এবার ছুটী!

আজি। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ো না ভায়া! নানা সাহেব তোমায় খুঁজছেন।

রাও। নানা সাহেব খুঁজছেন! এই রে! কর্চ্ছ কি সরাইউলী! গোটা কতক লবঙ্গ এলাচ দাও না, চিবুতে চিবুতে যাই!

হোসে। বরং গঙ্গা থেকে খানিকটা গঙ্গাজল খেয়ে মুখ শুদ্ধি ক'রে যাও।

রাও। তা আর কি করব বাবা, আমি তো তোমাদের মত রাজহংস নই, যে নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু খাবো! আমার ভাগ্যে জল ঘাটাই সার—

[প্রস্থান

হোসে। মিথ্যেবাদী, তুমি এই মাত্র ফিরলে!

আজি। হ্যাঁ,—

হোসে। তবে নানা সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল কি করে?

আজি। এই, কেবল পথে আসতে একটিবার বিঠুরে নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা করেই সোজা—তোমার এখানে—

হোসে। হুঁ, তোমার ভালবাসা খুব বোঝা গেছে।

আজি। বটে, অভিমান?

হোসে। কিছু না, যাও—

আজি। যাও বললেই যাওয়া চলে না হোসেনি,—তোমার অফুরন্ত প্রেম, ছ মাসের অদর্শনে তোমার এই বুক জোড়া অভিমান··· তার চেয়েও এ মুহূর্ত্তে আমার কাছে ঢের···ঢের দামী জিনিষ—

হোসে। কি?

আজি। খানিকটা রুটী আর শিক কাবাব।

হোসে। ঠাট্টা কর্চ্ছ?

আজি। মাইরি বল্‌ছি, ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী শুদ্ধ জট পাকিয়ে গেল যে!

হোসে। জেমিগ্রীন—

(জেমিগ্রীনের প্রবেশ)

বহুৎ আচ্ছা রোটী আউর শিক কাবাব—

[জেমিগ্রীনের প্রস্থান।

আজি। এটি কোত্থেকে আমদানী হ'ল?

হোসে। ও এক সাহেবের বাবুর্চ্চি ছিল, চারিদিকে ঝামেলা বাঁধতে সাহেবেব চাকরী ছেড়ে আমার এখানে এসেছে। বেচারা বোবা, জাতে কাফ্রী, সাহেব নাকি নাম দিয়েছে জেমিগ্রীন—

আজি। সাহেবের দয়ার শরীর বলতে হবে। তাই জেমিব্ল্যাক না বলে, বেশ মিষ্টি নাম দিয়েছেন জেমিগ্রীন—

হোসে। ওর মনটা কিন্তু খুব সাদা! ওকে খানিকটা বোকাও বলা চলে!

আজি। উহুঁ, খানিকটে নয়, হয় পুরোদস্তুর বোকা, নয় পুরোদস্তুর—চালাক। কিন্তু কৈ, তোমার শিক কাবাব আসতে আসতে এদিকে আমি নিজেই যে শিক কাবাব বনে যাচ্ছি।

হোসে। বোসো, আমি দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান।

আজি। জেমিগ্রীন! জেমিগ্রীন! আমায় দেখে চম্‌কে উঠ্‌ল, মনে হয় কিছু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত কর্ল্ল! বুঝতে পাচ্ছি না, আমি কি ভুল দেখ্‌লুম—

(লুনার প্রবেশ)

লুনা। না না, আমি ভুল দেখিনি, আমার চোখ আমায় প্রতারিত করেনি—

আজি। একি! ক্যা তাজ্জব! আপনি!

লুনা। অবাক হবার কিছু নেই; কারণ, পূর্ব্বেই শুনেছেন, আমি কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ স্যর হিউ হুইলারের পালিতা কন্যা।

আজি। তা হঠাৎ এই সরাইখানায়?

লুনা। জানেন হয়তো, আমরা mutinyর আশঙ্কায় military hospitalএ আশ্রয় নিয়েছি। জানালায় বসেছিলুম, হঠাৎ দেখলুম কানপুরের রাস্তায় এক পরিচিত ঘোড়-সোয়ারকে। তাই তাকে অনুসরণ করে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লুম।

আজি। কিন্তু কাজটা ভাল করেননি—

লুনা। কেন?

আজি। তাও বুঝিয়ে বল্‌তে হবে।

লুনা। বল্‌লেনই বা?

আজি। দেখুন, আমার মত গুণ্ডা বদ্‌মাসের এদেশে অভাব নেই, যারা তরুণী মেয়েছেলে দেখলে তার পিছনে ছোটে; কিন্তু আপনার মত ব্যাটাছেলের পিছনে ধাওয়া-করা মেয়ে-গুণ্ডা আমি আর একটিও দেখিনি। চারিদিকে ক্ষ্যাপা সেপাইএর দল ঘুরছে…আর আপনি আশ্রয়স্থল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন?

লুনা। দেখুন, প্রথম দিন আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল আপনার ঘটে খানিকটা বুদ্ধি আছে, কিন্তু এখন দেখছি—

আজি। কি!

লুনা। আসা উচিৎ হয়নি। কারণ আপনি একটা আস্ত Idiot!

আজি। Idiot! আমি!

লুনা। তা নয় তো কি? গুণ্ডাদের ভেতর এসেছি বলে ভয় পাচ্ছেন, তা হ'লে আপনি রয়েছেন কি করতে? আপনার দৌড় যে

কেবল পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ পর্য্যন্ত···তা সত্যি আগে বুঝতে পারিনি।

আজি। আপনি রাগ কচ্ছেন?

লুনা। মেয়েলি ঢংএর কথা রাখুন। "রাগ কর্চ্ছেন?" আপনার ওপর আমার মনে মনে অনুরাগ জন্মেছে বুঝি যে রাগ হবে?

আজি। 'আপনাব মনে কোন রাগ খেলা কচ্ছে তা' আমি কি করে বুঝব বলুন? স্বয়ং ঈশ্বরকে জেনেছেন, এমন পীর পয়গম্বরের কথাও শুনেছি। কিন্তু হলপ করে বল্‌তে পারি, মেয়েদের মনের কথা জেনেছে, এমন পুরুষ আজও জন্মায় নি। মনের কথা ছেড়ে দিন। এখন এ অধমকে কি দরকাব তাই বলুন তো?

লুনা। তা বলবার উপযুক্ত স্থান—এই সরাইখানা নয়।

আজি। তবে?

লুনা। আজ রাত বারটায় মিলিটারী হস্পিটালের দক্ষিণ দিকের ফটকের কাছে অপেক্ষা করবেন, আমার দেখা পাবেন। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় এই আংটী দেখাবেন। (আংটী দিল)

আজি। বেশ! আর আপনারও যদি কোন বিপদ হয় এই আংটী দেখাবেন। (আংটী দিল)

লুনা। আজিমুল্যা খাঁ! আপনি।

(এই সময় দরজার ধারে খাবার হস্তে জেমিগ্রীন আসিল। ইতঃপূর্ব্বে হোসেনী তাহাদের দেখিয়া গিয়াছে। সন্তর্পণে সে প্রস্থান করিয়াছে। জেমিগ্রীন ব্যতীত কেহ লক্ষ্য করে নাই।)

আজি। চুপ—আজ রাত বারটা।

লুনা। হ্যাঁ। দক্ষিণ ফটক—Good bye—

[প্রস্থান।

আজি। চলে গেল যেন লঘুপক্ষ প্রজাপতি। হুঁ, মনে হচ্ছে জীবনে বেশ খানিকটা Romance ঘনিয়ে আসছে। সবে ৭॥টা···এখনও রাত বারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ইচ্ছে হচ্ছে, নাটুকে ভঙ্গীতে ডেকে বলি——ওগো রূপকথার রাজ কন্যা, তুমি চলে যেয়োনা—ফিরে এস, নিয়ে এস, আমার জন্য দু'খানি মৃণাল বাহু বাড়িয়ে···(জেমিগ্রীন শিক কাবাবের ট্রে দু'হাতে সামনে আগাইযা দিল)···Hopeless ! ব্যাটা আস্ত বেরসিক ! তুই কে ?

জেমি। জেমিগ্রীন—

আজি। জেমিগ্রীন তোমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ নেই। খাঁটি কথাটি বলতো যাদু, এমন সোণার বর্ণ করেছ কি আরক মেখে ?

জেমি। (কর্ণের কাছে মুখ নিয়া) আবেস্তা—

আজি। (চম্‌কিয়া উঠিল) আবেস্তা ! আবেস্তা ! কি আশ্চর্য্য ! এ গোপন সাঙ্কেতিক শব্দ তুমি কেমন করে জান্‌লে ? (মুখ তুলিয়া ধরিয়া) দেখি—দেখি ! মহম্মদ আলি ! ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ! তুমি না দিল্লীতে—

জেমি। দিল্লীর সমস্ত ব্যবস্থা ক'রেই কাণপুরের দিকে—

আজি। কিন্তু এ বেশে কেন ? এই সরাইখানায় সকলেই তো বিপ্লব পন্থী !

জেমি। না বন্ধু, না ; বিপ্লবী হ'লেই তাদের সবার কাছে স্বরূপ মূর্ত্তিতে হাজির হ'তে নেই ; এ দলেও নানা প্রকারের জীব আছে।

আজি। কিন্তু এ আমি চোখে দেখেও বিশ্বাস কর্ত্তে পার্চ্ছি না ! বেরিলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র মহম্মদ আলি···যাকে নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে সারা য়ুরোপ ভ্রমণ করতে দেখেছি, সর্ব্বদেশে অতুল মর্য্যাদা পেতে দেখেছি, সেই তুমি এই হীন খানসামার বেশে !

জেমি। আরে, রেখে দাও খানসামা! বন্ধু, দেশ যদি আমাকে চায়, দেশের কাজে যদি দরকার হয়—তা'হলে খানসামা বাবুর্চি বলছ কি, সারা হিন্দুস্থানের মিলিত হিন্দু মুসলমান ভাইদের সেবার জন্য আমি মেথর মুদ্দোফরাস হ'তে রাজী আছি।

আজি। মহম্মদ আলি—

জেমি। সে কথা যাক, শোন বন্ধু, আমি দু'এক দিনের ভেতর লক্ষ্ণৌ যাত্রা কর্চ্ছি। সেখানে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি এই কাণপুরের বিষয়ে একটু হুঁসিয়ার থেকো—

আজি। এ কথার অর্থ?

জেমি। আমি যতদূর বুঝেছি, কানপুরের বিপ্লবীদের কোন সুযোগ্য নেতা নেই। একমাত্র ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব যদি এদের নেতা হয়ে এদের কঠোর হস্তে চালনা করেন—তা' হলে এখানে আশানুরূপ কাজ হ'তে পারে। নইলে এখানে বিশৃঙ্খল উন্মত্ত সেপাইএর দল মহামারী কাণ্ড করবে। এদের দেহের শক্তি আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তির বড় অভাব।

আজি। আমি ধুন্দুপন্থ নানা সাহেবকে তোমার কথা বুঝিয়ে বলব।

জেমি। হাঁ, আর এক কথা—হুইলার সাহেবের মেয়ে এখানে এসেছিল তা সরাইউলী দেখেছে। সরাইউলীর মনে দারুণ ঈর্ষা জেগেছে। পাশের ঘরে টিকাসিং জাওলাপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছে, কি করে ঐ মেয়েটিকে ফাঁদে ফেলে। তোমার এই ব্যর্থ প্রণয়িনীটি সুযোগ পেলে হয়তো হুইলার সাহেবের মেয়েকে হত্যাও করতে পারে।

আজি। সেকি! হত্যা করবে?

জেমি। বন্ধু, মানুষ যদি দানব হয়, তার ভেতরে মানুষ আর দানব দুই অংশ থাকে; কিন্তু নারী যখন দানবী হয়···তার মধ্যে নারীত্ব ব'লে আর কিছু থাকে না···সে তখন হয়ে ওঠে পুরো দস্তুর দানবী। তুমি হুইলার সাহেবের মেয়েকে···(অদূরে হোসেনীকে দেখিয়া খাবার ট্রে সামনে ধরিয়া মূক অভিনয়)

আজি। কি ? বল ?

জেমি। Hush ! আসছে···(পুনঃ অভিনয়)

(হোসেনির প্রবেশ)

হোসেনি। আর খাবার দিতে হবে না জেমিগ্রীণ, সম্ভবতঃ আজিমুল্যা ইতঃ মধ্যে অনেক কিছু প্রচুর পরিমানে খেয়েছেন—

আজি। তোবা ! তোবা ! খাওয়া দূরে থাক্ সুন্দরী; একবার চেখেও দেখিনি।

হোসেনি। বটে ?

আজি। এই তোমার দিব্যি ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে সুন্দরী !

হোসেনি। সাপ খেলা দেখছিলুম। বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেল্‌তে হলে খুব হুঁসিয়ার হয়ে খেল্‌তে হয়, না আজিমুল্যা !

আজি। হ্যাঁ, আনাড়ী খেলোয়াড় হলে। ওস্তাদ সাপুড়ের কাছে ধোড়া, বোড়া, গোখ্‌রো সব সমান···সব সমান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিঠুর। প্রাসাদ সান্নিধ্য।

(গঙ্গাধর একাকী গান গাহিতেছিল। গানের শেষদিকে ময়নাবাই ও নানা সাহেবের প্রবেশ)

গঙ্গাধরের গান

তপোবন শিরে বন-কুন্তলে সন্ধ্যা ঘনালো ওই।
নীড় হারা পাখী ফিরিল কুলায় হারামনি ফেরে কই॥
ক্রৌঞ্চ-বধূর বিরহ স্মরিয়া হে কবি, রচিলে গাঁথা,
ধরণীর মেয়ে তব মুখ চেয়ে, শোনো না কি তার ব্যথা ?
কতো যুগ এসে যুগান্ত কোলে একে একে হ'ল লীণ,
ওগো বীণ্‌কার, তোলো ঝঙ্কার তারই সুরে জেগে রই॥

নানা। গঙ্গাধর !

গঙ্গা। মহারাজ,—

নানা। এ গান কোথায় শিথ্‌লে গঙ্গাধর ?

গঙ্গা। এ গান প্রতি রাত্রে কে যেন গায় মহারাজ ! কখনো মনে হয়, কলনাদিনী গঙ্গার ওপার হতে এই গান ভেসে আসে। কতবার শুনেছি…শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

ময়না। ঠাকুর।

গঙ্গা। বলতে পারিস্‌ মা, প্রতিরাত্রে কে গায় এ গান ?

ময়না। হয়ত মা জানকী !

গঙ্গা। মা জানকী ?

নানা। ঠিক বলেছে গঙ্গাধর, মা আমার ঠিকই বলেছে। জনশ্রুতি শুনি, এই বিঠুরে ছিল রামায়ণ বর্ণিত মহর্ষি বাল্মিকীর তপোবন। এই তপোবনে বসে মা জানকী—একদিন যে অশ্রুধারা ফেলেছিলেন, শাশ্বত কালের পরিধি অতিক্রম করে, বিরহ তমসার দুকূল প্লাবিত করে, আজও তাঁর সেই অশ্রুগাঁথা ছন্দে ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে! কত যুগ গেল, তবু বাল্মিকীর বীণা ধ্বনি আজও নীরব হয়নি মা, লবকুশের কিশোর কণ্ঠে—অশ্রু সজল সীতা-বিরহ-গাথা—আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

গঙ্গা। রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র যাঁর স্বামী…সেই সীতা লঙ্কার অশোক কাননে বন্দিনী। সবংশে দশানন হত হল, তবু লোক নিন্দা ভয়ে মা জানকীর হল অগ্নি পরীক্ষা! অগ্নিদেবতাও সসম্মানে মাকে আমার ফিরিয়ে দিলেন…

ময়না। তবু মায়ের আমার আবার নির্ব্বাসন?

নানা। এই তো ভারত লক্ষ্মীর অদৃষ্টলিপি মা! স্বয়ং গোলোকপতি নারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী—তবু, তবু মা আমার নিগৃহিতা, নির্ব্বাসিতা চির বন্দিনী! কে জানে, কবে এই মৌন শুব্ধ আকাশ নিদ্রিত মহাকালের ডমরু নিনাদে স্পন্দিত হ'য়ে উঠ্‌বে। সমস্ত শৃঙ্খল বন্ধন মন্ত্রমুগ্ধ নাগ পাশের মত আপনা হ'তে কবে…কবে খসে পড়বে?

ময়না। বাবা—

নানা। যাও গঙ্গাধর; মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় ঘনিয়ে এল। আজ মাতা পুত্রে এক সঙ্গে আরতি করব। দেখি, নিদ্রিত পাষাণকে আমরা জাগিয়ে তুল্‌তে পারি কিনা। যা মা, পুরোহিতের সঙ্গে গিয়ে আরতির আয়োজন করে আয়।

[গঙ্গাধর ও ময়নার প্রস্থান।

নানা। নিদ্রিত মহাকাল! কত যুগ...কত যুগ আর ঘুমিয়ে থাকবে দেবতা? সমস্ত ভারত তপোবনে অশ্রুমুখী রঘুকুল লক্ষ্মীর মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দন...এখনও কি জাগবে না তুমি পাষাণ বিগ্রহ?

(তাত্যাটোপীর প্রবেশ)

তাত্যা। মহারাজ!

নানা। কে! তাত্যাটোপী! এসো বন্ধু, কি সংবাদ।

তাত্যা। রাও সাহেব এসেছিলেন আপনার কাছে!

নানা। আঃ রাওসাহেব! রাও সাহেব! সে অপদার্থের নাম আমার সাম্‌নে উচ্চারণ কোরো না তাত্যা।

তাত্যা। মহারাজ—

নানা। এতদূর অধঃপতন হয়েছে তার যে আমারি সাম্‌নে সে সুরাপান ক'রে উপস্থিত হল। সে আমায় কি বলে শাসিয়ে গেল জান তাত্যাটোপী? সে বল্‌ল...আপনি মঙ্গল চান্ তো বিদ্রোহী সিপাইদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজ সেনানিবাস আক্রমণ করুন। তা নইলে সীপাহীরা নাকি আজই দিল্লী যাত্রা করবে। দিল্লীশ্বরের সাহায্য নিয়ে তারা কোম্পানীর কেল্লা এবং সেই সঙ্গে আমার বিঠুর দুর্গও নাকি অধিকার করবে!

তাত্যা। কানপুরের সীপাইরা সত্যই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে মহারাজ! ব্যারাকপুর, মীরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের উত্তেজিত সিপাইদের সঙ্গে ওদের রীতিমত যোগাযোগ রয়েছে! আমি যতদূর জানি, আপনি ওদের সাহায্য না করলে ওরা সত্যিই দিল্লীর দিকে ধাবিত হবে। তাই ভাবছিলাম, এরূপ ক্ষেত্রে কানপুরের সিপাইদের সঙ্গে আমরা যদি যোগ দিই—

নানা। তুমি বল্‌ছ কি তাত্যা, আমি এই উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেব ?

তাত্যা। নানা সাহেব ধুন্ধুপন্থের ন্যায় বিচক্ষণ অধিনায়কের নেতৃত্বে ওরা আর উচ্ছৃঙ্খল থাকবেনা, ওরা হবে সুশিক্ষিত দিগ্বিজয়ী বাহিনী। দিল্লীতে যেমন বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করে মোগল সাম্রাজ্যের নব প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এই বিঠুরে নানা সাহেবকে কেন্দ্র ক'রে তেমনি আবার মহারাষ্ট্র শক্তির পুনরভ্যুদয কিছুই বিচিত্র নয় মহারাজ !

নানা। মহারাষ্ট্র শক্তির পুনরভ্যুদয ! কিন্তু—কিন্তু এই ইংরেজ কোম্পানী যে আমায় বড় বিশ্বাস করে ; একান্ত কাতর হ'য়ে এই সঙ্কট সময়ে তারা যে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর্চ্ছে তাত্যা ?

তাত্যা। ইংরেজ কোম্পানীর বিশ্বাস ! আপনার পিতা পেশোযা বাজীরাওকে বংশ পরম্পরায আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দেবে এই ভরসা দিয়ে পেশোয়াকে তারা পুনা হতে বিঠুরের জায়গীরে নিয়ে এসেছিল। পেশোয়া বাজীরাওএর মৃত্যুর পর আপনি তাঁরই শাস্ত্র সম্মত দত্তক পুত্র হয়েও সে বৃত্তি হতে বঞ্চিত হলেন। তা হ'লে কোথায় রইল ইংরেজ কোম্পানীর বিশ্বাসের মূল্য ?

নানা। সত্যিই কি বিচিত্র তাত্যাটোপী ! ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহা-সভায় পৈতৃক বৃত্তি লাভের জন্য আজিমুল্যার ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে দূত পাঠালেম ; কিন্তু তবু তারা আমার ন্যায়সঙ্গত আবেদন শুনলে না !

তাত্যা। আপনার দূত হয়ে গেল সুকৌশলী আজিমুল্যা খাঁ, সেতারা রাজের দূত হয়ে গেল দিগ্বিজয়ী মহারাষ্ট্র পণ্ডিত রঙ্গ বাপাজী, এবং তারও পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের আবেদন নিয়ে ইংলণ্ডের দরবারে

উপস্থিত হ'ল ভারত গৌরব রাজা রাম মোহন রায়। কিন্তু কি ফল হ'ল মহারাজ? ইংরেজ, ভারতীয় দূতের অগাধ পাণ্ডিত্যে... প্রখর বিচার বুদ্ধিতে স্তম্ভিত হ'ল সত্য, কিন্তু তবু বেনিয়া কোম্পানীর রাজনীতি রইল অচল অটল! বুঝতে পারে সব, তবু তারা বুঝেছে ব'লে স্বীকার কর্বে না; কারণ নিরন্ন ভারতের দুঃখ আমরা বুঝতে পেরেছি, এ কথা স্বীকার কল্লেই যে বেনিয়া কোম্পানীর স্বার্থ হানি ঘটে...তাদের পকেটে হাত পড়ে! ইংরেজ বেনিয়া প্রাণ ধরে তা হ'তে দেবে না।

নানা। তাত্যাটোপী—

তাত্যা। আর দ্বিধা নয় মহারাজ, আর কোন সঙ্কোচ নয়; উত্তেজিত সিপাইদের দিল্লীর পথে অগ্রসর হ'তে না দিয়ে তাদের নিজে পরিচালনা করুন; কোম্পানীর রাজত্বের পরিবর্তে ভারতে আবার বিশাল মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপিত হোক্। ভিক্ষায় যে হৃতরাজ্য ফিরিয়ে পান্‌নি মহারাজ, এবার ফিরিয়ে আনুন তা বাহু বলে।

নানা। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তাত্যা, হৃতরাজ্য যদি আবার ফিরিয়ে পেতে হয়, ভিক্ষায় নয়, তা ফিরিয়ে আন্‌তে হবে বাহুবলে। তবু, তবু এখনো ভাবতে হবে—

তাত্যা। আবার কি ভাববেন মহারাজ? উত্তর ভারতে দিল্লীর বাদশাহ, মধ্যভারতে নানা সাহেব ধুন্ধুপন্থ এবং সেই সঙ্গে বঙ্গ-বিহারে যদি ক্ষত্রিয় নেতা কুমার সিংহের অভ্যুত্থান হয়—

(আজিমুল্যার প্রবেশ)

আজি। কুমার সিংহ বিনা দ্বিধায় এ বিপ্লবে যোগ দেবেন তাত্যাটোপী—

নানা। আজিমুল্যা ! ঐ তুমি কি বলছ ? বিহারের জগদীশপুরের ক্ষত্রিয় নেতা বাবু কুমার সিংহ—

আজি। হ্যাঁ—বাংলা পরিভ্রমণ করে ফিরে আসার সময় বিহারে আমি যে গুপ্তচর রেখে এসেছিলেম, সে এই মাত্র বিঠুরে পৌঁছেছে মহারাজ।

নানা। কি বল্লে গুপ্তচর ?

আজি। পাটনার মুশলমান সম্প্রদায়···শুধু মুশলমান কেন···হিন্দু মুশলমান সকল সম্প্রদায় অপরিসীম শ্রদ্ধা করে তিনজন প্রসিদ্ধ মৌলবীকে।

নানা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁদের জানি আজিমুল্যা ! সেই তিনজন দেশপ্রাণ মৌলবীর নাম শাহ মাহ্‌মুদ হুসেন, আহম্মদউল্যা এবং ওয়াজুল হক্। কি হয়েছে তাঁদের ?

আজি। পাটনার কমিশনার টেলর সাহেব বন্ধু ভাবে তাঁদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে এনে কৌশলে বন্দী করেছেন।

নানা। বন্দী করেছে ! এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ?

তাত্যা। কারণ বুঝতে পারলেন না মহারাজ ? টেলর সাহেব বোধ হয় মনে করেন, এই সঙ্কট সময় তাঁরা কারাগারের বাইরে থাক্‌লে কোম্পানীর রাজত্ব বিপন্ন হ'তে পারে।

আজি। ফল হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত বিহারের হিন্দু মুশলমান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মৌলবীদের ওপর এই অন্যায় ব্যবহারে। দানাপুরের সিপাইরা বিদ্রোহী হয়েছে, তারা জগদীশপুরে ধেয়ে আস্‌ছে কুমার সিংহকে তাদের অধিনায়কের পদে বরণ করতে। কুমার সিংহ এতদিন যদিও নিরপেক্ষ ছিলেন···নিশ্চিত জানবেন মহারাজ, তিনিই হবেন বাংলা ও বিহারের মহা বিপ্লবের নেতা।

নানা। বাংলা বিহারেও তা হ'লে কোম্পানীর রাজত্বের ভিত্তি কম্পিত

হয়ে উঠল! সমস্ত বঙ্গ বিহারে তা হলে ভয়ানক বিপ্লবের অগ্নি শিখা জ্বলে উঠ্ল!

আজি। শুধু বঙ্গ-বিহার নয় মহারাজ, সে অগ্নিশিখা বুঝি দাবানলের মত এবার ঝান্সীতেও ছড়িয়ে পড়ল।

নানা। ঝান্সী! ঝান্সীর গুপ্তচর ফিরে এসেছে আজিমুল্যা? বল, ঝান্সীর সংবাদ বল? আমার আদরের বহিন ছবেলি, ঝান্সীর মহারাণী লক্ষ্মীবাঈএর সংবাদ বল?

আজি। আমার মুখে কি সংবাদ শুনবেন মহারাজ, এই নিন্ ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর পত্র—

(নানা সাহেবের পত্রপাঠ)

নানা। আশ্চর্য্য! এতদূর ঔদ্ধত্য এই বেনিয়া কোম্পানীর?

তাত্যা। কি হয়েছে মহারাজ—

নানা। রাণী লক্ষ্মীবাঈএর বালক পুত্র দামোদর রাওকে বঞ্চিত করে…তার যথা সর্ব্বস্ব গ্রাস করেও বেনিয়া কোম্পানীর তৃপ্তি হযনি। দামোদরের উপনয়ন উপলক্ষে লক্ষ্মীবাঈ কোম্পানীর কাছে যে টাকা দাবী ক'রেছিলেন…কোম্পানী বালকের উপনয়নের সেই ব্যায় ভার পর্য্যন্ত বহন করতে অস্বীকার করেছে। আজিমুল্যা, বল্‌তে পার…বল্‌তে পার বন্ধু, বেনিয়া কোম্পানীর এই স্পর্দ্ধা, এই নির্লজ্জ পরস্ব গ্রহণ নীতি…একে কিসের সঙ্গে তুলনা করতে পারি?

আজি। ইংরেজ সেনাপতি কাপ্তেন ক্রস্ রবার্ট সাদীকে এ নীতির কথা বলেছেন মহারাজ। এদের শাসন পদ্ধতিকে তিনি স্ক্রুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্ক্রুর মত ধীরে ধীরে…অত্যন্ত কৌশলে দেশের মাটীর ভেতর ব'সে যায়—দশ ভাগের ন' ভাগ পর্য্যন্ত উপরে নিয়ে এসে তবু এদের তৃপ্তি হয় না।

নানা। তৃপ্তি হয় না···দশ ভাগের ন' ভাগ গ্রহণ ক'রে তবু তৃপ্তি হয় না! আরও চাই, কোম্পানীর আরও চাই!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি ও কোলাহল)

তাত্যা। একি! অকস্মাৎ একি বাদ্যধ্বনি! কাদের এই গগন-ভেদী উল্লাস হুঙ্কার!

নানা। শীঘ্র যাও, এগিয়ে যাও তোমরা তাত্যাটোপী।

তাত্যা। আর যেতে হবে না মহারাজ, ঐ দেখুন, জল স্রোতের ন্যায় বিপুল সেনা প্রবাহ দিল্লীর পানে ধাবিত হচ্ছে—।

নানা। না না, আর দিল্লীর পানে নয়···শীঘ্র যাও বন্ধু, ওদের আবার ফিরিয়ে আনো তোমরা কাণপুরে—

আজি। বৃথা চেষ্টা; কোম্পানীর মুলুক কাণপুরে ওরা আর ফিরবে না মহারাজ; কোম্পানীর দাসত্বের বন্ধন ওরা কিছুতে স্বীকার করবে না—

নানা। ভুল বুঝো না বন্ধু, ওদের আমি কোম্পানীর মুলুকে ফিরিয়ে আনতে চাইনে···ওদের ফিরিয়ে আনতে চাই···স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা মূলে। কোম্পানীর দাসত্বের বন্ধনে নয়···ওদের অনুনয় কোরে বোলো, ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব ওদের বাঁধতে চায় ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে!

আজি। যাচ্ছি মহারাজ, এই মুহূর্তে ওদের আমরা ফিরিয়ে আনছি! এসো তাত্যাটোপী—

[প্রস্থান।

(ময়নাবাঈএর প্রবেশ)

ময়না। বাবা, মহাকালের আরতির আয়োজন সম্পূর্ণ।

নানা। আর আরতির প্রয়োজন নেই মা,— মহাকাল আপনা হতেই জেগে উঠেছেন।

ময়না। জেগে উঠেছেন!

নানা। ঐ, ঐ শোন মা, তাঁর পিণাক ডমরুর গম্ভীর নিনাদ! ঐ শোন সেই জাগ্রত মহাকালের প্রলয় হুঙ্কার! সমস্ত ভারত তপোবন জুড়ে নির্য্যাতিতা রঘু কুললক্ষ্মীর আর্ত্ত ক্রন্দন···আর কি দেবতা ঘুমাতে পারে? চল, মা চল, জাগ্রত মহাকালকে আমরা অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসি, চল।]

চতুর্থ দৃশ্য

(কলিকাতার লাট ভবনের অভ্যন্তরস্থ কক্ষ। লর্ড ক্যানিংএর A. D. C. দাঁড়াইয়া আছেন। সামনে এক ডিস্ লেডিকানী। পার্শ্বে জনৈক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দণ্ডায়মান। A.D.C.র উচ্চ হাসির মধ্যে দৃশ্য আরম্ভ হইল)

A.D.C। হো হো হো লেডিক্যানী! You call this sweet-meat লেডিক্যানী···অ্যাঁ? What do you mean by লেডিক্যানী? এই নামের কি অর্থ আছে?

ময়রা। আজ্ঞে হুজুর এডিকং স্যর, তবে শুনুন! মহামান্যা মানে the very great honourable বড়লাট সাহেব পত্নী···big bigger biggest লাট সাহেব's wife শ্রীমতী লেডি ক্যানিং···এই মিষ্টি খেয়ে, মানে swallowing this মিষ্টি···এর সবিশেষ প্রশংসা করেছেন···spoke its highly good character certificate! Therefore this মিষ্টি we name লেডিক্যানী—

A.D.C। I see! I see! Then why don't you call it লেডি ক্যানিং? টুমি ইহাকে লেডি ক্যানী বোলে কেন?

ময়রা। মানে, ক্যানিং বলা আমাদের মত অশিক্ষিত লোকের পক্ষে ভয়ানক শক্ত কিনা—

A.D.C। What!

ময়রা। I tell, we not reading people ক্যানিং very খটমট্! It is so hardest that all tooth will break down! So, সহজ ভাষায় মানে straight language লেডীক্যানী!

A.D.C; Oh! Ha! Ha! Ha!

ময়রা। হাঃ হাঃ হাঃ

A.D.C। এই, stop! His Excellency coming! চাপড়াশী, ডেখো, এই মিঠাই লে যাও। (চাপড়াশী ডিস লইয়া গেল) Now come my friend, Lady Canning তোমার কেনী খাইয়া যত খুসী হোবেন হামি টট খুসী টোমার wonderful আংরেজী শুনিয়া! Now fly away…fly away—

[ময়রার প্রস্থান।

(লর্ড ক্যানিংএর প্রবেশ)

(A.D.C. তাঁহার সামনে কতকগুলি File রাখিল—ক্যানিংএর ইঙ্গিতে A.D.C.র প্রস্থান)

(একটু পরে এডমণ্ড ষ্টোনের প্রবেশ)

এড। My Lord!

ক্যানিং। Who's that! Ah! Foreign Secretary Mr. Edmund Stone! What news?

এডমণ্ডষ্টোন তাঁহাকে ফাইল দিল)

ক্যানিং। Yes, (ইঙ্গিত করিলেন—এডমণ্ডষ্টোন নবাব ওয়াজেদ আলিকে লইয়া আসিল)

এড। My Lord!

ক্যানিং। Ah, Nawab Wazid Ali of Oudh ! Very glad to meet you my friend ! হয়টো আনণ্ডিট হইবেন, এখন হইটে আপনার বাসস্থান আমরা কলিকাতায় নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

ওয়া। হুঁ—আনন্দের কথা সন্দেহ নেই ! কিন্তু আমাকে তোমরা অযোধ্যা থেকে অকস্মাৎ এমন ক'রে ধরে আন্‌বার হেতু জানতে পারি কি ?

ক্যানিং। One minute please ! চাপরাশী, ডেকো, যো পণ্ডিত জী আতা নেই···আয়গা তো হিঁয়া পড় ভেজ দেনা। সম্‌ঝা ?

চাপরাশী। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

ক্যানিং। Pandit Vidyasagar···the Jewel of Bengal ! হামি উহার কাছে Bengali & Sanskrit শিখে ! He is a man of different world ! উহাব সাম্‌নে হামাদের আলোচনার বাধা হইবে না আশা করি, কি বলেন নবাব বাহাদুর ?

ওয়া। আব নবাব বাহাদুর কেন, আমার সমগ্র অযোধ্যা সে তো এখন কোম্পানীর মুলুক।

ক্যানিং। Am so sorry ! আপনি Oudh সুশাসন করিতে পারেন নাই, টাই উহা হারাইলেন।

ওয়া। আমি অযোধ্যা সুশাসন করতে পারিনি ? আর, আপনাদের নব নির্ম্মিত বাষ্পীয় যান রেলগাড়ীতে চেপে রাণীগঞ্জ থেকে কল্‌কাতা আসবার পথে, এই বাংলা দেশে কোম্পানীর কতখানি সুশাসন রয়েছে, তা আপনাদেরই মিশনারীদের লিখিত বর্ণনায় পাঠ ক'রে এলুম। এখন বলুন দেখি, কি আমার শাসনের দোষ ?

ক্যানিং। আপনাকে অযোধ্যা হইতে যখন আনা হইল, তখন নিশ্চয়ই উহা কোম্পানীর প্রতিনিধি জানাইয়াছে !

ওয়া। তবু ন্যায় পরায়ণ লর্ড ক্যানিংএর মুখ হ'তে আমি শুনতে চাই।

ক্যানিং। দেখুন, Decoits হাপনার আমলে অযোধ্যার শান্তি নষ্ট করিয়াছে।

ওয়া। ...এবং আপনাদেরই মিশনারীদের বর্ণনায় পাঠ করলুম...যে, বাংলা দেশে ডাকাতের গতি প্রতিরোধ করতে কোম্পানীর পুলিশের কোন ক্ষমতা নেই। আপনি বলবেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমার রাজ্যে অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাত প্রাত্যহিক ঘটনা ?

ক্যানিং। হাঁ—হাঁ—

ওয়া। কিন্তু আপনাদেরই মিশনারীদের কথা, বাংলায় প্রতি বছর দস্যুর দ্বারা অসংখ্য নরহত্যা অবাধে চলেছে ; বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র নাগরিক জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

ক্যানিং। নবাব ওয়াজিদ আলি !

ওয়া। শুনতে পাই, সমগ্র ভারতে বাংলা আপনাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত প্রদেশ। এর জনসংখ্যা অযোধ্যার চেয়ে আট গুণ বেশী ; কিন্তু এমনি আপনাদের সুশাসন...যে, এখানে অপরাধীর সংখ্যা আমার অযোধ্যার চেয়ে ৩৭ গুণ বেশী ! এই যদি সুসভ্য শক্তিমান ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের নমুনা হয়...তবে কোন দোষে, কোন অপরাধে আমাকে আমার রাজ্যচ্যুত করা হ'ল এ প্রশ্নের কোন জবাব আছে ইংরেজ কোম্পানীর ?

ক্যানিং। You are much excited Nawab Wazid Ali ! Pleas take rest ! Mr. Edmand Stone, উহাকে লইয়া যাও আপনার জন্মে উপযুক্ট বৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

ওয়া। ধন্যবাদ! কোম্পানীর কাছে আমি কোন বৃত্তির প্রত্যাশা করি না। আমি প্রত্যাশা করি…কি নিমিত্ত আমার অযোধ্যা গ্রহণ করা হ'ল…এই প্রশ্নের জবাব।

[প্রস্থান।

ক্যানিং। প্রশ্নের জবাব! কেন অযোধ্যা গ্রহণ করা হইল এই প্রশ্নের জবাব!

(বিদ্যাসাগরের প্রবেশ)

বিদ্যা। রাজ্যবৃদ্ধি! এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব, ছলে বলে কৌশলে কোম্পানী চায় রাজ্যবৃদ্ধি।

ক্যানিং। Vidyasagar, you say so!

বিদ্যা। কেন বলব না? তোমার মুখেই শুনেছি সাহেব, অযোধ্যার রেসিডেণ্ট কর্ণেল শ্লিমেন লর্ড ডালহৌসীকে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছিলেন, "যদি আমরা অযোধ্যার এতটুকু অংশও গ্রহণ করি তা হ'লে ভারতে আমাদের সুনাম নষ্ট হবে। এই সুনাম এক ডজন অযোধ্যার চেয়েও মূল্যবান।" কিন্তু কর্ণেল শ্লিমেন বেনিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী হয়েও তাদের রাজনীতি বুঝতে পারেন নি; তিনি বুঝতে পারেন নি যে কোম্পানীর কাছে জগৎ জোড়া সুনামের চেয়েও অনেক প্রিয়…রূপ চাঁদকা ইনাম। তাই ঐ একই নীতিতে অযোধ্যা গ্রহণ, একই নীতি অনুসারে নাগপুর গ্রহণ।

ক্যানিং। No, নাগপুর রাজ্যে প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটিয়াছিল —টাই—

বিদ্যা। ও সব কথা ভাবীকালে যারা ইস্কুলের কোমল মতি বালক বালিকাদের জন্যে ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাস লিখবে তাদের জন্য তুলে রাখ; কিন্তু আজ এই জীবন্ত, প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে ও

স্তোক বাক্য শুনিয়ে ভোলাতে পারবে না। পূর্ব্বতন বড় লাট ডালহৌসী সাহেব নিজেই কি স্বীকার করেন নি, কি নিমিত্ত নাগপুর অধিকার করা হয়েছে ?

ক্যানিং। কি নিমিট্য ?

বিদ্যা। এই নিমিত্ত যে···ভারত যাত্রাকালে তাঁকে ম্যাঞ্চেষ্টারের কয়েক-জন বেনিয়া স্বদেশে তুলা আমদানী করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল; নাগপুর তুলার জন্যে চির প্রসিদ্ধ···নাগপুর হাতে না পেলে বেনিয়া কোম্পানীর তুলার একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা হয় না···তাই ডালহৌসী কর্তৃক নাগপুর গ্রহণ।

ক্যানিং। That's not the only cause Pandit! কোন দোষ না দেখিয়া বৃটিশ অট অন্যায় করে না! বৃটিশের ন্যায়পরটা—

বিদ্যা। বৃটিশের ন্যায়পরতাকে আমি অশ্রদ্ধা করি না। কিন্তু, রাগ কোরো না সাহেব. আমার কথা নয়, তোমাদেবই একজন ন্যায়-পরায়ণ বৃটিশ Mr. J. B. Norton তাঁর Rebellian in India গ্রন্থে পরিস্কার লিখে গেছেন যে, "নাগপুর অধিকারের সময় নাগপুরী তুলা বৃটিশ ন্যায়পরতার কর্ণ অবরুদ্ধ করে তাকে বধির করেছিল এবং চক্ষু অবরুদ্ধ করে তাকে অন্ধ ক'রে তুলেছিল।"

ক্যানিং। বিদ্যাসাগর—!

বিদ্যা। বিস্ময় লাগে এই ভেবে, যে দেশের অধিশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া, যে দেশে আজও পামাষ্টেনের মত মহাজ্ঞানী ন্যায়দণ্ড পরিচালনে রাজ শক্তিতে সহায়তা কর্চ্ছে···সেই দেশেরই কয়েকজন স্বার্থ অন্ধ বণিক···এই সমুদ্রপারের মহাদেশে রাজ্যস্থাপন কর্ত্তে এসে, এতবড় হৃদয়হীন নির্ল্লজ্জতার পরিচয় দিল কি করে ?

ক্যানিং। Vidyasagar! Don't forget that I am the Governor General to the East India Company.

বিদ্যা। না···ভুলিনি এবং এও ভুলিনি যে, তুমি তোমার প্রভু-শক্তির ন্যায় নির্ম্মম, হৃদয়হীন নও।

ক্যানিং। How can you say it?

বিদ্যা। বলি এই ভেবে, যে, এদেশের মানুষের অভাব অভিযোগ তুমি বোঝ। তুমি বাংলার জনগণের কল্যাণের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছ; এই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেই তুমি কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছ···

ক্যানিং। But I think, টুমি Western Education পছন্দ করেনা···

বিদ্যা। তা হ'লে পাঁচ শ' টাকা ত তুচ্ছ, পাঁচ কোটী টাকা বেতন পেলেও সংস্কৃত কলেজের Principalএর পদ গ্রহণ করতুম না। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করিনা; আমি ঘৃণা করি তাদের···যারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবাহে একেবারে ডুবে গেল···ডুবুরীর মত মণিমুক্তার সন্ধান ক'রে স্বদেশের তটে ফিরতে পারল না—ঘৃণা করি সেই সব হতভাগা বাঙালী বাবুদের।

ক্যানিং। বিদ্যাসাগর।

বিদ্যা। দৈবের বিধানে তোমরা আজ চাকার ওপরে, আমরা নীচে। তবু লর্ড পামার্ষ্টোনের রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত তুমি,···তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধার রূপে ভারতবর্ষকে শাসন করতে এসে, পামার্ষ্টোনের এই কথাটি কখনো ভুলে যেওনা···যে পুণ্য তপোবন হ'তে একদিন মানব সভ্যতার প্রথম আলোক মিশরের ভিতর দিয়ে অসভ্য বর্ব্বর য়ুরোপকে

সুসভ্য ক'রে তুলেছিল, তোমরা এসেছ আজ মানব সভ্যতার সেই মহাতীর্থ ক্ষেত্রে।

ক্যানিং। I remember! ভারত আগমনের কালে লর্ড পামার্ষ্টোন হামাকে উহা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষকে হামি শ্রদ্ধা করে। কিন্তু কি করিব? একখণ্ড ছোট মেঘ দেখিয়া ভারত যাত্রা করিলাম; আসিয়া দেখি সেই মেঘ সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া গেল···ভীষণ তুফান সুরু হইল! কি করিবে? হামাকে উহা প্রতিরোড করিটে কি করিটে হইবে?

(এডমণ্ডষ্টোনের প্রবেশ)

এড। My Lord! Here is urgent message for you.

(তিনখানি টেলিগ্রাম দিল; ক্যানিংএর পাঠ)

ক্যানিং। Mutiny at Cawnpur...headed by Dhundu Panto Nana Shaheb! Next!

(দ্বিতীয় টেলিগ্রাম পাঠ)

Mutiny at Jhanshi! Rani Luxmi Bye of Jhanshi helping the mutineers! Simply astounding! Next!

(তৃতীয় টেলিগ্রাম পাঠ)

Mutiny in Behar! Headed by Babu Kumar Singh! Mutiny! Mutiny! Every where mutiny! No; I must suppress it with an iron hand.

এ বিদ্রোহ সমূলে দমন করিটে হইবে। Mr. Edmund Stone!

এড। Yes my Lord!

ক্যানিং। Disarm all the Indian troops at Calcutta! হাঁ, Calcutta এ বিপদ আসিটে পারে—সমস্ত ভারতীয় সিপাইকে

নিরস্ত্র কর। I can't trust them, হামি উহাডের বিশ্বাস করিটে পারে না। উহাডের কামানের মুখে দাঁড় করাও, European Soldier পল্টনের মাঠে জমায়েৎ করো। উহাডের সামনে সিপাইডের সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করো।

এড। And your body guards!

ক্যানিং। No—No—disarm all of them! ভারতীয় দেহ রক্ষীকে এখন কোন বিশ্বাস নাই। যাও, first Disarm...next Dismiss them.

বিদ্যা। সাহেব, সাহেব, উন্মাদের ন্যায় একি কর্চ্ছ! যারা মিত্র ছিল, তাদেব এমন করে শত্রু করে তুলবে!

ক্যানিং। Am helpless, ভারতবাসীকে আর বিশ্বাস নাই।

বিদ্যা। বিশ্বাস করো—আমি বল্‌ছি···তাতে ঠক্‌বে না।

ক্যানিং। But how? কি প্রকারে আর বিশ্বাস করিটে পারে?

বিদ্যা। কি বল্‌ছ তুমি গবর্ণর জেনারেল সাহেব? যে দেশের মাটীকে বিশ্বাস ক'রে—সাত সাগর পাড়ি দিয়ে আসতে তোমাদের এতটুকু কুণ্ঠা বোধ হ'লনা, আজ যত আক্রোশ···যত অবিশ্বাস হ'ল তোমাদের সেই দেশের মানুষের ওপর? না, না তোমার কাছে এ ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করিনা লর্ড ক্যানিং! ভারতবাসীকে বিশ্বাস করো, ভারতবাসীর ওপর ভালবাসার, করুণার বারিধারা বর্ষণ করো; দেখবে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়ে যাবে।

ক্যানিং। Yes, I love India, I love her people! But—Edmund Stone!

এড। No, my lord, treat them with an iron hand. উহাদের কঠোর শাসন প্রয়োজন।

বিদ্যা। এত দর্প ভাল নয় সাহেব, দর্পের অবসান করেন নারায়ণ—

এড। Where is he ?

বিদ্যা। দর্পহারী নারায়ণ কোথায় জানো না ? বার্ণিশ করা বুট জুতো-শুদ্ধ পা যাদের সামনে টেবিলের উপর তুলে দিলে...তার পরিবর্ত্তে যারা ধুলো মাখা ছেঁড়া চটি জুতো শোভিত শ্রীচরণ টেবিলে তুলে দিতে জানে...দর্পহারী নারায়ণ রয়েছেন তাদেরই মাঝখানে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(ঝান্সী মহালক্ষ্মী মন্দির)

(দেবদাসীগণ আরতি নৃত্য করিতেছিল। একটু পর রাণী লক্ষ্মীবাঈএর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। আমার কাছে এস দামোদর,—মাতা পুত্রে এক সঙ্গে···(পিছনে চাহিয়া) একি···দামোদর কোথায় গেল ? দামোদর ! দামোদর !

(বালক পুত্র দামোদরের প্রবেশ)

দামো। মা, মাগো, আমায় ডাকৃছ তুমি ?

লক্ষ্মী। কোথায় গিয়েছিলে ?

দামো। তোমার সঙ্গে মহালক্ষ্মী মন্দিরে আসতে আস্‌তে হঠাৎ দেখ্‌লুম ওই ওখানে ইয়া বড় বড় কামান বন্দুক তৈরী হচ্ছে। হ্যাঁ মা,— অত সব কামান বন্দুক দিয়ে কি হবে ?

লক্ষ্মী। রাজ্য রক্ষা করতে হ'লে ও সবের দরকার আছে বাবা !

দামো। যারা দুষ্টু লোক তাদের কামান দেগে জব্দ করতে হয়— না মা ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, দেখনি, এই ঝান্সী রাজ্য অধিকার করতে এসেছিল টিহরীর সেনাপতি নথে খাঁ—এসেছিল সদাশিব রাও; ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই তো তাদের হটিয়ে দিয়ে আমরা এ রাজ্যের শান্তি রক্ষা করলুম।

দামো। আমিও কামান দাগতে শিখব মা ! আমিও ঝান্সীর দুষমনদের জব্দ করে দেব। হাঁ মা, আমায় লড়াই শেখাও না কেন ?

লক্ষ্মী। আরও বড় হও···তখন শিখ্‌বে ! এখনও যে তুমি ছোট।

দামো। ছোট—ছোট—ছোট—মায়ের ওই এক কথা! ফের বল্‌ছি মা, তুমি আমায় আর অমন করে ছোট বল না; আমার বন্ধুরা শুনলে আমার লজ্জা করবে যে?

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তুমি খুব বড় হয়েছ—হ'ল তো? এইবার মহালক্ষ্মীর পূজা দেখবে এসো।

দামো। তুমি মন্দিরে যাও মা, আমি বলদেও কাকাকে ডেকে নিয়ে আসি—

লক্ষ্মী। বলদেওকে কেন?

দামো। বাঃ রে, গান না গাইলে বুঝি ঠাকুরের পূজো হয়? গান আমার ভাল লাগে, তাই ঠাকুরেরও নিশ্চয় ভাল লাগবে। তুমি যাও, আমি এক্ষুনি ফিরব।

[প্রস্থান।

(রাণী মন্দিরে যাইতেছিলেন···অপর দিক হইতে ছদ্মবেশী তাত্যাটোপীর প্রবেশ)

তাত্যা। রাণী মায়িকি জয়—

লক্ষ্মী। কে আপনি?

তাত্যা। ভিখারী···মহালক্ষ্মীর দ্বারে ভিক্ষার প্রত্যাশী—

লক্ষ্মী। অপেক্ষা করুন, আগে ঐ মন্দির মধ্যে মহালক্ষ্মীর পূজা শেষ হোক; তারপর প্রসাদ পাবেন।

তাত্যা। ভুল বল্‌ছ মা! ঝান্সীর মহালক্ষ্মী ঐ মন্দিরে···না মন্দির প্রাঙ্গনে?

লক্ষ্মী। বৃদ্ধ!

তাত্যা। আমি যে তোমার কাছে ভিক্ষা চাই মা!

লক্ষ্মী। কি চাও আমার কাছে?

তাত্যা। আগে বল…রিক্ত হস্তে ফিরাবে না ?

লক্ষ্মী। বিস্মিত কল্লে অভ্যাগত ! রাণী লক্ষ্মীবাঈএর দ্বারে প্রার্থীরূপে দাঁড়িয়েছ…অথচ এ কথা জান না যে, লক্ষ্মীবাঈ কখনো প্রার্থীকে বিমুখ করে না ! রত্ন, মাণিক্য, অতুল ঐশ্বর্য্য…বল অভ্যাগত কি তোমার প্রার্থনা ?

তাত্যা। রত্নমণির প্রার্থনা নিয়ে সুদূর কানপুব হ'তে এই ঝান্সীতে ছুটে আসিনি মা, আমি চাই মহাশক্তির স্বরূপ দেখ্‌তে।

লক্ষ্মী। মহাশক্তি—

তাত্যা। হ্যাঁ, মহালক্ষ্মীর হাতের স্বর্ণঝাঁপি নামিয়ে দিয়ে…আমি তুলে দিতে চাই তাঁর হস্তে মহাশক্তির জাগ্রত ত্রিশূল।

লক্ষ্মী। একি অদ্ভুত বাসনা তোমার অভ্যাগত ! তুমি কে—কে তুমি ?

তাত্যা। এখনো সন্তানকে চিনতে পারনি মা ! এই দেখ…(যষ্টীতে টান দিতে উহা মধ্যস্থলে খুলিয়া গেল, তন্মধ্য হইতে পত্র বাহির করিয়া লক্ষ্মীবাঈকে দিল।)

লক্ষ্মী। একি, আমার বাল্যক্রীড়া-সঙ্গী নানা সাহেবের পত্র ! তাঁর সেনাপতি তাত্যাটোপী আস্‌ছেন আমার কাছে ! কোথায় তিনি ?

তাত্যা। তাত্যাটোপী তোমারই সামনে জননী।

লক্ষ্মী। তাত্যাটোপী ! আপনি ! কি বিচিত্র ! একি অদ্ভুত ছদ্মবেশ ! সত্যই আমি আপনাকে একেবারে চিনতে পারিনি—

তাত্যা। সে কথা যাক্ মা, কানপুরের সংবাদ হয়ত অবগত আছ ?

লক্ষ্মী। জানি, নানা সাহেব বিপ্লবী সৈনিকদের দলে যোগ দিয়েছেন… তিনি সমগ্র কানপুর দখল ক'রে নিয়েছেন। আশ্রয়স্থলে কোম্পানীর ফৌজ তাদের স্ত্রী পুত্র সহ অবরুদ্ধ। এবং এও শুনেছি, শীঘ্রই হয়তো তাদের নানা সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

তাত্যা। তুমি ঠিক্‌ই শুনেছ মা। আত্মসমর্পণ করলে নানা সাহেব অঙ্গীকার করতে প্রস্তুত আছেন যে, তাদের সবাইকে নিরাপদে এলাহাবাদে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

লক্ষ্মী। হুঁ, নানা সাহেব প্রতিশ্রুতি দেবেন! কিন্তু শুনেছি, কানপুরের বিদ্রোহীদলে হোসেনি খানুম নামে এক ভয়ঙ্করী নারীর যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে, এবং সেনাপতি জাওলাপ্রসাদ, টিকাসিংহ, এমনকি নানা সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাও সাহেব পর্য্যন্ত সেই রমণীর ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। অবরুদ্ধ ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করলে এরা কি নানা সাহেবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্য করবে? ইংরেজদের বিনা বাধায় এরা এলাহাবাদে পৌঁছুতে দেবে—মনে করেন তাত্যাটোপী?

তাত্যা। তা যদি হয়, তা হ'লে নানা সাহেব সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের কখনো ক্ষমা করবেন না মা! যাক্‌, এখন আমি এসেছি তোমার কাছে ঝান্সীর বর্ত্তমান অবস্থা জান্‌তে।

লক্ষ্মী। কি জান্‌তে চান বলুন?

তাত্যা। তুমি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে কতখানি প্রস্তুত হয়েছ মা?

লক্ষ্মী। ইংরেজের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব, সে কথা আপনাদের কে বল্লে?

তাত্যা। সেকি মা, ইংরেজ কোম্পানী কি তোমার প্রতি যথেষ্ট অবিচার করেনি?

লক্ষ্মী। শুধু অবিচার নয়, তার চেয়েও বড় কথা তারা আমায় অপমান করেছে। তাই আমারই রাজ্যে আমি আজ বাস কচ্ছি···সামান্য ভিখারিণীর মত! তার জন্য মানুষের কাছে নালিশ জানিয়ে

ছিলুম, কোন ফল হয়নি···তাই এবার আমার সকল নালিশ ভগবানের দরবারে।

তাত্যা। কিন্তু ঝান্সীর—সিপাইরা তো শুধু নালিশ জানিয়ে চুপ করে বসে নেই···তারা বিদ্রোহী হয়েছে।

লক্ষ্মী। ঝান্সীর সেপাই নয়, বরং বলুন, কোম্পানীর সেপাই কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; তারা দুর্গ মধ্যে সমস্ত ইংরেজকে অবরুদ্ধ করেছে, তাদের বধ করেছে! কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার কি সংশ্রব আছে তাত্যাটোপী?

তাত্যা। এ বিদ্রোহে তোমার কোন সংশ্রব নেই?

লক্ষ্মী। না, নেই। আমি অবরুদ্ধ ইংরেজদের অনাহার ক্লীষ্ট শিশুদের আর্ত্ত ক্রন্দন শুনে বরং গোপনে তাদের প্রচুর আহার্য্য প্রেরণ করেছি, তাদের সাহায্যের জন্য দুর্দ্ধর্ষ—ঠাকুর ও বুন্দেলা সৈন্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু কমিশনার স্কীন সাহেব—আমার সাহায্য নিতে স্বীকৃত হলেন না—তাই সে চেষ্টায় বিরত হলুম।

তাত্যা। ইংরেজ কোম্পানীকে তুমি যদি সত্যই সাহায্য করতে চেয়েছিলে···তা হলে বিদ্রোহী সিপাইদের এক লক্ষ টাকা দিয়েছ কেন, জানতে পারি কি?

লক্ষ্মী। তারা আমার কাছে অর্থ চেয়েছিল···দিতে স্বীকৃত হইনি···ফলে তারা আমার বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেছিল। তাই লক্ষ টাকা মূল্য দিয়ে আমি আমার পিতার মুক্তি ক্রয় করেছি।

তাত্যা। হুঁ, তবু নিশ্চিত জেনো—তোমায় কোম্পানী জ্ঞান করে তাদের পরম শত্রু বলে।

লক্ষ্মী। শত্রু বলে! না, না, তা হতে পারে না···বিপ্লবী সিপাইদের দ্বারা ঝান্সী অধিকৃত হয়েছিল। সে রাজ্য আমি পুনরধিকার ক'রে

কোম্পানীর প্রতিনিধি রূপেই শাসন কর্চ্ছি; আমি আগ্রার কমিশনার ফ্রেজার সাহেবের নিকট এই মর্ম্মে দূত প্রেরণ করেছি তাত্যাটোপী—

তাত্যা। কিন্তু তারও পূর্ব্বে···ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যাণিংএর কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের মিত্র নন্! তিনি ঝান্সীর বিদ্রোহী সিপাইদের কোম্পানীর বিরুদ্ধে পরিচালনা কর্চ্ছেন।

লক্ষ্মী। সে কি!

তাত্যা। নানা সাহেবের সুচতুর গুপ্তাচরদের··যদি বিশ্বাস কর মা; তাহলে···এ সংবাদ সত্য ব'লেই জেনো।

লক্ষ্মী। আমি কোম্পানীর বিরুদ্ধে সিপাইদলে যোগদান করেছি! ঝান্সীর অবরুদ্ধ ইংরেজদের মুক্তির এত চেষ্টা কল্লুম, তাদের ক্ষুধা কাতর স্ত্রী পুত্রের মৃত্যুম্লান মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিলুম, নিহত ইংরেজদের গলিত মৃত দেহ শৃগাল কুকুরেরগ্রাস হতে ছিনিয়ে এনে তাদের যথোচিত সমাধির ব্যবস্থা কল্লুম, পরিবর্ত্তে,··তারা কিনা আজ আমায় বলে—না না, তাত্যাটোপী, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না! আগ্রার কমিশনার ফ্রেজারের নিকট হ'তে আমার দেওয়ান লক্ষ্মণরাও ফিরে আসুক···তারপর—

(লক্ষ্মণরাওএর প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণরাও ফিরে এসেছে মাতাজী।

লক্ষ্মী। লক্ষ্মণ রাও! কি সংবাদ? কমিশনার ফ্রেজার আমার পত্র পেয়েছেন?

লক্ষ্মণ। পেয়েছেন।

লক্ষ্মী। কি জবাব দিলেন…দেখি—

লক্ষ্মণ। কোন জবাব দেননি, পত্র একবার দেখেই মাটীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

লক্ষ্মী। মাটীতে ছুঁড়ে ফেল্‌লে…আমার পত্র!

লক্ষ্মণ। শুধু তাই নয়, কমিশনার ফ্রেজার অতি নীচ ভাষায়—

লক্ষ্মী। কি…কি বলেছে?

লক্ষ্মণ। সে আমি বল্‌তে পারব না। আমি তোমার সন্তান; কোন মুখে মাতৃ নিন্দা—

লক্ষ্মী। তবু বলতে হবে…তবু বল্‌তে হবে লক্ষ্মণ রাও! দ্বাপরে ত্রেতায় মহাশক্তি জেগেছেন স্তব গান শুনে; আজ সেই ঘুমন্ত শক্তির জাগরণ মাতৃ নিন্দা…মাতৃ নিন্দা গানে!…শীঘ্র বল…কি বলেছে, কি বলেছে ফিরিঙ্গী তোমার মাতাকে!

লক্ষ্মণ। উদ্ধত ফিরিঙ্গীর স্পর্দ্ধা, বলে কিনা ঝান্সীর লক্ষ্মী স্বরূপা জননী লক্ষ্মীবাঈ অমিতাচারিনী…বিলাসিণী—

তাত্যা। ওঃ মাতা! মাতা মহাশক্তি!

লক্ষ্মী। হাঃ হাঃ হাঃ অমিতাচারিণী! বিলাসিনী! তাতে দুঃখ কি সন্তান? ফিরিঙ্গী বণিকের কর্ম্মচারী হয়তো জানে না, কিন্তু তোমরা তো জানো সন্তান, মহাশক্তির বিলাস গলবিলম্বিত নরমুণ্ড মালা! মহাশক্তির অমিতাচার—খর্পর ধৃত তপ্তরক্ত রক্ত পান।

তাত্যা। মা—

লক্ষ্মী। যাও পুত্র, যাঁর কাছ থেকে আবাহন এনেছিলে তাঁকে বোলো, ঝান্সীর দেবীর দরবারে তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। দেবী জেগেছে—

তাত্যা। যথা আজ্ঞা মাতা—

(ছুটিয়া দামোদরের প্রবেশ)

দামো। মা, মাগো—

লক্ষ্মী। কি হয়েছে দামোদর! কাঁপছ কেন? কি হয়েছে?

দামো। সবাই বল্‌ছে···হাজার হাজার লাল পল্টন ছুটে আস্‌ছে ঝান্সীর দিকে।

লক্ষ্মী। সে কি!

তাত্যা। ঝান্সীর দিকে আস্‌ছে! হাঁ, পথে আসতে তাহলে বোধ হয় এই বাহিনী আমি দেখেছি! সেনাদলের নেতা স্যার হিউরোজ, ঝান্সী আক্রমণ এদের উদ্দেশ্য!

লক্ষ্মণ। ঝান্সী আক্রমণ! এত অতর্কিতে! কি হবে মা?

লক্ষ্মী। কিসের ভাবনা লক্ষ্মণ রাও? অতর্কিত আক্রমণ ব'লে সেনাপতি লক্ষ্মণ রাও, দুদ্ধর্ষ গোলন্দাজ গোস খাঁ···এদের বাহু কি কামান চালনায় শিথিল হ'য়ে পড়েছে? ফিরিঙ্গী পল্টনের লাল মুখ দেখে···ঝান্সীর ভৈরবনাদী ঘনগর্জ্জ কামান মৃত্যুবর্ষী অগ্নুদ্গার ভুলে কি আতঙ্কে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে?

লক্ষ্মণ। না মা, আমি যাচ্ছি। এখনি দুর্গ ও পুরী রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্চ্ছি।

[প্রস্থান।

তাত্যা। আমিও তা হ'লে আসি মা, যদি পারি যথাকালে আবার এই দেবীর দরবারে উপস্থিত হব।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। দামোদর!

দামো। মা—কি হবে মা!

লক্ষ্মী। ছিঃ দামোদর, তুমি ঝান্সীর মহারাজ, তোমার এত ভয় শোভা পায় না। এসো, মায়ের মন্দিরে বসে গান শুনি। বলদেও—

(বলদেওর প্রবেশ)

বল। মাতাজী—

লক্ষ্মী। গান গাও বলদেও—

বল। কি গান গাইব মা, মাযের জাগরণী ?

লক্ষ্মী। মাযের জাগরণীর প্রয়োজন নেই পুত্র, মা জেগেছেন; এবার গাও সন্তানের জাগরণী।

বল। সন্তানের জাগরণী !

লক্ষ্মী। হাঁ—মহাশক্তির সন্তান গণদেবতা; সেই গণদেবতাকে আবাহন কর···তাকে জাগিযে তোলো। তাকে বলো, জাগ্রত গণদেব-জননী আজ অধীর আগ্রহে বসে আছে গণদেবতার জাগরণ প্রতীক্ষায়।　　(মন্দিরে প্রবেশ)

(বলদেওর গান)

গণদেবতা, গণদেবতা, জাগো গণদেবতা।
দুর্গতজন ভীতিমগন, আনো কল্যাণময় শুভ বারতা॥
সুজলা সুফলা শ্যামা ধরণীরে করগো,
চৈত্র পবনে বট বিটপীমূলে মুরলী অধরে ধরগো।
কভু দুর্ম্মদ রণ-বীর, বাহন তুরঙ্গ—
মুক্ত কৃপাণ করে ছুটিছ তুরন্ত;
মুগ্ধা ধরণী পদে প্রণতা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাণপুর।

পথ—রাত্রি কাল।

(আজিমুল্যা একটী বাড়ীর দরজায় সন্তর্পণে করাঘাত করিতেছিল; পরে শিস্ দিল। রন্ধ্রপথে একখানি হাত বাহির হইল। আজিমুল্যা হাতে একটী আংটী পরাইয়া দিল। একটু পরে গুপ্তদ্বার খুলিয়া লুনার প্রবেশ।)

লুনা। Ajim, Ah Dearie! At last here you are!

আজি। ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে লুনা, এখন ক্ষাণিকক্ষণ নিরিবিলি কথা কইতে পারব। ভাগ্যিস্ এই বাড়ীটার গুপ্ত পথ আমার জানা ছিল, তাই ওদের চোখে ধূলো দিয়ে তোমায় এক মুহূর্তের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে পারলুম। কোথায় যাচ্ছিলে বলতো?

লুনা। আমাদের আশ্রয় স্থান ছেড়ে মেজর কিরকের সঙ্গে সতীচৌর ঘাটে যাচ্ছিলুম।

আজি। কেন?

লুনা। নানা সাহেব আমাদের এলাহাবাদ পাঠাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এই সতীচৌর ঘাটে নাকি আমাদের যাত্রার জন্যে নৌকা প্রস্তুত। তাই দেখতে—

আজি। কিন্তু সে তো অশ্বারোহী সৈনিকরা যাচ্ছে, তুমি কেন তাদের সঙ্গে এই রাত করে?

লুনা। আজ তো তবু তিনটী অশ্বারোহী সঙ্গী ছিল; কিন্তু যে দিন কোন সঙ্গী থাকে না…চার দিকে বিদ্রোহী সিপাই…যারা আমায়

পেলে হিংস্র জানোয়ারের মত টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে খায়··· তার মাঝখানে প্রায় প্রতি রাত্রে কোন সাহসে পথে বেরিয়ে আসতুম বল্‌তে পারো আজিম ?

আজি। Certainly! বল্‌তে পারি বৈ কি, এই গুণ্ডারাজকে গ্রেপ্তার করতে ?

লুনা। গ্রেপ্তার! মানে জবরদস্তী! তা হ'লে গুণ্ডারাজ এগিয়ে আস্‌ত কেন জবরদস্তী সইতে ?

আজি। দেহ গ্রেপ্তার হ'লে মন পেছিয়ে পড়ে, কিন্তু মন গ্রেপ্তার হ'লে দেহ বেচারা আপনা হ'তেই এগিয়ে আসতে বাধ্য হয় যে—

লুনা। আজিম,—

আজি। বল লুনা—

লুনা। আজই এলাহাবাদ চ'লে যাচ্ছি। ভারত ব্যাপী এই ধূমায়মান বহ্নি শিখা···এর মাঝে হয়তো পরস্পরকে আমাদের হারিয়ে ফেলতে হবে। তাই যাবার আগে আমার গ্রেপ্তারী পরওয়ানা থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি আজিম।

আজি। আর দেখা হবে না ব'লে আগে থাক্‌তে মুক্তি দিচ্ছ ?

লুনা। কি করব ? Can't help! এ ছাড়া উপায় কি আজিম ?

আজি। দেখছ ? (ফুলবৃন্ত দেখাইল)

লুনা। চন্দ্র মল্লিকা—

আজি। হ্যাঁ—চন্দ্রমল্লিকা! বল্‌তে পার···এর ঠোঁটে এত হাসি কেন ?

লুনা। বাঃ রে! দেখছো না, আকাশে চাঁদ উঠেছে যে ?

আজি। এই চন্দ্র মল্লিকা আর চাঁদের হাসি এও যেমন সত্যি, আবার সকাল বেলা সূর্য্য উঠ্‌লে চার দিকে আগুন ঠিক্‌রে পড়বে···এ ও তেমনি সত্যি। অথচ বিচিত্র এই পৃথিবী, তবু চাঁদ ওঠে, তবু

চন্দ্রমল্লিকা প্রতি রাত্রে এমনি ক'রে চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে হাসে।

লুনা। অস্ত যাবে, ঝরে পড়বে…এ জানলে চাঁদ আর চন্দ্রমল্লীর মুখের হাসি এক সেকেণ্ডে শুকিয়ে ফিকে হয়ে যেতো। ভাগ্যিস ভগবান ওদের মানুষের মত মন বলে একটি পদার্থ দেন নি—

আজি। মানুষের মন কি বস্তু সে মানুষ জানে। কিন্তু মানবীর মন বলে বস্তুটী কি, কি তার পরিমাপ বল্‌তে পাব লুনা ?

লুনা। মানবীর মনের পরিচয়, সেও তো বুদ্ধিমান মানুষেরই বেশী জানবার কথা—

আজি। তা হ'লে সে বুদ্ধিমান মানুষের বিচারে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবীর মনের যথার্থ ছবি ওঠে যে Cameraএ…অথবা মানবীর মনের যথার্থ ওজন হয় যে ব্যারোমিটার I mean—monometre এ, তার নাম Bank Balance—

লুনা। Bank Balance ! What do you mean !

আজি। বর্ত্তমান সভ্যতার আদি কেন্দ্র সমগ্র য়ুরোপ ঘুরে এলুম। দু' চারটে ফ্যাসানেবেল্ কথা কইতে পারি, আর তা ছাড়া ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের সেক্রেটারী…সারা দেশে হৈ হৈ পড়ে গেল। লর্ড, ব্যারোন, ডিউকের মেয়ে থেকে সুরু করে…তরুণী হোটেলউলী পর্য্যন্ত, সর্ব্বসাকুল্যে কম্‌সে কম সাড়ে পাঁচশো, হাঁ, সাড়ে পাঁচশো প্রণয় লিপি এই হতভাগ্য আজিমুল্যার উদ্দেশে ! চুপি চুপি ব'লে রাখছি—ইতিমধ্যে পকেট ঢুঁ ঢুঁ ; দেশে ফেরবার passage moneyর কোন রকমে যোগাড় আছে ! কিন্তু হলে কি হবে, যিনিই দর্শন দেন, যাঁরই সঙ্গে আলাপ হয়, চট্‌পট্ মোটা মোটা চেক কেটে দিই…কিন্তু তার চেয়েও চট্‌পট্ করে সে গুলো

Bank থেকে direct ফিরে আসে আমার কাছে। চেক ফিরে এল, কিন্তু যাঁদের নামে চেক কাটলুম···তাঁরা কেউ ফিরলেন না। Bank Balance যেমনি দেখা গেল Zero...আজিমুল্যাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়ল বান্ধবী বিহীন, প্রণয়িনী বিহীন এক কথায় Completely Bankrupt and Vanquished hero!

লুনা। তা হ'লে সে Bankrupt heroর কাছ থেকে আমাকেও এবার মানে মানে সবে যেতে হয়, বল?

আজি। তোবা! তোবা! তুমি Bank Balance দেখবে কি? তুমি যে তার আগেই unbalanced হ'য়ে ফুটপাতের ওপর গাড়ীশুদ্ধ কুপোকাৎ! সরে পড়তে চাইলেই এখন সরে পড়বে কি করে?

লুনা। আজিম, ক'লকাতায় সে দিনের কথা মনে করে, I really feel ashamed.

আজি। না, তোমায় আর লজ্জা দেব না। লজ্জা আমার·· এমন ক'রে পেয়েও যদি তোমায় হারাতে হয়—

লুনা। কি করবে তুমি?

আজি। এলাহাবাদ এভারেষ্টও নয় বা মঙ্গল গ্রহও নয় যে, দুঃসাহসিক অভিযান ক'রে ফিরে আসতে হবে। আশা করি সেইখানে গিয়ে তোমায় আমি আবার পাব।

লুনা। তুমি এলাহাবাদ যাবে? সত্যি? কবে যাবে?

আজি। আজই যাব এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

লুনা। তার মানে?

আজি। মানে সহজ। আমি সঙ্গে নিয়ে না গেলে হয়তো তোমার

যাত্রাপথ নিরাপদ নাও হ'তে পারে। হয়তো বিদ্রোহী সিপাইরা মাঝগঙ্গায় তোমাদের—

লুনা। কি? কি করবে?

আজি। ভয় পেয়োনা, এ আমার অনুমান শুধু। আমি সঙ্গে থাক্‌বো অতর্কিতে বিপদ এলে তোমায় প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবো।

লুনা। কিন্তু আমার ধর্ম্মপিতা স্যার হিউ হুইলার? মেজর কিরকে? য়ুরোপীয় বালক ও মহিলা? তাদের যদি বিপদে পড়তে হয়—

আজি। সে জন্তে আমি দায়ী থাক্‌তে পারি না লুনা!

লুনা। আজিম—

আজি। তুমি জানো না, এই সিপাইরা যখন জীঘাংসায় মেতে ওঠে তখন এরা হয় বুনো জানোয়ারের চেয়ে ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ ওদের পেছেন রয়েছে এক ভয়ঙ্করী নারী…সেই হোসেনী খানুম! ওরা ক্ষেপে গেলে আমি তো তুচ্ছ—বোধ হয় স্বয়ং নানা সাহেবও ওদের বাগ মানাতে পারেন না—

লুনা। তবে কি হবে! ওরা যদি পথের মধ্যে স্যর হিউ হুইলারকে বিপন্ন করে! না, না, আজিম, তুমি ওদের রক্ষার ভার নাও; নইলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। না, কিছুতে না।

আজি। বেশ, আমি কথা দিচ্ছি—আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, সবাইকে নিরাপদ রাখতে।

লুনা। Ajim! Oh Dearie! You are an angel!

আজি। Luna, you are the sweet damsel of my heart's—sylvan solitude! Luna! Luna!

(জেমিগ্রীনের প্রবেশ)

জেমি। মাফ করবেন, disturb করলুম।

আজি। এ কি! জেমিগ্রীন! তুমি কখন লক্ষ্ণৌ থেকে... ?

জেমি। এই মাত্র ফিরছি।...সেলাম মেম সা'ব,—মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? দুটো কথাই বলুন না ছাই।

লুনা। বাপস্! কি জানোয়ারের মত বিভৎস মূর্ত্তি!

আজি। লুনা—

জেমি। জানোয়ার! হাঃ হাঃ হাঃ; তা হোক! মেম সা'ব, তোমরা তো কুকুর বেড়াল পোষ? তারাও তো জানোয়ার! তোমাদের ঘরের মানুষও অনেক সময় তোমাদের বুকে ছুরী বসায়; কিন্তু ঐ পোষা জানোয়ার, ঐ কুকুর বেড়াল কিন্তু কখনো তার মনিবের কাছে বেইমানী করে না।

আজি। জেমিগ্রীন, আমি লুনার হয়ে তোমার কাছে ··

জেমি। Hush, নানা সাহেব আসছে।

আজি। সঙ্গে মেজর কিরকে, বোধ হয় গঙ্গার ঘাট থেকে যাত্রার আয়োজন দেখে ফিরছে।

জেমি। আমি যাই বন্ধু, হোসেনীর খবর নিয়ে আসছি! তোমরা একটু গা ঢাকা দাও।

[প্রস্থান।

আজি। যাও লুনা—তুমি একটু খানি ঐ আশ্রয় স্থানে গিয়ে অপেক্ষা কর—

লুনা। কেন? তোমার সঙ্গে—

আজি। না—না, আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখলে তোমার ব্যর্থ-প্রণয়ী মেজর কিরকে নিশ্চয়ই খুব প্রসন্ন হবেন না; এবং সিপাইরা দেখলেও আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধি খুব সহজ হবে না। আমি একখানি গাড়ী নিয়ে আসছি। দু'জনে লুকিয়ে যাব।

লুনা। ঐ ওরা এসে পড়েছে—

আজি। যাও, আড়ালে যাও! আমি ফিরে না আশা পর্য্যন্ত বেরিয়োনা—যেন! খুব হুঁসিয়ার—

[লুনাকে পূর্ব্ব গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দরজা টানিয়া প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে নানা সাহেব ও মেজর কিরকের প্রবেশ)

নানা। দেখলে মেজর সাহেব! তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। গঙ্গার ঘাটে তোমাদের এলাহাবাদ যাত্রার জন্তে অসংখ্য নৌকা প্রস্তুত।

মেজর। হ্যাঁ, হামি লোক দেখিয়াছে; হামাদের নিমিট্ট ধুন্দুপন্থ নানা সাহেবের এত দয়া হইল···সেজন্য আপনাকে বহুট বহুট ধন্যবাদ।

নানা। ধন্যবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই সাহেব। যখন শুনলুম, অবরুদ্ধ আশ্রয় স্থানে তোমাদের মুমূর্ষু স্ত্রীপুত্র কাতর ভাবে ক্রন্দন কর্চ্ছে; যখন শুনলুম, খাদ্যাভাবে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের অশ্ব প্রভৃতি বাহন এবং পথচারী জন্তু জানোয়ার পর্য্যন্ত বধ করে তার মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা কর্চ্ছ, জলাভাবে আর্দ্র ক্যামবিশ বা পুরোনো থলে ও জুতার চামড়া মুখে পূরে তাই চিবিয়ে কোন রকমে বিশুষ্ক জিহ্বাকে সিক্ত করবার চেষ্টা কর্চ্ছ, অবশেষে রসদ বিভাগের সেফার্ড সাহেব তোমাদের রক্ষার শেষ চেষ্টা করবার জন্তে বাবুর্চ্চি সেখ বদলু নাম নিয়ে এলাহাবাদ যাত্রাপথে সিপাহীদের হাতে যখন বন্দী হল···তখন আর আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌লাম না। আমার স্বদেশের মুক্তির জন্য আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি সত্য, কিন্তু তা বলে মৃতপ্রায় য়ুরোপীয় নর নারীর প্রতি কষাইএর মত ব্যবহার করতে পারব

না।) তোমরা মুক্ত সাহেব, স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সতীচৌর ঘাটে গিয়ে নৌকায় আরোহণ কর, এলাহাবাদে ফিরে যাও—

কিরকে। One minute Nana Shaheb, হামি লোক শুনিল, আপনি কাণপুর হইতে বিঠুর চলিয়া যাচ্ছে ?

নানা। হ্যাঁ, আমার মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমায় আজি রাত্রে বিঠুর যেতে হবে—

কিরকে। To-night ! Before we start ?

নানা। উপায় নেই সাহেব, কালি আমার মাতৃশ্রাদ্ধ, গাড়ী প্রস্তুত।

কিরকে। কিণ্টু আপনার অবর্ত্তমানে কে হামাডের দায়ীত্ব—

নানা। তোমাদের দায়ীত্ব নেবে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আজিমুল্যা—

(হোসেনীর প্রবেশ)

হোসেনী। না, স্বয়ং নানা সাহেবের কণিষ্ঠ ভ্রাতা রাও সাহেব।

নানা। রাও সাহেব ? হোসেনি খান্নম—

হোসেনী। তাকে ছাড়া এত বড় দায়ীত্ব আর কাকে দিতে পারেন মহারাজ ?

নানা। কিন্তু সেই সুরাপায়ী তরল মস্তিষ্ক যুবা—

হোসেনী। না, সে আর সুরাপান করেনা; সে অনুতপ্ত, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। সে দিন সুরাপানের নিমিত্ত আপনার নিকট তিরস্কৃত হয়ে রাওসাহেব মরমে মরে আছে। দেশ ত্যাগ করে যাবে বলছিল, আমি তাকে বুঝিয়ে রেখেছি—)

নানা। বল কি হোসেনি খান্নম, এও সত্য !

হোসেনী। আমার কথা কি আপনি অবিশ্বাস করেন মহারাজ ?

নানা। না হোসেনি খান্নম, (নারী জাতি সারল্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি জীবনে কখনো কোন নারীকে আমি অবিশ্বাস করিনি, তোমাকেও

করি না। (সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দিলেন) এই নাও আমার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়। (কিরকেকে) তোমরা যাত্রার আয়োজন কর, আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের সকল দায়ীত্ব নেবে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাওসাহেব।

কিরকে। Right—O—

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

হোসেনী। রাও সাহেব নানা সাহেবের প্রতিনিধি! তার অর্থ, এই দণ্ড হতে সমগ্র সিপাহীদল পরিচালিত হবে এই হোসেনি খানুমের ইঙ্গিতে।

(প্রমত্ত রাও সাহেবের প্রবেশ, সঙ্গে জাওলা প্রসাদ, টিকা সিং প্রভৃতি)

রাও। কি ইঙ্গিত কচ্ছ বাবা রাজ হংসী? তোমার নয়ন বাঁকা, তোমার চাউনি বাঁকা! মানুষ ছেড়ে এবার গাছ পালার সঙ্গে চোখ ইসারা চলছে নাকি?

হোসেনী। রাওসাহেব, বড্ড সুখবর আছে···

রাও। মাইরি? রোসো, ব্রাদার টিকা সিং, একটু ঢালো তো, আগে দুপাত্তর টেনে নিই।

হোসেনী। খুব তো মদ গিল্‌ছ, একটু আগে এলে ও কাপ্তেনী বেরিয়ে যেত।

রাও। কেন?

হোসেনী। নানা সাহেবের পা ছুঁয়ে দিব্যি গালতে হ'ত যে জীবনে আর মদ খাবেনা।

রাও। তা না হয় পা ছুঁয়েই দিব্যি করতুম—

হোসেনী। তবে খেতে কি করে?

রাও। না, দিব্যির ভয়ে এমন চীজ খাব না! মাইরি আর কি!

দাদার পা ছুঁয়ে দিব্যি গালতে হবে···তা বলে তাঁর পা ছুঁয়ে তো আর মদ গিলবো না! না হয়, শ্রীচরণ থেকে একটু তফাতে বসেই গিল্‌লুম; তাতে কি এমন শ্রীমদ্ভাগবতটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে! হুঁ—দেখি, ঢালো না ব্রাদার ভায়া, কি নাম যেন তোমার?

টিকা। টিকাসিং—

রাও। টিকাসিং! কুচ পরোয়া নেই ব্রাদার! ফিরিঙ্গীদের তাড়িয়ে স্বরাজটা নিয়ে আসতে পারলেই তোমায় একটা পরগণা লিখে দেব।

হোসেনী। পরগণা লিখে দেবার মালিক তুমি নাকি?

রাও। তবে কে?

হোসেনী। তোমার দাদা ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব—

রাও। হ্যাঁ, তাও তো বটে! না, দাদা সব দিক থেকে কেমন যেন বেগোড়বাই কর্চ্ছে! ফিরিঙ্গী তাড়িয়ে লাভই বা কি হবে? রাজ্যটা তো আর আমি পাব না।

হোসেনী। যদি পাও?

রাও। কি করে?

হোসেনী। আমি যদি তার ব্যবস্থা করি?

রাও। তার মানে ফাঁক বুঝে দাদাকে কাবার করবে···এই তো?

হোসেনী। রাও সাহেব—

রাও। মাপ্ করো বাবা সোনার বুলবুলি, দোসরা পিঞ্জরা দেখো। এ পিঁজরায় বসে আর ও গান নাই শোনালে—

হোসেনী। মূর্খ, নানা সাহেবের গায়ে আমরা হাত দেবনা। আমরা তোমায় রাজ্য দেব ফিরিঙ্গীদের বধ করে; বল, রাজী আছ?

রাও। তাতে তো খুব রাজী। কিন্তু বধ করবে কি করে? দাদা যে তাদের মুক্তি দিয়েছেন।

হোসেনী। মুক্তি পেলেও তারা এখনো এলাহাবাদ যায়নি—দল বেঁধে নৌকায় উঠ্‌ছে। এখন তাদের দণ্ড মুণ্ডের মালেক—

রাও। কে?

হোসেনী। এই দেখ—

রাও। একি! নানা সাহেবের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়! কোথায় পেলে বিবি?

হোসেনী। তোমার জন্যে চেয়ে নিয়েছি। তুমি এখন এ রাজ্যের প্রতিনিধি।

রাও। বটে! সাবাস্—সাবাস্ হোসেনি খানুম! টিকাসিং, জাওলা-প্রসাদ, ডাকো সব সিপাইদের; সবাইকে পেট পুরে মদ খাইয়ে দাও।

টিকা। চলে আয়—চলে আয় ভাই সব, কে কোথায় আছিস্ চ'লে আয়—

(সিপাইদের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে হুজুর!

হোসেনী। অপেক্ষা! ধন দৌলত, ভোজ্য পাণীয়···যে যা চাও সব পাবে; তার আগে তোমায় হুকুম নামা লিখে দিতে হবে।

রাও। কি হুকুম নামা?

হোসেনী। বলছি, সবাই এসো আমার সঙ্গে—

(টীকাসিং ও সিপাইগণের প্রস্থান)

বিলম্ব নয়, শীঘ্র এসো গঙ্গার সতীচৌর ঘাটে।

রাও। চলো। মা গঙ্গা, শুনেছি তুমি ইচ্ছাময়ী! তোমার সব জল-

গুলোকে অন্ততঃ আজকের মত দয়া করে সুরার নির্ঝরিণী করে দাও মা! সেই রাঙা জল পান করে, স্নান করে পাতকীর তাপিত দেহ জুড়িয়ে যাক্! মাগো পতিতপাবনী!

হোসেনী। ভয় নেই; আজ গঙ্গার জল রাঙাই দেখতে পাবে···টকটকে রাঙা! এসো—

[সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

(একটু পরে সন্তর্পণে লুনার প্রবেশ।)

লুনা। চলে গেল! কি বিভৎস মানুষ এরা! গঙ্গার জল রাঙা হবে কথাটা শুনে বুক কেঁপে ওঠে কেন? ওরা কি চায়—কি করবে ওরা? (নেপথ্যে গুলির শব্দ) একি বন্দুকের আওয়াজ—গঙ্গার দিকে! ঐ উন্মত্ত সিপাইরা ছুটছে! এই দিকে ছুটে আস্‌ছে! কি হবে! আজিম এখনো এলো না কেন? আজিম—আজিম—

(একদিক হইতে জেমিগ্রীন ও অন্যদিক হইতে আজিমের প্রবেশ)

আজি। লুনা!

জেমি। সর্ব্বনাশ হয়েছে বন্ধু! এলাহাবাদগামী য়ুরোপীয়ানদের মাঝ গঙ্গায় নৌকায় তুলে দিয়ে ওরা গুলি ক'রে বধ কর্চ্ছে—

আজি। সে কি!

লুনা। ওঃ! আজিম, এ কি হ'ল!

জেমি। শোনো বন্ধু,—আমি চেষ্টা করে দেখছি, যদি কোনো কৌশলে ওদের জীবন বাঁচাতে পারি। সাঁতার কেটে যারা বন্দী হয়েছে তাদের যদি···হাঁ, মনে পড়েছে···বিবিঘর···বিবিঘর!

আজি। বিবিঘর!

জেমি। হাঁ, হোসেনীকে অনুরোধ করব, তাদের আর কোথাও না রেখে

বিবিঘরে রাখতে। ও বাড়ীর অন্ধি সন্ধি আমার নখদর্পণে! আমি যাই,...পারতো হুইলার-কন্যাকে এই বেলা সরিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

আজি। আর অপেক্ষা নয় লুনা, শীঘ্র আমার সঙ্গে চলে এসো।

লুনা। চল, কোথায় নিয়ে যাবে চল।

(টিকাসিং জাওলাপ্রসাদ ইত্যাদির প্রবেশ।)

টিকা। আব কোথায় যাবে হুইলারের মেয়ে? তোমাদের কাউকে আমরা জ্যান্ত রাখব না।

আজি। একি! টিকাসিং! জাওলাপ্রসাদ! পথ ছাড়—

টিকা। আজিমুল্যা সাহেব! মাপ করবেন, বিবি হোসেনি খানুমের হুকুম নেই—

আজি। হোসেনি খানুম—হোসেনি খানুম! আমি হুকুম দিচ্ছি তোমাদের...পথ ছেড়ে দাও—

টিকা। মাফ করবেন স্যার, তা পারব না। আমরা ফিরিঙ্গীদেরও মারবো, এই বিবিকেও ধরে নিয়ে গিয়ে কোতল করব। এসো বিবি—

আজি। খবর্দ্দার—এখনো বল্‌ছি খবর্দ্দার শয়তান—

(হোসেনীর প্রবেশ)

হোসেনী। অপেক্ষা কর তোমরা।

আজি। হোসেনি খানুম!

হোসেনী। হ্যাঁ—আজিমুল্যা সাহেব, যে সব ফিরিঙ্গী সাঁতার কেটে পারে এসে ধরা পড়েছে তারা এবং ঐ হুইলারের কন্যা...এদের সবাইকে আমরা আপাততঃ জীবন ভিক্ষা দিতে পারি...এক সর্ত্তে—

আজি। কি সর্ত্ত?

হোসেনী। নানা সাহেব বিঠুর হতে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এদের সবাইকে আমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হবে কানপুরের বিবিঘরে।

আজি। উত্তম, তাই হোক্!

(হোসেনী ইসারা করিল ; দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

লুনা। আজিম—

আজি। যাও লুনা, সুদিনের অপেক্ষা কর। আমি নানা সাহেবকে সংবাদ দিতে বিঠুর যাচ্ছি ; নানা সাহেব ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বিবিঘরে অপেক্ষা কর।

[লুনা ও সিপাহীদের প্রস্থান।

হোসেনী। আজিমুল্যা সাহেব নিশ্চয় এই বিবিঘরে রাখবার ব্যবস্থায় খুব খুসী হয়েছেন ?

আজি। হ্যাঁ, তুমি ওস্তাদ খেলোয়াড়···তোমায় বহুৎ সেলাম।

হোসেনী। এ সেলাম আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য আপনার। কারণ আপনিই আমায় শিখিয়েছেন, ওস্তাদ খেলোয়াড়ের কাছে ঘোড়া, বোড়া, গোখরো সব সমান।

[প্রস্থান।

(সন্তর্পণে জেমিগ্রীনের প্রবেশ ; আজিমকে স্পর্শ করিল)

আজি। কে!

জেমি। চুপ—বন্ধু, ভয় নেই—সব ঠিক আছে। এসো আমার সঙ্গে।

তৃতীয় দৃশ্য।

[বিঠুর। নানা সাহেবের প্রাসাদ অলিন্দ। রাত্রিকাল—
নানা সাহেব ও গঙ্গাধর]

নানা। ভীষণ দুঃসংবাদ গঙ্গাধর, ভীষণ দুঃসংবাদ! ফতেপুর ও পাণ্ডু নদীর যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে।

গঙ্গা। পরাজয় হয়েছে!

নানা। সংবাদ পেলুম ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভেলক ও রেনড্ সম্মিলিত সেনা নিয়ে ফতেপুর ও পাণ্ডু নদীতীরে সিপাইদের আক্রমণ করেছিল। যুদ্ধে সেনাপতি রেনড্ নিহত; কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত জয় হয়েছে ঐ ফিরিঙ্গীদের! অর্দ্ধেক সিপাই আমার পাণ্ডুনদী তীরে নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে!

গঙ্গা। সত্যিই যদি তাই হয়, তাতে দুঃখ বা বিস্ময়ের কি আছে মহারাজ? এ পরাজয় সংবাদ শোনবার জন্যে আমাদের পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল।

নানা। গঙ্গাধর,—

গঙ্গা। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, নির্য্যাতিতকে রক্ষা করবার জন্যে···স্বদেশের হৃত-স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে আপনারা ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, সর্ব্বত্র আপনারা জয়ী হয়েছেন মহারাজ,—ইংরেজ কোম্পানীর রাজত্বের ভিত্তি আপনাদের মিলিত শক্তির চাপে থর থর ক'রে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনারা ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সেইক্ষণ হ'তে আপনাদের পরাজয় হ'য়ে উঠেছে অবশ্যম্ভাবী।

নানা। ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি ?

গঙ্গা। ক্ষমা করবেন মহারাজ, আপনার মন্দিরের পূজারী এই গঙ্গাধরকে আপনি পুত্রাধিক স্নেহ করেন···সেই অধিকারেই, সেই দাবী নিয়েই এ অপ্রিয় সত্য কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।

নানা। গঙ্গাধর !

গঙ্গা। আমাকে এবং আপনার কন্যা ময়না বাঈকে আপনি প্রতি মুহূর্ত্তে লুকোতে চেয়েছেন; কিন্তু তা বলে আপনি কি মনে করেন মহারাজ, যে সতীচৌর ঘাটের সেই নৃশংস, অমানুষিক নরহত্যার কথা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি! এত বড় পাপ···এ কি কখনো লুকোনো থাকে ?

নানা। কিন্তু তুমি তো জানো গঙ্গাধর, এ হত্যার জন্যে আমি দায়ী নই! আমি তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ পৌঁছে দেবার আয়োজন করে এসেছিলেম। কেমন করে বুঝবো যে, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, আমার সেনাদল এতখানি বর্ব্বরতার পরিচয় দেবে !

গঙ্গা। মহারাজ !

নানা। আমি তাদের শাস্তি দেব, এই মহাপাপে যারা লিপ্ত রয়েছে তাদের এক প্রাণীকেও আমি অব্যাহতি দেব না, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করব! তুমি ভেবো না গঙ্গাধর—

গঙ্গা। ভাবনা আমার সে জন্য নয় মহারাজ; ভাবনা এই যে, আপনারই নামে এই মহাপাতক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পাপ আপনাকে স্পর্শ করেছে, আপনার সমস্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে। তাই ভয় হয়, এই যুদ্ধের পরিণাম বড় ভয়াবহ···

আপনার জীবনের পরিণতি·· সেও বুঝি বড় অন্ধকার·· বড় অন্ধকার!

নানা। চুপ, অমন ক'রে বোলো না গঙ্গাধর! তোমার মুখে ও কথা শুনলে আমার প্রাণ আতঙ্কে শিউরে ওঠে! ঐ দুশ্চিন্তা আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে! অশ্রুমুখী রঘুকুললক্ষ্মীর অশ্রুধারা মোছাতে গিয়ে···আমি মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ এমন করে অপবিত্র করলুম··· এই দুশ্চিন্তা···এই দুর্ভাবনা আমায় উন্মাদ করে তুলেছে গঙ্গাধর··· উন্মাদ ক'রে তুলেছে—

(নেপথ্যে বলদেওএর গান)

নানা। কে! কে গান গাইছে?

গঙ্গা। বুঝি কোন পথচারী ভিখারী—

নানা। পথচারী! না, না, পথচারী নয়, আমি জানি···আমি জানি ওকে! ডেকে দাও···ওকে শীঘ্র এখানে পাঠিয়ে দাও—

গঙ্গা। যাচ্ছি মহারাজ—

[গঙ্গাধরের প্রস্থান।

নানা। আমার পরিচিত কণ্ঠ! পরিচিত সঙ্গীত! উন্মুখ যৌবনে ঐ সঙ্গীত সুধা বুঝি একদিন আমার সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হ'য়েছিল···ঐ সে আসে···এই দিকে আসে!

(বলদেওএর প্রবেশ)

বল। মহারাজ!

নানা। তুমি গান গাইছিলে সন্ন্যাসী? কি গান গাইছিলে আবার গাওতো?

(বলদেওএর গান)

নিয়ে যাও, নিযে যাও, রাখীবন্ধন মোর।
পরো চন্দন টিপ ভালে তরুণ-কিশোর॥
আলো ঝলমল প্রভাত তপন
তোমারে নমস্কার,
লহ লহ নতি হে বনস্পতি,
নমো নদী ক্ষীরধার,
মধুময়ী ক্ষিতি মধুর আকাশ
পরো মঙ্গল ডোর॥

নানা। সন্ন্যাসী, এ গান তুমি কোথায় শিখেছ? এ রাখীবন্ধন গাথা… এ যে আমার বড় আদরের বহিন্ ছবেলী…ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী-বাঈএর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল! এই গান গেয়ে বহিন্ আমারই হাতে পবিত্র রাখী বেঁধে দিয়েছিল। বল সন্ন্যাসী, তোমাকে কি রাণী লক্ষ্মীবাঈ এই গান শিখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?

বল। আমায় তিনি পাঠান্‌নি মহারাজ, আমি আজ মায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের সঙ্গী।

নানা। নিরুদ্দেশ যাত্রা পথ! কোথায় চলেছেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ… কোথায় তিনি?

বল। তিনি আপনারই দ্বারদেশে।

নানা। সেকি! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ আমাদের দ্বারে! আমি যাই, মহারাণীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসছি—

বল। আপনারা তাঁকে ঘরে আনতে পারবেন না মহারাজ! যদি পারি আমি পৌছে দেব তাঁকে মিনতি করে।

[প্রস্থান

নানা। মহারাণী! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ এই বিঠুরে এসে অপেক্ষা কর্চ্ছে নানা সাহেবের দ্বারদেশে! এমন অযাচিত…অপ্রত্যাশিত রূপে—

(লক্ষ্মীবাঈ ও দামোদরের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ভিখারী চিরদিনই অপ্রত্যাশিত রূপে দেখা দেয় মহারাজ! গৃহস্বামীর দয়ার প্রত্যাশায় তাকে চিরদিন দ্বারদেশেই অপেক্ষা করতে হয়।

নানা। একি বিচিত্র কথা শুনি আজ ঝান্সীর মহারাণীর মুখে!

লক্ষ্মী। মহারাণী নই ভাই! আজ আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত …সর্ব্বহারা ভিখারিণী—

নানা। সেকি বহিন্? তোমার অলৌকিক বীরত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্মিত, স্তম্ভিত! পৃষ্ঠে আলুলায়িত মুক্ত বেণী, পিধানে তীক্ষ্ণ-ধার তরবারি…তুরঙ্গ পৃষ্ঠে সাক্ষাৎ মহাশক্তি রূপা ঝান্সীর মহারাণী মূর্ত্তি…আজ দেবী প্রতিমার মত ভারতের গৃহে গৃহে পূজিত হচ্ছে। সেই তুমি আজ ফিরিঙ্গী কোম্পানীর কাছে পরাজিত! মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ, তোমার এ পরাজয়…এ যে রূপকথার চেয়েও অদ্ভুত মনে হয় বহিন্।

লক্ষ্মী। নিয়তির আবর্ত্তনে পড়ে মানুষের জীবন কথা অনেক সময় রূপ কথার চেয়েও অদ্ভুত হয় মহারাজ। দীর্ঘকাল মহাযুদ্ধের পর যে মুহূর্ত্তে শ্রান্ত, অবসন্ন ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যদল ঝান্সী অবরোধে ব্যর্থকাম হয়ে…ফিরে যাবার সঙ্কল্প করেছিল…ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দৈবচালিত মৃত্যুবাণের ন্যায় একটী অগ্নি গোলক এসে আমার অস্ত্রাগার ধ্বংস ক'রে দিল। আগুন লেগে সমস্ত গোলাবারুদ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

নানা। বহিন্!

লক্ষ্মী। শুধু অস্ত্রাগারে আগুন লাগেনি ভাই, আগুন জ্বলে উঠেছে বুঝি আমার অদৃষ্টাকাশ জুড়ে! নইলে, আমায় সাহায্য করতে এসে পথিমধ্যে শিবির ফেলে রণদুর্ম্মদ তাত্যাটোপী বিশ্রাম নেবে কেন?

নানা। তাত্যাটোপী! তাত্যাটোপী! দশ সহস্র সেনা সহ তাকে প্রেরণ করেছিলুম তোমায় সাহায্য করতে।

লক্ষ্মী। দশ সহস্র সেনা দূরে থাক, যদি একশত…মাত্র একশত বারুদ পিণ্ড পেতুম "ঘনগর্জ্জ" কামানের মুখে পুরে দিতে…তা হলে বোধ হয় সিপাহী বিদ্রোহ ইতিহাসের ঝান্সী অধ্যায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করত!

নানা। সে মহালগ্ন তো এখনো অতীত হয়নি বোন্! আবার আমরা সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ঝান্সী পুনরুদ্ধার করব। আপাততঃ আমার গৃহে চলো বোন্।

লক্ষ্মী। না মহারাজ, আর গৃহে নয়—

নানা। বহিন্—

লক্ষ্মী। গৃহ-ছায়ায় বিশ্রাম নেব বলেই কি আমি আমার সাধের ঝান্সী পরিত্যাগ ক'রে এসেছি? গৃহ বাসই যদি আমার অদৃষ্টে থাকবে তবে কি আমার গৃহপ্রাঙ্গণ আজ ফিরিঙ্গী বণিকের পদস্পর্শে কলঙ্কিত হয়? গৃহে নয়…আর গৃহে নয়। বলদেও—

(বলদেওর প্রবেশ)

বল। মা—

লক্ষ্মী। এগিয়ে চল বাবা—

দামো। মা—

লক্ষ্মী। কি বাবা?

দামো। আমি যে আর চলতে পাচ্ছিনে মা!

লক্ষ্মী। ছি বাবা…পথে নেমে ও কথা বলতে নেই। এসো—

দামো। কিন্তু মা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

লক্ষ্মী। দামোদর!

নানা। লক্ষ্মীবাঈ, এই অভুক্ত শিশু পুত্রকে নিয়ে তুমি এমন ক'রে চ'লে যাবে? (একি পাষাণ হৃদয় তোমার? না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।) ঝান্সীর মহারাজ দামোদর রাও আজ ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে—

লক্ষ্মী। দামোদর আর মহারাজ নয়, সে নেমে এসেছে তাদেরই মধ্যে… উপবাস যে জাতির ধর্ম্ম…অন্নপূর্ণার সন্তান হয়েও অন্নাভাবে মৃত্যু যে জাতির বিধিলিপি।

[প্রস্থান।

নানা। লক্ষ্মীবাঈ—লক্ষ্মীবাঈ—

[প্রস্থানোদ্যত।

(আজিমুল্যার প্রবেশ)

আজি। মহারাজ!

নানা। কে—একি, আজিমুল্যা!

আজি। ভয়ানক দুঃসংবাদ মহারাজ! বিবিঘরে বন্দী ইংরেজ নরনারীদের জীবন বুঝি বিপন্ন হয়!

নানা। কি করে?

আজি। হোসেনী খানুম প্রতি মুহূর্ত্তে ছল খুঁজছে, সেই বন্দীদের সর্ব্বনাশ সাধন করতে! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই সে তাদের বধ করবে।

নানা। বল কি আজিমুল্যা! সতীচৌর ঘাটে অমানুষিক হত্যার পর যারা অবশিষ্ট রইল…সেই সহায়হীন বন্দীদের উপর আবার অত্যাচার কর্ব্বে হোসেনী খানুম? না—না—আজিমুল্যা, অন্ত যে অপরাধই করুক…তবু হোসেনী খানুম রমণী!…রমণী জাতি কখনো এতখানি হৃদয়হীন হ'তে পারে না।

আজি। মহারাজ, এ নারী সে নারী নয়; এ নারী কাল-সর্পকেও হার মানায় তার ক্রূঢ় জিঘাংসায়। প্রকাশ্যে জেমিগ্রীনরূপে পরিচিত সেই বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ আলি লক্ষ্ণৌ হ'তে ফিরে এসেছে—বিবিঘরের সমস্ত গুপ্ত সন্ধান তার নখদর্পণে। তাই তাকে গোপনে বন্দীদের ওপর লক্ষ্য রাখার অনুরোধ জানিয়ে আমি এসেছি আপনাকে সতর্ক করতে।

নানা। আজিমুল্যা, তুমি বিবিঘরের দিকে যাও, বন্দীদের নিরাপত্তার দিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো। দেখো, যেন হোসেনি খানুম তাদের ওপর কোন উৎপীড়ণ করতে না পারে।

আজি। আপনি?

নানা। সেনাপতি হাবেলকএর বিপুল বাহিনী…কানপুরের দ্বারদেশে। আমি যাই হাবেলককে বাধা দিতে। যুদ্ধে জয় হোক, পরাজয় হোক…তার সঙ্গে বন্দীদের কোন সম্পর্ক নেই ভাই। তাদের সান্তনা দিয়ে বলো, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সর্ব্ব অবস্থাতেই বন্দী ইংরেজ নরনারীরা পাবে মুক্তি।

চতুর্থ দৃশ্য।

(বিবিঘর ; পার্শ্বস্থ বারান্দা। হোসেনী খানুম ও লুনা। লুনা পত্র লিখিতে ছিল, হোসেনী বলিয়া দিতেছিল।)

হোসেনী। কি লিখলে ?

লুনা। (পাঠ) আমার এই চলে যাবার জন্ত হোসেনি খানুম দায়ী নয়।

হোসেনী। হোসেনী খানুম দায়ী নয় ! ঠিক হয়েছে। এইবার লেখ, "আমি যখন বুঝতে পারলুম, আমার চাইতে হোসেনী খানুম তোমায় লক্ষগুণ বেশী ভালবাসে,"...মুখের পানে তাকাচ্ছ কেন ? লেখ...

লুনা। হোসেনী খানুম তোমায় লক্ষগুণ বেশী ভালবাসে—

হোসেনী। আমি স্বেচ্ছায় তখন পথ হতে সরে দাঁড়ালুম।

লুনা। ·· সরে দাঁড়ালুম—

হোসেনী। কচ্ছ কি ! চোখের জলে চিঠির হরফগুলো আব্‌ছা হয়ে গেল যে ! আজিমুল্যা পড়তে পারবে না—

লুনা। (চোখ মুছিল) ঠিক আছে ; এইবার বল—

হোসেনী। লেখ,—আমায় তুমি খুঁজো না, তোমার সঙ্গে আমার ভালবাসা হল না। কারণ আমি যীশুখৃষ্টের নামে শপথ করে মেজর কিরকের নিকট আত্মদান করেছি।

লুনা। Ah ! Stop ! Stop ! Hold ! Hold !

হোসেনী। কি হল ! মঙ্গল চাও তো, যা বল্‌ছি এখনি লেখ।

লুনা। না, কিছুতে নয়—

হোসেনী। আবার সে ঔদ্ধত্য! মনে রেখো, এখন তুমি সম্পূর্ণ ভাবে আমার অধীন। এ পত্র না লিখলে তোমায় মুক্তি তো দেবই না··· সেই সঙ্গে তুমি একা নও, সমস্ত বন্দী ফিরিঙ্গী নর নারীর জীবন বিপন্ন হবে।

লুনা। অদৃষ্টে যা হবার হোক, আমি নিরুপায়।

হোসেনী। ভেবে দেখ—এখনো ভেবে দেখো—

লুনা। কি ভাব্‌ব! এতবড় মিথ্যাকথা আমি জীবন বাঁচাবার জন্তে লিখব? মেজর কিরকে নির্ব্বোধ; তাই তাকে স্নেহ দিয়েছি, প্রীতি দিয়েছি, · কিন্তু আমার মনের ভালবাসা বলে যে বস্তু— তার একমাত্র অধিকারী আজিমুল্যা। হোসেনি খানুম, তুমিও রমণী, অথচ এ কথাটি বুঝলে না যে জামা জুতো থেকে আরম্ভ করে মণি, মুক্তা, হীরে, জহরৎ, এমন কি রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত ভাগ ক'রে নেওয়া চলে, কিন্তু নারীর ভালবাসা কখনও দু'জনকে ভাগ করা যায় না।

হোসেনী। মিথ্যে হোক্, সত্য হোক্, তবু এ কথা তোমায় লিখতেই হবে। এই পত্র রচনার ওপর নির্ভর কচ্ছে তোমাদের সকলের ভবিষ্যৎ; ঐ চিঠিখানি লিখে আমার হাতে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে উপযুক্ত দেহরক্ষী দিয়ে তোমায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেব।

লুনা। তোমার দেওয়া মুক্তি আমি চাইনে হোসেনি খানুম!

হোসেনী। মুক্তি চাওনা?

লুনা। না, তুমি শয়তানী; এতবড় মিথ্যাচারের পরিবর্ত্তে তুমি আমায় যে মুক্তি দিতে চাইছ···তাকে আমি কি ভাবে গ্রহণ করব জান?

হোসেনী। কি ভাবে?

লুনা। (চিঠি ছিঁড়িয়া পায়ের তলায় দলিত করিয়া)···ঠিক এই ভাবে।

হোসেনী। উত্তম, তা হ'লে প্রস্তুত হও হুইলার-কন্যা! নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে একবার ভাল করে আজিমুল্যার চাঁদমুখখানা স্মরণ করে নাও—

[প্রস্থান।

লুনা। দুনিয়া থেকে বিদায় নেব! এ কথা ভাবতে মন খারাপ হবে কেন? এ তো জানা কথা! আজ আমি যাচ্ছি, পাশের ঘরে যারা রয়েছে, কাল হয়তো তারা যাবে। এ শয়তানীর হাতে কারুর রেহাই নাই। যাবো দুঃখ নেই, যাবার আগে একবার যদি—

(সন্তর্পণে—জেমিগ্রীনের প্রবেশ)

জেমি। বিবি সাহেবা!

লুনা। একি! জেমিগ্রীন! তুমি আমায় কৌশলে মুক্ত করবে ব'লেছিলে—কিন্তু···

জেমি। তোমায় মুক্ত করবার ব্যবস্থা তো করে রেখেছিলুম···কিন্তু তোমার নাগাল পেলুম না। হোসেনী খানুম তোমায় আগলাচ্ছিল। সাম্‌নে দেখ্‌লুম মেজর কিরকে···তাই তাকেই এখান থেকে চালান ক'রে দিলুম।

লুনা। কি করে?

জেমি। শোন বল্‌ছি,—গঙ্গার খালের উত্তর দিকে এই বাড়ীটি তৈরী করান্ এক ফিরিঙ্গী কেরাণী! এই বাড়ীতে তাঁর গুপ্ত-প্রণয়িনী থাক্‌তো; তাই একে বলে সবাই বিবিঘর। এই বাড়ীর নক্‌সা আমিই করে দিই।

লুনা। তুমি!

জেমি। শুনে যাও, কথা কয়ো না; সাহেব ছিল বড় সন্দিগ্ধ প্রকৃতির। অন্য কেউ বিবির সঙ্গে আস্‌নাই কর্চ্ছে কিনা দেখবার জন্যে একটা গুপ্ত সুড়ঙ্গ তৈরী করিয়ে নিয়েছিল; সেই পথে কিরকে সাহেবকে মুক্তি দিয়েছি। এই গৃহের নীচে আর একটা বন্দীশালা আছে। ভীষণ অন্ধকার, পাথরের ঘর। সুইচ্ টিপ্‌লে মাটীতে গহ্বর বেরিয়ে পড়বে।

লুনা। কোথায়! কোথায় সে সুইচ্?

জেমি। আস্তে! হোসেনী খানুম, টিকাসিং ওরা কেউ এ বাড়ীর অন্ধি সন্ধি জানে না! আস্তে কথা বল…শুনতে পাবে! সব আছে, ব্যস্ত হয়ো না।

লুনা। জেমিগ্রীন!

জেমি। শোনো, হোসেনী খানুম তোমায় আজই হত্যা করবার আয়োজন করেছে—

লুনা। কিন্তু সে আমায় একটু আগে মুক্তি দিতে চেয়েছিল!

জেমি। ও সব মিথ্যে কথা। কোন রকমে তোমার কাছ থেকে চিঠিখানা হাত করতে পারলেই তোমায় মেরে লাশ লুকিয়ে ফেল্‌তো…আর নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করত, বল্‌তো যে তুমি মুক্তি পেয়ে চলে গেছ—

লুনা। জেমিগ্রীন!

জেমি। সুবেদার টিকাসিং আমায় খুব বিশ্বাস করে; আর তা ছাড়া, তাকে এক ডজন বিলিতি মদ ভেট দিয়ে কথা বার করে নিয়েছি। এদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র!

লুনা। ষড়যন্ত্র!

জেমি। হোসেনী খানুম এখানে আসবে···তোমায় কোন রকমে ভুলিয়ে ঐ চেয়ারটাতে বসাতে। ওখানে বসিয়ে এক সাঙ্কেতিক শব্দ করবে। সঙ্গে সঙ্গেই পাচীলের ওধার থেকে টিকাসিং রেশমী ফাঁস ফেলে দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে দেবে! আর নিঃশ্বাস নিতে পারবে না, দম বন্ধ হয়ে যাবে—রক্ত চলাচল সব থেমে গিয়ে সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে যাবে। এমনি করে তিলে তিলে তুমি নির্ম্মম মৃত্যুর কোলে—

লুনা। Oh! Horrible! Jemigreen! Jemigreen!

জেমি। হাঃ হাঃ হাঃ—

(হোসেনীর প্রবেশ)

হোসেনী। জেমিগ্রীন! জেমিগ্রীন! এখানে কি কর্চ্ছিলে তুমি!

জেমি। মৃত্যুর রূপ বর্ণনা কর্চ্ছিলুম! বুঝলে হুইলারের কন্যা, যে মৃত্যুর বর্ণনা শুনে শিউরে উঠেছিলে, সে মৃত্যু যদি নারী হয়···তা হলে তার মূর্ত্তি এই— (হোসেনীকে দেখাইয়া দিল)

হোসেনী। আর সে মূর্ত্তি যদি নারী না হয়ে...নর হয়?

জেমি। (হোসেনীর সামনে গিয়া তাহার পানে চাহিয়া) তা হলে সে মৃত্যু এই।

হোসেনী। (সভয়ে) জেমিগ্রীন! জেমিগ্রীন!

জেমি। হাঃ হাঃ হাঃ

(জেমিগ্রীন হাসিয়া উঠিল)

হোসেনী। তুমি কি আজ উন্মাদ হয়েছ! তোমার একি অট্টহাসি! একি ভয়াবহ মূর্ত্তি!

জেমি। ও—তা হলে হোসেনি খানুমের মনেও ভয় বলে পদার্থ আছে! যাও

সাহেব কিন্তু বলেন···ওতে না আছে ভয়, না আছে বিস্ময়···একে বারে নিরেট Solid পাথরের Statue !

হোসেনী। (ক্রুদ্ধ হইয়া) জেমিগ্রীন, ইয়াদ রাখো, তুম মেরা নোকর—

জেমি। সেলাম পৌছে বিবিজান! কি করবো, ওরা খানিকটা মদ খাইয়ে দিয়েছে···তাই হয়ত একটু বেচাল হ'য়ে পড়েছিলুম। মেহেরবাণী করে মাপ কর বিবিজান—

হোসেনী। তুমি আমার কাছে বোবা ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে, আমার নোকরী করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিলে। আমায় এসে কাকুতি মিনতি জানালে, মনে দয়া হ'ল, তাই তোমায় বিশ্বাস করে আবার নোকরীতে বাহাল করলুম; কিন্তু বল্‌তে পার—আমার কাছে এত দিন বোবা পরিচয় দেবার অর্থ ?

জেমি। কি করব হুজুরাইন,···একবার কলকাতায় গিয়ে বাঙালী বাবুদের কাছে একটা কথা শিখে এসেছি···নিমতলা ঘাট কোথায় তাও জানি, কাশীমিত্তিরের ঘাট কোথায় তাও জানি। কিন্তু কি করব···মরে আছি যে···তাই বোবা সেজে থাক্‌তে হয়।

হোসেনী। তার মানে ?

জেমি। মানে কিছু নেই, আজ একটু বেশী করে মদ খেয়ে ফেলেছি কিনা···তাই আবোল তাবোল বকি।

হোসেনী। জেমিগ্রীন, তোমায় আর আমার বিশ্বাস নেই···মনে হচ্ছে, তুমি আমার শত্রু। তোমায় আমি শৃঙ্খলিত করে রাখব।

জেমি। আমার উপর বিশ্বাস হয় কি করে ?

হোসেনী। আর হোতে পারে না—

জেমি। পারে, যদি আমি এক কাজ করি।

হোসেনী। কি ?

জেমি। এই হুইলার-কন্যাকে হত্যা করি।

হোসেনী। জেমিগ্রীন—

লুনা। জেমিগ্রীন—

জেমি। (হোসেনীকে) আমি তোমার নোকর। তোমার কাছে বিশ্বাস হারাবার চেয়ে মৃত্যুই আমার কাম্য। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে চাই—হ্যাঁ, ওই হুইলার কন্যাকে নিজের হাতে বধ করে তোমার প্রীতি অর্জ্জন করতে চাই।

হোসেনী। পারবে একে বধ করতে ?

জেমি। পারব।

হোসেনী। কিন্তু বাইরের কেউ টের পাবেনা…এমন ভাবে—

জেমি। হ্যাঁ, য়ুরোপ হ'তে ফেরবার পথে কনষ্টান্টিনোপলে এক যাদুকরের কাছে এ মৃত্যুবাণ শিখেছি। নিঃশব্দে মারবো, কেউ জানবে না—শুধু আমি…আর…আর একজন।

হোসেনী। বেশ, বধ কর তবে।

জেমি। কিন্তু তোমায় একটু বাইরে যেতে হবে—

হোসেনী। কেন ?

জেমি। চোখের সামনে সে দৃশ্য সইতে পারবে না। পায়ের নীচে মাটী শুদ্ধ থর থর করে কেঁপে উঠবে! মনে হবে, বুঝি অন্ধকার রসাতলে নেমে যাচ্ছ—

হোসেনী। হোক্…তবু আমি দেখব।

জেমি। বেশ, তবে বসো। কোথায় বসবে ? ঐ চেয়ারে ?

হোসেনী। না, ও চেয়ার রাখা হয়েছে বিশেষ করে হুইলার কন্যার জন্যে। আমি বস্‌ছি এখানে—

জেমি। আরও সামনে এগিয়ে এসো। চোখের সামনে মৃত্যু দেখ।

(সন্তর্পণে লক্ষ্য করিল ; যে স্থানে গুপ্তকক্ষের উপরিভাগ, ঠিক সেখানে চেয়ার আগাইয়া আনিল, হোসেনী বসিল)

জেমি। তুমি আমার পাশে এসো হুইলার কন্যা। কোন ভয় নেই ; এ মৃত্যুতে বড় আনন্দ। (লুনাকে পার্শে লইল)

হোসেনী। জেমিগ্রীন, তোমার কথা যেন হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে !

জেমি। হেঁয়ালীর এখনি সমাধান হবে। এইবার আমার পানে স্থির দৃষ্টে তাকাও। এই দেখ, এ মৃত্যু কত আনন্দের···

(সুইচ টিপিল। চেয়ার শুদ্ধ হোসেনী নীচে নামিতে লাগিল)

হোসেনী। একি ! সব দুলছে কেন ? মনে হচ্ছে নীচে নেমে যাচ্ছি !

জেমি। মরণের দোলায় দুল্‌ছ হোসেনী, মরণের দোলা—

(হোসেনী নীচে নামিয়া গেল ; নিম্ন হইতে আর্ত্তনাদ করিল)

হোসেনী। ওঃ ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র ! (ভিত্তিগাত্র আবার পূর্ব্ববৎ জুড়িয়া গেল)

জেমি ! এই পালাবার সুযোগ, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল—

(জাওলাপ্রসাদের প্রবেশ)

জাওলা। কোথায় পালাবে বিশ্বাস ঘাতক ! (গুলি করিল। সঙ্গে সঙ্গে জেমি শুইয়া পড়িল। মৃত ভাবিয়া জাওলা প্রসাদ তাহার কাছে গেল।) এক গুলিতে খতম ! শত্রুর চর, দেখি পকেটে কি আছে।

লুনা। ওঃ ! জেমিগ্রীন—

জাওলা। জেমিগ্রীন কাবার ··জাওলা প্রসাদের লক্ষ্য ভুল হয় না।

(জেমি শায়িত অবস্থায় তাহার কেস হইতে পিস্তল তুলিয়া লইল)

জাওলা। একি !

জেমি। চুপ ! বন্ধু, মন খারাপ করো না, তোমার লক্ষ্য ভুল হয়নি,

ঠিক লেগেছে! তবে আমার গায়ে নয়, ওই ওখানে দেয়ালে… বেশ খানিকটা চুণ বালি খসিয়ে দিয়েছ।

জাওলা। জেমিগ্রীন! আমি সত্যই লজ্জিত।

জেমি। কারণ, তোমার রিভলভারটি এখন আমার হাতে। এখন, কি করবে?

জাওলা। আমি কিছু করব না, তুমি আমায় মুক্তি দাও।

জেমি। মুক্তি দিতে পারি, এক সর্ত্তে—

জাওলা। কি সর্ত্তে?

জেমি। বোসো বল্‌ছি।

জাওলা। তুমি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ, বসবো কোথায়?

জেমি। ঐ চেয়ারে।

(লুনার জন্য যে চেয়ার রাখা হইয়াছিল জাওলাপ্রসাদকে সেই চেয়ারে বসাইয়া দিল)

জাওলা। বল—

জেমি। তোমায় আমি মুক্তি দিতে চাই ঠিক তেমনি করে, যে ভাবে এ হুইলার সাহেবের কন্যাকে হোসেনী খানুম মুক্তি দিতে চেয়েছিল, ঠিক সেই উপায়ে।

জাওলা। কি উপায়ে?

জেমি। ওঃ তুমি জান না! কিন্তু টিকাসিং জানে; সে পাচীলের ওধারে অপেক্ষা কর্চ্ছে। এই সাঙ্কেতিক ধ্বনি শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই চির মুক্তির অপূর্ব্ব বন্ধন—

(সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে রেশমী ফাঁস আসিয়া জাওলাপ্রসাদের গলায় পড়িল। সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল)

জেমি। আর নয়, শত্রু এসে পড়বে, পালিয়ে এস, গুপ্ত সুড়ঙ্গ—

[উভয়ের প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে টিকাসিং ও সিপাইদের প্রবেশ)

টিকা। (দুশমনি কাবার। এইবার লাশটা কোন উপায়ে···(রজ্জুবদ্ধ জাওলাপ্রসাদকে দেখিয়া)··)একি, এতো হুইলার কন্যা নয়! কে এ! কাকে বধ করলুম? সর্ব্বনাশ...জাওলাপ্রসাদ! (নেপথ্যে ভেরিধ্বনি) ভেরিধ্বনি কেন?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব আসছেন বন্দীদের মুক্তি দিতে।

টিকা। নানা সাহেব! ফিরিঙ্গীদের মুক্তি! (বন্ধুগণ! আমাদের এত পরিশ্রম সব আজ ব্যর্থ হ'তে চলেছে। নানা সাহেব চান বন্দীদের মুক্তি দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হতে! তোমরা এ সন্ধি নীরবে মেনে নেবে?

১ম। না, আমরা মানব না।

টিকা। তা হ'লে শোন ভাই সব, সতীচৌর ঘাটে ফিরিঙ্গী হত্যার প্রতিশোধ নানা সাহেব আজ আমাদের ওপর নেবে। আমরা তো মরেইছি, মরবার আগে...এসো, ওই বন্দীদের সঙ্গীনের ঘায়ে শেষ ক'রে দিই।

১ম। সেনাপতি টিকাসিং! বন্দীদের অপরাধ?

টিকা। বুঝছ না? মেজর কিরকে উধাও, হুইলার কন্যা উধাও, এদের পলায়ন ব্যাপারে নিশ্চই এই বন্দীদের যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া, ওরাই প্রতারিত করে, জাওলাপ্রসাদকে এমন ভাবে বধ করিয়েছে—

১ম। তার প্রমাণ!

টিকা। আঃ তর্ক করোনা; ঐ নানা সাহেবের রণবাদ্য নিকটবর্ত্তী, হয়

তো তারা এখনি এসে পড়বে! সৈনিকগণ, আমি হোসেনি খানুমের আদেশ তোমাদের কাছে জ্ঞাপন কর্চ্ছি...বন্দীদের তোমরা হত্যা করবে কি না—

১ম। না, আমরা কষাইয়ের কাজ করব না।

টিকা। কষাই! হাঁ, ঠিক বলেছ...কষাই! কষাই এনে রেখেছি ভুলে গিয়েছিলুম! এ কাজ কষাই দিয়েই সম্পূর্ণ করব।

[প্রস্থান।

১ম। সর্ব্বনাশ! এরা কিছুতেই বন্দী নারী ও শিশুদের অব্যাহতি দিল না! এদের হত্যা করবার জন্যে কষাই পর্য্যন্ত এনে রেখেছে! ঐ গুলির আওয়াজ···ঐ আর্ত্তনাদ উঠল! ওঃ, বন্দুকের গুলিতে সঙ্গীনের ঘায়ে...অসহায় বন্দীরা একি নির্ম্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে!

২য়। ঐ—ঐ বুঝি নানা সাহেব এসে পড়েছেন!

১ম। আর নয়...আর এখানে নয়...আমরা পালিয়ে যাই, এসো—

[প্রস্থান।

(নানা সাহেব, তাত্যাটোপী ও মেজর কিরকের প্রবেশ)

নানা। একি! বিবিঘরে এ আর্ত্তনাদ কিসের! তাত্যাটোপী—

তাত্যা। বোধ হয় মহারাজের আগমনে বন্দীরা আরও কঠিনতর শাস্তির আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েছে। তাই আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে।

নানা। শাস্তি! মেজর কিরকে, সৌভাগ্য ক্রমে তুমি পূর্ব্বাহ্নে মুক্তি পেয়ে ইংরেজ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তুমি দূতরূপে আমার কাছে প্রেরিত হয়েছিলে; তাই তোমায় সঙ্গে নিয়ে এলুম। এবার যাও,

তোমার স্বদেশীয় মাতা, ভগ্নী ও বালক, বৃদ্ধদের আমি সসম্মানে মুক্তি দান কল্লু'ম। তাদের নিয়ে ইংরেজ শিবিরে ফিরে যাও।

কিরকে। So kind of you Dhundhupanto Nana Shaheb !

(ভিতরে গেল)

নানা। তাত্যাটোপী—

তাত্যা। মহারাজ !

নানা। আজ আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম ! ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মুখীন হয়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে সতিচৌর ঘাটের নরহত্যার স্মৃতি আমায় এমন চঞ্চল করে তুলেছে যে দৃঢ় মুষ্টিতে তরবারি ধরবার শক্তি পাইনি। আজ বিবি ঘরের বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিয়ে আমি যেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়—

(কিরকের প্রবেশ)

এ কি ! মেজর কিরকে, একা ফিরে এলে ! তোমার স্বদেশীয়গণ কোথায় ?

কিরকে। Look here Nana Shaheb, here they are !

(হাতের রক্ত দেখাইল)

(তাত্যাটোপী বিবিঘরের ভিতরে গেল)

নানা। মেজর কিরকে !

কিরকে। There flows the ocean of blood—হাঁ, বিবি ঘরে রক্তের সাগর বহিটেছে। হামি কেবল হাতের মুঠিতে এইটুকু আনিয়াছে। দেখো নানা সাহেব, তোমার কীর্ত্তি দেখো।

নানা। তুমি এসব কি বলছ মেজর কিরকে ! তবে কি—তবে কি বন্দীরা সব নিহত ?

(তাত্যার প্রবেশ)

তাত্যা। নিহত! বালক, বৃদ্ধ, রমণী···সকলে নির্ম্মম ভাবে নিহত!

নানা। তাত্যাটোপী—

তাত্যা। জীবনে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য কেউ কখনো কল্পনা করেনি মহারাজ! আসুন, একবার দেখবেন আসুন—

নানা। থাক্—তাত্যাটোপী! জানি, এ কার্য্য যেই করুক, তবু···তবু এ অপরাধের জন্য আমিই দায়ী। হয়তো এর শাস্তি এক দিন আমাকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবু···তবু আর নয় তাত্যাটোপী, এ দৃশ্য চোখে দেখতে পারব না। যাও, শীঘ্র মৃত-দেহগুলির সমাধির ব্যবস্থা কর···বিবিঘরের রক্ত স্রোত গঙ্গাজলে ধৌত কর। যাও।

কিরকে। Stop! Stop there you Tantia Topi! তুমি ও ঘরে যাবে না।

তাত্যা। পথ ছাড় সাহেব, আমি এই বীভৎস রক্ত···কর্দ্দম পরিস্কার করিয়ে আসি।

কিরকে। No—টুমি নয়। টোমাদের কাজ শেষ হইয়াছে; এখন চলিয়া যাও। উহা কিরূপে সাফা করিটে হইবে, সে আংরেজ লোক উট্টম রূপে জানে!

নানা। কি ক'রে পরিস্কার করবে?

কিরকে। কি উপায়ে সাফা করিবে? Then listen নানা সাহেব, listen তাত্যাটোপী, আংরেজ লোকের প্রতিজ্ঞা শোন; বিবিঘরের এই তিনশো আংরেজের জীবনের মূল্য সমস্ট কানপুরকে ডিটে হইবে। কানপুরের men, women, children এক প্রাণীকে হামরা জীবিট রাখিবে না।

নানা। মেজর ফিরকে!

ফিরকে। বিবিঘরের রক্ত সাফা করিবে? হাঁ, ওই রক্ত কানপুরবাসী সাফা করিবে। সমস্ত বিবিঘরের Floor হামি লোক inch by inch ইঞ্চি মাপিয়া ভাগ করিয়া ডিবে...আর সমস্ত কানপুরবাসীকে সেই রক্ত জিহবায় চাটিয়া সাফা করিটে হইবে।

নানা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সাহেব, প্রতিহিংসায় ক্ষীপ্ত হ'য়ে তোমরা এত বড় অমানুষের ন্যায় কাজ করো না!

ফিরকে। What! অমানুষ! যাহারা এই হট্টাকাণ্ড করিল উহারা কিরূপ মানুষ নানা সাহেব?

নানা। আমরা মানুষ নই মেজর ফিরকে! মনুষ্যত্ব আমরা বহুদিন হারিয়েছি। মনুষ্যত্ব যদি থাক্‌তো আমাদের, তা হ'লে কি সাধ্য ছিল সমুদ্রপারের মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গী বেনিয়ার, যে···এই ত্রিংশকোটী মানুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এসে···ত্রিংশকোটী ভারতবাসীকে রক্ত-চক্ষে শাসন করে! আমরা মানুষ নই, মানুষ হ'লে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণেরও প্রয়োজন হ'ত না; ভারতের ত্রিংশকোটী হিন্দু মুশলমানের মিলিত কণ্ঠের ভৈরব হুঙ্কারে বেনিয়া কোম্পানীর লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ত।

ফিরকে। Nana Shaheb!

নানা। আমাদের কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তোমরা সুসভ্য স্বাধীন জাতি, তোমাদের একি মতিভ্রম! কানপুর হতে কানপুরবাসীকে নির্ম্মূল করবে? ভারতবর্ষকে শাসন কর্ত্তে চাও, ভারতবাসীকে নিঃশেষ করে?

ফিরকে। We are helpless! ভারতবাসী যে আগুণ জ্বালাইল, ভারতবাসীকে উহার প্রতিফল হামরা দিবে।

নানা। সাহেব, এ সর্ব্বনাশা সঙ্কল্প তোমরা পরিত্যাগ করো। নইলে জেনো, তোমাদের এই দুর্ব্বুদ্ধির ফলেই ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্বের হবে—চির অবসান।

কিরকে। রাজ্য যদি কোম্পানীকে হারাইটে হয়, টবু বিদ্রোহী ভারত-বাসীদের হামরা শিক্ষা দিয়া যাইবে। এমন কীর্টি রাখিয়া যাইবে—

নানা। হ্যাঁ, কীর্ত্তিই রেখে যাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী! সে কীর্ত্তি শৌর্য্য নয়, বীরত্ব নয়, মানবতাও নয়; মদমত্ত স্বেচ্ছাচারের অবসানে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে …তখন পিছনে এই ভারতবর্ষে তাদের কীর্ত্তিস্বরূপ থাক্‌বে—

কিরকে। What! কি থাকিবে?

নানা। কালা আদমীর মুখের কথা নয় সাহেব, তোমাদের শ্বেত-পুরুষ কাপ্টেন ক্রুসের বাণী—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শতবর্ষ রাজত্বের—কীর্ত্তিস্বরূপ থাকবে, শুধু কতকগুলো ভাঙ্গা মদের বোতল…আর সেই ভাঙ্গা বোতলের ছিপি।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(কলিকাতার গোলদিঘী। ওপারে কলিকাতার সিনেট হাউস দেখা যাইতেছে। পশ্চিমা ষ্ট্রীট সিঙ্গারের দল…তরুণী নাচিতেছে, সঙ্গী হারমোনিয়ম বাজাইতেছে—দর্শকগণ ভীড় জমাইয়াছে। কেহ পয়সা দিতেছে, কেহ ফাঁক বুঝিয়া সরিয়া পড়িতেছে)

ষ্ট্রীট সিঙ্গারদের গান

বাবু সেলাম, বাবু সেলাম, বাবু সেলাম।
দেহ্‌লী হতে আমরা দু'জন কলকাতায় এলাম॥
অনেকখানি পায়দল চলি, বাবু গো, তক্‌লিফ্‌ হল ভারী;
রাণীগঞ্জ হ'তে এলাম, বাবু গো, হাওয়াগাড়ী চড়ি।
বেজায় সরম আমার "বহুর" উঁকি ঝুঁকি চায়,
মুচ্‌কি হেসে মোটা পিরান্‌ তুলে নিল গায়।
ভুখা বড় জ্বালা গো বাবু, ভুখা বড় জ্বালা;
লজ্জা সরম সবকে ভুখা বলে পালা পালা।
ভুখার দায়ে তোমার পায়ে সেলাম দিতে এলাম,
পয়সা সিকি যা দাও বাবু, আমরা বাঁদী গোলাম॥
বাবু সেলাম, সেলাম॥

[ষ্ট্রীট সিঙ্গারদের প্রস্থান।

(হকারদের প্রবেশ)

১ম হকার। চাই হিন্দু পেট্রিয়ট! ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া! টাট্‌কা তাজা খবর। বাবু গরম—গরম—

[প্রস্থান।

২য়। দৈনিক হরকরা। সমাচার চন্দ্রিকা। জোর খবর বাবু,—জোর খবর। "নানাসাহেব পালিয়ে গেল, ঝান্সীর রাণী গোয়ালিয়র নিল। জোর খবর…দৈনিক হরকরা।"

(বালক গিরিশচন্দ্রের প্রবেশ)

গিরিশ। এই কাগজওয়ালা,—একখানা দৈনিক হরকরা দেখি—

(কাগজ লইয়া পয়সা দিলেন, হকার চলিয়া গেল, বেঞ্চিতে বসিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলেন। একটু পরে শরচ্চন্দ্র ও পূর্ব্ব-পরিচিত বৃদ্ধ রাইমোহনের প্রবেশ)

রাই। যা বলেছ ভায়া, ওঃ কি বিভ্রাট! এই সিপাইদের ভয়ে কলকাতার ফিরিঙ্গী গুলো তো জাঁতাকলে ইঁন্দুরের মত ছুটো-ছুটি কর্চ্ছে; সর্ব্বদা ভয়, সেপাইরা কখন আসে…কখন আসে। না, এ রকম করে ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকাও দায়। তার চেয়ে এক কাজ কর দিকিনি ভায়া!

শর। কি বলুন?

রাই। রাত দিন কেবল লড়াইএর কথা—আর লড়াই এর আলোচনা… শুনে শুনে ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে গেলুম। তার চাইতে বরং একটু মুখ পাল্টান যাক। মানে, একটু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা—

শর। আমিও তাই ভাবছিলুম, আমাদের বাড়ীতে আর একবার অভিনয়ের আয়োজন করে ফেলি। কি বলেন?

রাই। উত্তম প্রস্তাব।

শর। দেখুন, চড়কডাঙ্গায় রামজয় বসাকের বাড়ীতে "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকখানির অভিনয় শুনতে পাই, বেশ জমেছে। ঐ নাটক-

থানাই না হয় আর একবার আমাদের বাড়ীতে লাগিয়ে দিই···
কি বলেন ?

রাই। উহুঁ উহুঁ···নৃত্যগীত চাই ; "শকুন্তলা" নাটকখানাই আর একবার লাগিয়ে দাও। বেশ নাচ গান আছে, খুব জমবে।

গিরিশ। (উঠিয়া আসিয়া) মাফ্ করবেন, কথা না বলে পারলুম না! দেখুন, আজ দেশের যা অবস্থা তাতে কেবল নাচ গান নিয়ে মেতে থাক্‌লেই চলবে না।

রাই। কে হে ছোকরা ?

শর। তোমার নাম কি ?

গিরিশ। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ—

শর। বাড়ী—

গিরিশ। বাগবাজার—

রাই। বাগবাজারের কোথায় হে ?

গিরিশ। বোস্ পাড়া লেন।

রাই। হুঁ, তুমি কি বল্‌তে চাইছ ?

গিরিশ। আমি বল্‌তে চাইছি, কেবল নাচ গান, আর আমোদ আহ্লাদের জন্য আজ নাটক অভিনয়ের প্রয়োজন আমাদের নেই। দুর্ভাগা দেশ যখন পরপদানত হয়ে আর্ত্তনাদ করে··· তখন চাই এমনি নাটকের অভিনয়···যা দেখে ঘুমন্ত জাতি জেগে ওঠে।

রাই। কিসে নাটক ? যথা ?

গিরিশ। রাজর্ষি অশোক, ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসেম, কত নাম করব ? এদেশে কি দেশপ্রেমিক, বীর সাধক চরিত্রের অভাব আছে ?

রাই। সবই তো বুঝলুম, কিন্তু সে নাটক গুলো পাই কোথায়?

গিরিশ। কেন? আপনারা লিখিয়ে নিন?

রাই। বাঃ বাঃ বাঃ, বেড়ে বলেছ ছোকরা! "লিখিয়ে নিন!" লেখাটা কি অতই সহজ? কে লিখবে বাক্যিবাগীশ, তুমি নাকি? অ্যাঁ! হাঃ হাঃ হাঃ—

গিরিশ। পরিহাস করবেন না। আজ যদি দেশে তেমন নাট্যকারের অভাব হয়, তা হ'লে শুনে রাখুন,...অশোক, ছত্রপতি শিবাজী, সিরাজদ্দৌলা এবং মীরকাসেমের জীবন-নাট্য একদিন রচিত হবেই...এবং সে নাটকের নাট্যকার...আজ যাকে বালক বলে উপহাস কর্চ্ছেন...এই গিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

(পুনরায় বেঞ্চিতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন)

রাই। শুনলে ছোকরার কথা! বেজায় দাম্ভিক দেখ্‌ছি।

শর। দাম্ভিক! হাঁ, জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর যাঁরা, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁরা সর্বদাই একটু দাম্ভিক হন।

[প্রস্থান।

(রাইমোহন একবার তাহার দিকে চাহিল, পরে ফিরিয়া সংবাদ পাঠ-রত গিরিশচন্দ্রের দিকে তাকাইল। কাসিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল। এক সময় গিরিশচন্দ্রের চোখে চোখ পড়িতেই অপ্রস্তুতের মত পলাইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র পুনরায় কাগজ পড়িতেআরম্ভ করিলেন। এই সময় বর্ম্মিজ পোষাক পরিহিত আজিমুল্যা ও লুনা তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। আজিমুল্যা স্কন্ধ স্পর্শ করিতে গিরিশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন।

গিরিশ। কে!

আজিম। আরাকান মুলুকের লোক। কলকাতায় নূতন এসেছি—

গিরিশ। ওঃ!

আজিম। নূতন দেশ, নূতন সহর…অনেক কথা জানতে ইচ্ছা হয়।

গিরিশ। আমায় জিজ্ঞাসা করুন।

আজিম। ও বাড়ীটা কি?

গিরিশ। ও হ'ল সিনেট হাউস্; এ বছর কলকাতায় বিশ্ববিত্যালয় স্থাপিত হয়েছে কি না! ওই বিশ্ববিত্যালয়ের সিনেট হাউস।

আজিম। আর এ বাড়ী?

গিরিশ। সংস্কৃত কলেজ। দেশ-পূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর ঐ কলেজের প্রিন্সিপাল।

আজিম। ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর—(লুনার দিকে তাকাইল)

লুনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর! সেই মহাপুরুষ?

গিরিশ। বাঃ—আপনারা বুঝি চেনেন তাঁকে?

আজিম। হাঁ, না চিনিনে! মানে, তাঁর কথা কে না শুনেছে বল?

গিরিশ। তা সত্যি। সাধারণ মানুষ দূরে থাক্, এমন কি আমার ঠাকুর পরমহংসদেব পর্য্যন্ত একদিন বিত্যাসাগরকে দেখ্তে তাঁর গৃহে গিয়েছিলেন। গিয়ে বলেছিলেন…"সাগর দেখতে এলুম।" বিত্যাসাগর কি জবাব দিয়েছিলেন জানেন?

লুনা। কি?

গিরিশ। বিত্যাসাগর ব'লেছিলেন, "এ সাগরে কেবল দেখবেন শামুক আর ঝিনুক। মনিমুক্তা নাই।"

আজিম॥ হুঁ, ভালকথা—তোমার হাতে ওখানা খবরের কাগজ?

গিরিশ। হ্যাঁ, দৈনিক হরকরা। আপনারা পড়বেন?

আজিম। বাংলা পড়তে জানিনে, তবে খবর জান্তে খুব ইচ্ছে হয়।

গিরিশ। বেশ ত, আমি সব খবর পড়ে শোনাচ্ছি। কি শুনবেন?

এখন কাগজ খুললেই তো কেবল সিপাহীবিদ্রোহের খবর। শুনতে চান্ তো ঐ সিপাহীবিদ্রোহের খবরই শোনাতে পারি।

আজি। সিপাহীবিদ্রোহ! হাঁ…তাই শুনব।) বিহারের বিদ্রোহী নেতা কুমার সিংহ নাকি ইংরেজের সঙ্গে ভয়ানক লড়াই করে নিহত হয়েছেন?

গিরিশ। হাঁ—

আজি। দিল্লীর সংবাদ? শুনলাম, দিল্লী নাকি ফিরিঙ্গীরা ছ'মাস অবরোধের পর পুনরায় অধিকার করেছে?

গিরিশ। হ্যাঁ—

লুনা। বৃদ্ধ মোগল সম্রাট বাহাদুর শার কি অবস্থা হয়েছে?

গিরিশ। বাহাদুর শা দিল্লীর লালকেল্লা হ'তে পালিয়ে হুমায়ূনের সমাধিক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মীর্জ্জা এলাহীবক্স কৌশলে তাঁকে সেনাপতি বার্নার্ডের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

আজি। ধরিয়ে দিয়েছে! বাহাদুর শাকে ওরা ধরিয়ে দিয়েছে!

গিরিশ। হাঁ, খবর শুনলেন, এবার আমি আসি।

আজি। আর একটু দাঁড়াও ভাই, আর দু'একটী কথা।

গিরিশ। (চট্ ক'রে জিজ্ঞেস করুন, আমায় এখুনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যেতে হবে।) আর কি জানতে চান্…একটু জলদি বলুন—

আজি। নানা সাহেবের কোন খবর—

গিরিশ। ইংরেজরা কাণপুর অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই নানা সাহেব কাণপুর হতে নিরুদ্দেশ। তাঁর সন্ধান কেউ জানে না।

লুনা। আর মহম্মদ আলি?

গিরিশ। কে মহম্মদ আলি?

লুনা। জেমিগ্রীন নাম নিয়ে কাফ্রী বেশে ঘুরে বেড়াত!

গিরিশ। ও, বুঝেছি। হুইলার সাহেবের মেয়েকে কানণপুরের বিবিঘর থেকে মুক্ত করে আজিমুল্যার কাছে পৌছে দিয়ে ফিরে আসছিল। সেই সময় ইংরেজরা যাকে বন্দী করে, সেই লোকটি···না?

লুনা। হাঁ হাঁ—

গিরিশ। তাকে তো কলকাতায় লাট ভবনে আনা হয়েছে। সবাই বলে তার ফাঁসী হবে।

লুনা। ফাঁসী হবে? না, না, তার কোন অপরাধ নেই।

গিরিশ। সত্যি কথা বলছেন, জেমিগ্রানের দোষ নেই, সমস্ত দোষ সেই আজিমুল্যার! ফাঁসী দিতে হলে বরং তাকেই দেওয়া উচিত।

আজি। কেন···তার অপরাধ?

গিরিশ। অপরাধ নয়? স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে খুব তো মেতে উঠেছিল; সব লম্ফ ঝম্ফ খতম হ'ল, হুইলার সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে! ছি ছি ছি, এই কি দেশ সেবা? (অথচ মজা দেখুন, দেশের কাছে প্রকৃত অপরাধী সেই আজিমুল্যা হুইলারের মেয়েকে নিয়ে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর সে সত্যিকারের দেশ-প্রেমিক সেই মহম্মদ আলি ফাঁসী কাঠে ঝুলতে যাচ্ছে। বুঝলেন, এই হ'ল আমাদের স্বরূপ মূর্ত্তি। আমরা বন্ধুকে ফাঁসির দিকে এগিয়ে দিযে . আড়াল হ'তে দাঁত বের করে হাসি।)

[প্রস্থান।

আজি। না, এ হ'তে পারে না! (এ হাসি, এ আনন্দ আমি চাইনা।) মহম্মদ আলি মহাপ্রাণ, সে আমার উপকারী অভিন্ন হৃদয় বান্ধব! তার জীবনের আলো যদি এমন করে নিভে ~~যায় তার, আগে~~

আমিও সমস্ত আনন্দ দীপালি ফুৎকারে নিভিয়ে দেব; মৃত্যুর আঁধার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

লুনা। আজিম...আজিম...তুমি কি পাগল হলে!

আজিম। বাধা দিও না লুনা! তোমার কাছে আজ আমি বাধা চাইনে, চাই বিদায়—

লুনা। কোথায় যাবে?

আজি। ইংরেজ সরকারের কাছে আত্ম সমর্পণ করব।

লুনা। কি হবে তার ফল...জান?

আজি। জানি, ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু।

লুনা। তুমি মরবে। জেমিগ্রীনও রক্ষা পাবে না। বরং তুমি যদি ধরা না দাও, তা হ'লে হয়তো জেমিগ্রীনও মুক্ত হতে পারে।

আজি। কি ক'রে?

লুনা। কি ক'রে জানি না। আমি আসছি, তুমি হোটেলে ফিরে, তিন জনের খাবার যোগাড় ক'রে রাখ।

আজি। তিনজনের? লুনা, তুমি একা কোথায়?

লুনা। ভয় নেই; আমি এখনি আসব! একা নয়, ফেরবার সময় সঙ্গে থাকবে জেমিগ্রীন!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কলিকাতা লাট ভবন, লর্ড ক্যানিং ও জেমিগ্রান)

ক্যানিং। জেমিগ্রীন! জেমিগ্রীন!

জেমি। আমি বন্দী! তবু ভয় দেখিয়ে কোন ফল হবে না গভর্ণর জেনারেল! আমার ঐ এক কথা, আমার দেশ নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, তাই আমি এই মহাযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলুম।

ক্যানিং। Jemigreen, I too love my my mother land! স্বদেশকে হামি ভালবাসে। আউর যে ব্যক্তি তাহার দেশকে ভালবাসিটে জানে উহাকে ভি হামি শ্রদ্ধা করে। কিন্তু এই সিপাহী Mutiny. এই বিদ্রোহে মাতিয়া যাহারা চরম বর্ব্বরতার পরিচয় ডিল উহাদের হামি কখনও স্বদেশ ভক্ত বলিবে না।

জেমি। বর্ব্বরতা! সিপাহীদের বর্ব্বরতা!

ক্যানিং। বর্ব্বরতা নহে! কাণপুরের ম্যাসাকার···দিল্লী, এলাহাবাদে Right and left য়ুরোপীয়দের নৃশংস ভাবে উহারা হাট্টা করিল। শুধু মানুষ খুন করিয়া নিবিট্র নহে, এমনকি, আদালত জ্বালাইয়া দিল, জেল ভাঙ্গিয়া চোর বদমাস সকল কয়েডী মুকুট করিল, টেলিগ্রামের তার কাটিল···even পথের ধারে যত mile post স্থাপিত ছিল উহা মাটি হইতে টুলিয়া ফেলিল! এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ···ইহাকে স্বদেশ ভক্তি বলিবে? Is it your national awaking? বোলো জেমিগ্রীন, এইভাবে কি জাটির জাগরণ আসিবে?

জেমি। সিপাহীদের অনেকে ক্রোধান্ধ হ'য়ে অনেক অন্যায় কার্য্য করেছে, স্বীকার করি গবর্ণর জেনারেল। কিন্তু তার জন্যে সারা দেশকে তোমরা যে নির্ম্মম শাস্তি দিয়েছ, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

ক্যানিং। জেমিগ্রীন, I confess, as a man, I really feel ashamed for that—

জেমি। মানুষ মাত্রই এতে লজ্জিত হওয়া উচিত। শুনতে পাই, তোমরা অন্যায় দেখ্‌তে পারনা, তাই নেপোলিয়ান যখন বোঁরো বংশের দুর্ব্বল রাজাকে ফ্রান্সের সিংহাসন হ'তে নামিয়ে দেন, তোমাদের ঐতিহাসিকেরা তাঁর নিন্দা করতে কসুর করেননি।

ক্যানিং। Yes, হামি লোক উহার নিন্দা করিয়াছে; কারণ হামি লোক অন্যায় ডেখিটে পারে না। Napolean Bonapart বোঁরবো রাজার Palace হইটে যখন নানাবিধ Picture ও Statue অপসারিত করিল, হামার ইংলণ্ড তখন ভি তীব্র ভাষায় উহার প্রতিবাদ করিয়াছে। When the sword of ফ্রেডারিক রাজা ফ্রেডারিকের তরবারি যখন নেপোলিয়ান টাহার রাজ প্রাসাদ হইটে আত্মসাৎ করিল...উচিৎ-বক্তা গ্রেটবৃটেন উহা ঘোরতর অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

জেমি। নেপোলিয়ান, ফ্রেডারিকের তরবারি নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ফ্রেডারিক-পত্নীর অঙ্গুরীয় বা কণ্ঠহার চুরী করে তা প্রকাশ্য বাজারে বিক্রী করতে নিশ্চয়ই লজ্জা বোধ করতেন। তোমাদের সঙ্গে নেপোলিয়ানের তফাৎ এইখানে যে, তোমরা সে কাজ করতেও এতটুকু লজ্জিত হওনি।

ক্যানিং। ব্যস্—ব্যস্ Enough of it! এখন টুমার নিকট আমার এই জিজ্ঞাস্য, কানপুর বিবিঘরে যো হট্টাকাণ্ড হইল উহার নিমিট্ট কে দায়ী? নানা সাহেব?

জেমি। না—

ক্যানিং। তবে?

জেমি। আমি বল্‌ব না।

ক্যানিং। Why, কেন বলিবে না? তুমি কি ইহা স্বীকার করে না যে বিবিঘরের হত্যাকারী চরম দণ্ডের উপযুক্ত?

জেমি। হাঁ, জানি, তাকে ফাঁসী কাষ্ঠে বধ করলেও তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তবু—তবু তার নাম আমি বল্‌ব না। কারণ, যত বড় অপরাধই করুক, তবু—তবু সে আমার স্বদেশবাসী।

ক্যানিং। দেহ হইতে দুষ্টব্রণ কিম্বা দুষিত অঙ্গ, অস্ত্র উপচার করিয়া বাদ দেওয়া উচিত নহে কি?

জেমি। সম্পূর্ণ ভাবে উচিত। কিন্তু সাহেব, স্বদেশবাসীকে আমি তো আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনে করিনা…যে দেহকে নিরোগ করবার জন্য সেই দুষ্ট অঙ্গকে দেহ থেকে কেটে বাদ দেব! স্বদেশবাসীকে আমি মনে করি…আমার প্রাণ। প্রয়োজন হ'লে হাত পা ~~কেটে~~ দেহকে বাঁচান যায়; কিন্তু প্রাণ দিয়ে কখনও দেহকে বাঁচান যায় না।

ক্যানিং। But am so sorry Jemigreen! সেই প্রাণ তোমার বাদ ডিটেই হইবে। Either hand over the culprit or উহার নিমিট্ট টুমার নিজের জীবন ডিটে প্রস্তুত হও।

জেমি। গবর্ণর জেনারেল!

ক্যানিং। বিবিঘরের হট্টাকারী কে আছে টুমি বলিবে না? টোমার স্বডেশবাসী কিণ্টু ইতঃপূর্ব্বে উহা হামাকে জানাইয়া ডিয়াছে।

জেমি। আমার স্বদেশবাসী!

ক্যানিং। Yes, কেবল স্বদেশবাসী নহে…Your Comrade টোমার—সহকর্ম্মী…সুবেদার টিকাসিং।

জেমি। টিকাসিং! টিকাসিং কি বলেছে তোমাকে? বিবিঘরের হত্যাকারী—

ক্যানিং। You yourself!

জেমি। আমি! আমি হত্যাকারী! বলছ কি গবর্ণর জেনারেল!

ক্যানিং। গবর্ণর জেনারেল কুছু বলেনা, এ তোমারই স্বডেশবাসী তোমার প্রাণের বন্ধু লোকের কঠা। টোমাকে হামি লোক arrest করিয়াছে; কিণ্টু জানিয়া রাখো, তোমার সেই জীবন-তুল্য স্বডেশবাসীটি তোমাকে চুপি চুপি ধরাইয়া না দিলে উহা এত শীঘ্র হামাদের পক্ষে কথনো সম্ভব হইট না।

জেমি। গবর্ণর জেনারেল—গবর্ণর জেনারেল—

ক্যানিং। Listen Jemigreen, টিকা সিংহকে হামি বিশ্বাস করে না… after all he is a traitor! টোমাকে বিশ্বাস করে, তাই হামি সকল সংবাদ শুনিটে…তোমাকে Calcutta লইয়া আসিয়াছে। তুমি বল, কে বিবিঘরের হত্যাকারী আছে?

জেমি। বলেছি তো…আমি জানি, কিন্তু বলব না।

ক্যানিং। বলিবে না? আচ্ছা, নানা সাহেব কোঠায় টুমি জানে?

জেমি। হয়তো জানি।

ক্যানিং। উহা বলিবে?

জেমি। না।

ক্যানিং। And my third question; হুইলার সাহেবের কন্যার

কি হইয়াছে, উহাকে আজিমুল্যা কোঠায় রাখিয়াছে, উহা বলিটে টোমার বাডা আছে ?

জেমি। হ্যাঁ—আছে।

ক্যানিং। সকল সংবাদ জানিয়া উহা হামাকে লুকাইবার ফল টুমি বোধ হয় জানে না!

জেমি। জানি, ফাঁসী···আমায় তোমরা ফাঁসী দেবে।

ক্যানিং। হ্যাঁ, ফাঁসী। You are to be hanged! এখনো ভাবিয়া দেখো; তবু হামাকে কোন সংবাদ বলিয়া help করিবেনা? নিজের জীবন বাঁচাইবে না?

জেমি। সাহেব, আমার দেশবাসীকে ধরিয়ে দিলে আমার জীবন ভিক্ষা দেবে তুমি; সে জীবন হবে তোমার দান। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, আমার বিবেক, আমার স্বদেশ-প্রীতি, আমার মনুষ্যত্ব··· ভগবানের দান। মানুষের কাছে ভিক্ষার লোভে আমি ভগবানের দানকে হারাতে পারব না।

ক্যানিং। All right! কি করিবে, চরম দণ্ডের পত্র স্বাক্ষর করিটে টুমি হামাকে বাধ্য করিলে। (স্বাক্ষর করিতেছিলেন, এই সময় নেপথ্যে কোলাহল।)

ক্যানিং। What's the matter! Edmundstone! Who's there?

(এডমণ্ডষ্টোন ও লুনার প্রবেশ)

লুনা। জেমিগ্রীন—জেমিগ্রীন—

জেমি। একি! আপনি! হুইলার সাহেবের কন্যা!

ক্যানিং। The daughter of Sir হিউ হুইলার? টোমাকে উহারা বণ্ডী করে নাই?

লুনা। No My Lord, আমি কারুর বন্দী নই। আর যদি বা বন্দী হইতো, আমি স্বেচ্ছায় হয়েছি। এ বন্দীত্ব আমার দেহের নয়…আমার হৃদয়ের।

ক্যানিং। হৃদয়! হৃদয়ের বন্দীত্ব! I see! Madamoisel, then the trouble is with your heart! Have you consulted a good Physician?

লুনা। Certainly My Lord! Ajimulla is a specialist in these cases; I mean, in heart trouble.

ক্যানিং। Oh! Ha! Ha! হামার বহুট আনণ্ড হইল! আজিমুল্যা বিদ্রোহী হইলেও স্যার হিউ হুইলারের কন্যার মুখ চাহিয়া উহাকে হামি ক্ষমা করিবে।

লুনা। My Lord! সে ক্ষমা তুমি সম্পূর্ণ কর—সেই সঙ্গে এই জেমিগ্রীনকে মুক্তি দিয়ে—

ক্যানিং। জেমিগ্রীন! ইহার ফাঁসী হইবে, ইহার দ্বারা বিবিঘরের হট্টাকাণ্ড ঘটিল।

লুনা। My Lord, জেমিগ্রীন হত্যাকারী নয়, হত্যাকারী টিকাসিং।

ক্যানিং। টিকাসিং!

লুনা। আমি প্রমাণ করব। আমায় বিশ্বাস কর গভর্ণর জেনারেল, আমি সব প্রমাণ করে দেব। বলো, তা হ'লে এ মহাপ্রাণ জেমিগ্রীনের ফাঁসীর হুকুম তুমি প্রত্যাহার করবে?

ক্যানিং। Allright, the case will remain pending; যতদিন য়ুরোপিয়ান হট্টার প্রকৃত অপরাধী ধরা না পড়িবে, ততদিন ইহার নিষ্পত্তি সম্ভব নহে।

লুনা। তা হ'লে জেমিগ্রীণ ততদিন কারাগারে থাকবে?

ক্যানিং। No. No, Madam, জেমিগ্রীন টোমার সঙ্গে যেঠায় ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন।

জেমি। কিন্তু সাহেব, সত্যই যদি আমি অপরাধী প্রমাণ হই?

ক্যানিং। তবে আবার আসিবে; নিজে আসিয়া ফাঁসী গলায় পরিবে।

জেমি। স্বেচ্ছায় এসে কেউ কখন ফাঁসী বরণ করে?

ক্যানিং। অন্য কেহ করেনা, কিন্তু তুমি করিবে।

জেমি। তার প্রমাণ?

ক্যানিং। তুমি নিজেই বলিয়াছে, জীবন মানুষের দান···আর বিবেক মনুষ্যত্ব ভগবানের দান! টুমার এই উক্তি যদি সত্য হয়, হামি জানে, দরকার হইলে তুমি আসিয়া ফাঁসী বরণ করিবে।

তৃতীয় দৃশ্য

(কলিকাতা; মাইকেল মধুসূদন দত্তের গৃহ। মাইকেল একাকী বসিয়া পিয়ানো বাজাইতেছিলেন। অকস্মাৎ বিদ্যাসাগরের প্রবেশ)

বিদ্যা। মাইকেল! মাইকেল মধুসূদন! মহাকবি মাইকেল!

মাইকেল। Who's that! Ah, Pandit Vidyasagar! আমার গৃহে! Wait, my friend! এতো আগমন নয়, দস্তুরমত আবির্ভাব! এ আবির্ভাবকে বন্দনা করব আমার তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের ভাষায়—

"আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগণ মণ্ডল,
উজলিল যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির তরঙ্গ
উঠিল অম্বর পথে; কিম্বা ত্বিষাম্পতি

অরুণ সারথীসহ স্বর্ণ চক্র রথে
উদয় অচলে আসি দিলা দরশন!"

বিদ্যা। আঃ হয়েছে। থামো, থামো! তুমি আমায় বন্দনা করবে বলে দাঁড়াতে বল্লে, তবু ভাল। আমি ভাবলুম, সাহেব মানুষ তুমি—তাই বুঝি Indian Musiumএর মত তোমার ঘরেও ছেঁড়া চটি পায়ে No admission।

মাই। ইণ্ডিয়ান Musium?

বিদ্যা। কেন শোন নি, কাশীর কবি হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে গিয়েছিলুম মিউজিয়াম দেখাতে। ওঁরা কেতা দুরস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাই প্রবেশাধিকার পেলেন; কিন্তু আমার শ্রীচরণ সম্বল এই তালতলার ছেঁড়া চটি। তাই মিউজিয়ামের দরোয়ান আমায় যেতেই দিলে না!

মাই। My God! তাই "সাধারণী" কাগজে article বেরিয়েছে?

বিদ্যা। কি article?

মাই। সেকি! আপনি পড়েন নি! এই দেখুন না…প্রবন্ধের নাম "তালতলার চটি!

বিদ্যা। তালতলার চটি! কি লিখেছে?

মাই। শুনুন, "রে তালতলার চটি! ইংরেজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না। ইংরাজ বটবিটপীর সহিত সাফোটক সমান করিয়া তুলিয়াছেন, কেবল বুট চটির গৌরব এক করিতে পারিলেন না। ইংরাজ বিচার কার্য্যের সাহায্য জন্য সাক্ষী ডাকিয়া আনেন, আনিয়া তিনু ক্ষেপার স্থানে শ্রীধর সার্ব্বভৌমকে দাঁড় করান, আবার সার্ব্বভৌমের স্থানে গুলজার মণ্ডলকে উঠাইয়া দেন। ইংরেজের চক্ষে উচ্চ নীচ নাই!

কেবল, রে চর্ম্মচটি! তোরই প্রতি তাঁহাদের সমদৃষ্টি হইল না। ইংরেজবাহাদুর বস্ত্র পরিস্কারকে অস্ত্র চিকিৎসক করিয়াছেন, মলজীবির পুত্রকে মসীজীবি করিয়াছেন, ধীবর মৎস্য জীবিকে ধীমান বিচার-পতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; পীরবক্স খাঁকে রায়বাহাদুর করিয়াছেন; কিন্তু হতভাগ্য তালতলার চটি! এত উন্নতিতেও তোর কিছুমাত্র উন্নতি হইলনা।"

বিদ্যা। ঠিকই লিখেছে হে। এই অধম বিদ্যাসাগরের চরণাশ্রিত যে, তার কি আধুনিক সভ্য সমাজে কোন স্থান আছে?

মাই। বিদ্যাসাগর—

বিদ্যা। যাক্; শোন মাইকেল, আমি যে জন্য এসেছি। দ্যাখ, তুমি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে খ্রীশ্চিয়ান হ'লে, য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ কল্লে, স্বদেশীয় আচার নীতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, উৎকট সাহেবীয়ানার ভক্ত হলে। এজন্য সত্যই প্রথমতঃ আমি তোমার ওপর মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলুম। কিন্তু তোমার ভেতরে যে দুঃসাহসী বিদ্রোহী মানুষটি জেগে রয়েছে, তাকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি। ভ্রান্ত পথে গেলেও তুমি শক্তিধর, দুঃসাহসীক অভিযাত্রী; তোমার শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

মাই। Is it! Vidyasagar—

বিদ্যা। Madras প্রবাসকালে তোমার রচিত Captive Lady কাব্য গ্রন্থখানি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—তারপর বেলগাছিয়া নাট্য সমাজের জন্য তোমার লিখিত শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে বাংলা নাটক রচনায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে আমায়···তোমার রচিত মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম সর্গ! ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রথম সর্গটী পড়ে

শুনিয়েছে। তুমি এই কাব্যে ছন্দোবদ্ধ পয়ারের শৃঙ্খল ভেঙে যে শক্তিশালী অমিত্র ছন্দের প্রচলন করেছো··আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যত দিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন বাঙালী জাতি এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টারূপে তোমায় কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন জানাবে।

মাই। Ah Vidyasagar! You say so! স্বয়ং বাগ্দেবী মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়ে যদি আমায় আশীর্ব্বাদ করতেন, আপনার আশীর্ব্বাদ আমি তাঁরই সমতুল্য জ্ঞান করে মাথায় তুলে নিলুম। আসুন, আমার মেঘনাদ-বধ কাব্য আরও তিন Canto লেখা হয়েছে, দেখবেন!

বিদ্যা। নিশ্চয়ই দেখ্‌বো—কোথায়?

মাই। ওই লাইব্রেরী ঘরে টেবিলে আছে। চলুন, আমি নিজে পড়ে শোনাব। না, নিজে পড়লে হয়তো এতখানি inspired হয়ে পড়ব যে আপনার অপক্ষপাত সমালোচনা শোনবার অবকাশ পাব না। তার চেয়ে আপনি যান, আমার কাব্য পড়ে আপনার নিজস্ব মতামত আমায় জানাবেন।

বিদ্যা। বেশ, তাই হবে। কিন্তু তুমি ততক্ষণ—

মাই। আমি এ ঘরে বস্‌ছি, এই বই গুলো পড়ব।

বিদ্যা। ও গুলো?

মাই। History of Sepoy mutiny, সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস, নূতন বেরিয়েছে; বেশ interesting.

(বিদ্যাসাগরের প্রস্থান। মাইকেল দুই তিন পাত্র মদ্য পান করিলেন। পরে সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস লইয়া ইজি চেয়ারে বসিলেন)

মাই! Poor mutineers! Poor Nana Shaheb! What a

sad end! শক্তি ছিল, পৌরুষ ছিল, কিন্তু এমনি করে শক্তির অপব্যয় কর্ল! আজ যদি নানা সাহেবকে একবার সামনে পেতাম।

(অকস্মাৎ অন্যদিকের পরদা সরাইয়া য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে নানা সাহেবের প্রবেশ।)

নানা। May I come in?

মাই। Who are you please—

নানা। যাকে খুঁজছ··আমি নানা সাহেব!

মাই। নানা সাহেব, By Jove! এই বেশে!

নানা। স্বদেশীয় পোষাক পরে আমার দেশের মাটিতে বিচরণ করবার অধিকারটুকু আমি হারিয়েছি। আমায় চিনতে পারলেই ধরে ফাঁসী দেবে! তাই এই ছদ্মবেশ!

মাই। কিন্তু তুমি এখানে?

নানা। পথে পথে ঘুরি···তুমি ডাকলে, তাই তোমার কাছে এলাম।

মাই। কিন্তু—আমি তোমাকে কখন ডাকলেম?

নানা। সেকি! এই মাত্র বলছিলে না, আমার দেখা পেলে কি একটা করবে?

মাই। ওঃ হাঁ, আমি বলছিলাম···

নানা। তুমি বলছিলে, সিপাহী বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছে তাদের তুমি অনুকম্পা কর।

মাই। হাঁ!

নানা। থাক্···থাক্! অনুকম্পা দেখাতে হবে না। সভ্য ভাষায় তোমরা যাকে বলছ অনুকম্পা···সোজা ভাষায় তারই নাম ঘৃণা।

মাই। Stop! Stop নানা সাহেব! মেঘনাদ-বধ কাব্যের রচয়িতাকে আজ ব্যর্থ-বিদ্রোহী নানা সাহেবের কাছে বাংলা ভাষার মানে

শিখতে হবে না। অর্থ, ব্যাখ্যা ও সব ছেড়ে দাও; বল, তুমি কি বলতে এসেছ আমায় ?

নানা। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি বিদ্রোহীদের কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ মনে কর ?

মাই। সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তারা আজ পরাজিত…

নানা। বিদ্রোহীদের যদি পরাজয় হযেই থাকে, তার জন্যে দায়ী তাদের কর্ম্মশক্তির দৈন্য নয়, তার জন্যে দায়ী…নেতৃ স্থানীয় লোকের অভাব।

মাই। সেকি ! ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব তাদের নেতা…

নানা। অন্য কোন উপযুক্ত লোক ছিল না বলে আমি নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে ছিলুম। কিন্তু আমার বল্‌তে কুণ্ঠা নেই…আমি তাদের চালনা করতে পারিনি।

মাই। তোমার মন্ত্রণাদাতা আজিমুল্যা ? I think he took a very nice start ?

নানা। আরম্ভ ভাল, কিন্তু শেষ কোথায় ? ভালবাসার মোহে—সে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে সরে দাঁড়াল।

মাই। Nicely done indeed ! প্রেমকে সে সবার ওপরে স্থান দিয়েছে। অরসিক যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তুমি কি করে বুঝবে…

Life hath its dreams to beautify its scene,
And Sun light for its desert, but there be—
None softer in its store of brighter sheen—
Than love, than gentle love !

আমার Captive lady পড়েছ ?

নানা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমি তোমার Captive lady পড়িনি। প্রেম, ভালবাসা! পরাধীন জাতির জীবনে প্রেমের স্থান কোথায় বল্‌তে পার? নারী দেখা দেয় পরাধীন জাতির জীবনে…প্রেমময়ী রূপে নয়, ধ্বংস স্বরূপিণী হ'য়ে।

মাই। What do you mean?

নানা। আমি বল্‌তে চাই, রূপ এবং রূপেয়ার মোহ আমাদের জাতীয় জীবনের সব চেয়ে বড় Tragedy! আজিমুল্যার ন্যায় বহু প্রতিভাবান শক্তিধর পুরুষ এ ক্ষেত্রে এসেছে এবং আসবে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্ত জীবনের সাধনা…জীবনের মূলমন্ত্র সব ভুলিয়ে দিয়ে এদের বিপথগামী করে এবং করবে…হয় নারীর রূপ…নয় রূপেয়া।

মাই। নানা সাহেব, তোমাকে দেখে সত্যই দুঃখ হয়। (তুমি আজ পলাতক, পথচারী…তোমার সেনাপতি তাত্যাটোপী ফাঁসী বরণ কল্ল, ঝান্সীর বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হ'ল।) তোমাদের নিষ্ঠা…তাকে কেউ শ্রদ্ধা না করে পারে না এবং এক দিক থেকে বিচার করে দেখ্‌লে, তোমাদের এ বিদ্রোহকে সার্থকও বলা চলে।

নানা। সার্থক বিদ্রোহ! কি ভাবে?

মাই। তোমরা যদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান কামনা ক'রে বিদ্রোহী হয়ে থাকো, তাহলে তোমাদের প্রচেষ্টা তো সার্থক হয়েছে। ভারতের রাজশক্তি আজ আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে নেই, এ রাজ্যের অধিশ্বরী আজ মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

নানা। হ্যাঁ, সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়েছে, ভারতের মহারাণী আজ ভিক্টোরিয়া। শুনেছি, ইংলণ্ডে

দয়াবতীরূপে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি ; কিন্তু কে জানে, এই হতভাগ্য ভারতকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন !

মাই। Don't worry Nana Shaheb ! Victoria দেশে শান্তি আনবেন। When I shall go to England.

নানা। England ! তুমি England যাবে ?

মাই। Oh, sure ! That's the dream of my life ! হ্যাঁ, ইংলণ্ড যাওয়া আমার জীবনের স্বপ্ন।

নানা। কিন্তু কেন—

মাই। তুমি বুঝবেনা ! The land of Milton, Pope, Byron ! The fairy land of my beloved poets ! I must, I must see England ! I must see the whole of Europe !

নানা। কিন্তু যত বড় কবি-প্রতিভাই হোক্‌না কেন তোমার···বিদেশের ছাদের নীচে তোমার জ্যোতিকে বলব বড় জোর···বেলোয়ারী ঝাড় লণ্ঠন ; আর সেই প্রতিভাই স্বদেশের মুক্ত নীলাম্বরে হতে পারতো···দীপ্তিমান প্রভাত-সূর্য্য।

মাই। My boy, where from shall I get that devine inspiration ? I must look to the western horizen ! সমগ্র পাশ্চত্য ভূমি আজ জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যতার আলোয় ঝল মল ক'রে উঠেছে। পাশ্চাত্যের জ্যোতির প্লাবন আজ সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করতে ধেয়ে আসছে। একে অস্বীকার করবার আর উপায় নেই। একে অস্বীকার করার অর্থ আত্মবঞ্চনা।

নানা। হুঁ ! বেশ, তা হ'লে সেই আলোকোদ্ভাসিত পাশ্চাত্য ভূমিতে

যাও। স্বদেশ তোমার অন্ধকার ; তাই পশ্চিমের আলো আনতে চাও! তাই না? হাঃ হাঃ হাঃ।

মাই। কি হ'ল! What makes you laugh?

নানা। পশ্চিম থেকে ধার ক'রে আলো নিয়ে এস। কিন্তু মনে রেখো, আলোর সন্ধানে গিয়ে তোমার চারিদিক অন্ধকার দেখতে হবে।

মাই। নানা সাহেব!

নানা। অনাহারে…অনিদ্রায়…বিশীর্ণ দেহে…যখন ফরাসী দেশের কোন এক জেলখানায় তোমাকে দেনার দায়ে কয়েদীর পোষাক পরবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে…তখন কিন্তু এই ভারতবর্ষকে ভুলোনা। বাঁচতে চাও তো, এই অন্ধকারের পানেই ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে দিও। নইলে স্থির জেনো, তোমার জীবনের দীপ পশ্চিমের দম্‌কা হাওয়ায় এমনি ক'রে ফুৎকারে নিভে যাবে।

[আলো নিভাইয়া দিয়া প্রস্থান।

মাই। Ah! Horrible! I can't stand this horrible darkness! Light! Who goes there...give me light!

(বিদ্যাসাগরের প্রবেশ)

বিদ্যা। মাইকেল! মাইকেল!

মাই। কে?

বিদ্যা। আমি বিদ্যাসাগর—

মাই। বিদ্যাসাগর! But where is he? আমি যে দেখতে পাচ্ছিনে!

বিদ্যা। কি দেখবে? কেন অমন কর্চ্ছ? সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস পড়তে পড়তে…তুমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে?

মাই। (বই খুলিয়া) সিপাহী বিদ্রোহের স্বপ্ন? নানা সাহেবের ছবি! Yes, me think I had a dream, but no—never, it was not all dream! It can't be—a meaningless dream!

বিদ্যা মাইকেল!

মাই। বড় অন্ধকার! Light! Light!

বিদ্যা। ঝড় উঠেছে। তাই সব আলো দম্‌কা হাওয়ায় নিভে গেছে—

মাই। What am I to do then Vidyasagar? This darkness এ যেন মৃত্যুর মত ভয়াল, মৃত্যুর মত নির্ম্মম, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে! চল, আমরা আলোর সন্ধানে যাই।

বিদ্যা। ও দিকে কোথায় যাচ্ছ, ওদিকে আলো নেই।

মাই। ঐ পশ্চিমের ঘরে··· ?

বিদ্যা। বলেছি তো পশ্চিমের আলো দম্‌কা হাওয়ায় নিভে যায়!

মাই। তবে কোথায় পাব আলো?

বিদ্যা। ভয় কি, আলো পশ্চিমে না থাক্‌···পূর্ব্ব-দিগন্তে রয়েছে।

মাই। পূর্ব্ব-দিগন্তে! পূর্ব্বদিকে গেলেই দেখতে পাব?

বিদ্যা। সে শাশ্বত সুন্দর, দিব্য জ্যোতির অভ্যুদয় দেখতে হলে, শুধু তুমি আমি নই ভাই, সমস্ত জগৎকে মুখ ফেরাতে হবে এই পূর্ব্বাচল পানে, এই অমৃতময় উদয় দিগন্তে—

(পূবের জানালা খুলিয়া দিলেন। প্রভাত সূর্য্যের রাঙা আলো ঘরে ছড়াইয়া পড়িল)

[যবনিকা]

শ্রীনন্দকুমার [illegible]

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয় রজনী ঃ শুক্রবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

সংগঠনকারীগণ

সত্বাধিকারী ... ... সলিলকুমার মিত্র

পরিচালক ... ... মহেন্দ্র গুপ্ত

সুরশিল্পী ... ধীরেন দাস (এঃ), পবিত্র দাশগুপ্ত (এঃ)

মঞ্চ-শিল্পী ... ... জহর কুণ্ডু

আলোক সম্পাতকারী ... ... বিভূতি রায়

এম্‌প্লিফায়ার বাদক ... ... মধুসূদন আঢ্য

স্মারক ... ... আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

রূপসজ্জাকর ... ... নন্দলাল গাঙ্গুলী

মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক ... যতীন চক্রবর্ত্তী, অনিল বোস

যন্ত্রী-সঙ্ঘ—ধীরেন ব্যানার্জ্জি, ললিত বসাক, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্ত্তিক ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র দাস, হারাধন বিশ্বাস, মিহির মিত্র।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

জেমিগ্রীন ... ... ভূমেন রায়

মাইকেল ... ... জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি

আজিমুল্যা ... ... সিধু গাঙ্গুলী

নানা সাহেব ... ... ভূপাল সেন

রাইমোহন ... ... শিবকালী চট্টো

গঙ্গাধর ... ... তারা ভট্টাচার্য্য

রাও সাহেব ... ... পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর ... ... কালীপ্রসাদ ব্যানার্জ্জি

টিকাসিং ... ... সত্য পাঠক।

লর্ডক্যানিং ... ... প্রবোধ মুখার্জ্জি

বলদেও ... ... কালীপদ চক্রবর্ত্তী

ময়রা ... ... গুরুদাস ব্যানার্জ্জি

ওয়াজেদ আলি ... ... কুমার ঘোষ

তাত্যাটোপী ... ... বিমল ঘোষ

জাওলা প্রসাদ ... ... শান্তি দাশগুপ্ত

এ, ডি, সি ... ... রবি রায়চৌধুরী

এডমণ্ডষ্টোন্ ... ... বাণী মুখার্জ্জি

শরচ্চন্দ্র ... ... কমল বন্দ্যোপাধ্যায

কিরকে ... ... সুধাংশু গুহ

লক্ষ্মণ রাও ... ... রবীণ বোস্

গিরিশচন্দ্র ... ... মাষ্টার অন্তু

ষ্ট্রীট্ সিঙ্গার ... ... গোপাল ভট্টাচার্য্য

হকার ... ... বিষ্টু সেন ও শৈলেন রায়

দামোদর ... ... কনক লতা

অন্যান্য চরিত্রে :—ফণী সাহা, নলিন বাগ, রমেশ নস্কর, পুলিন মল্লিক, নগেন সমাদ্দার, অনিল রায়, শান্তি চ্যাটার্জ্জি, রবীন দাঁ, প্রণব পাঠক, তারক ভট্টাচার্য্য, নরেন মজুমদার।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ ... ... শান্তি গুপ্তা

লুনা ... ... পূর্ণিমা

সুলতানা ... ... হরিমতী

ময়নাবাঈ ... ... জ্যোৎস্না

হোসেনী খানুম ... ... অপর্ণা দেবী।